লুলিয়া।

গীতি-নাট্য।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ সাল, শনিবার

মিনার্ভা থিয়েটারে

প্রথম অভিনীত।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র-প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মূল্য ৷৹ আট আনা।

কলিকাতা,
১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,
"কালিকা-যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

গীতি-নাট্যোক্ত চরিত্র

পুরুষগণ।

দিব্যকান্ত	...	কাশ্মীরের অমাত্যপুত্র।
রবিরঞ্জ সৌরি ..	...	ঐ মহাসামন্ত।
অরবিন্দ গৌরি	...	রবিরঞ্জের সম্ভ্রান্ত আত্মীয় ও দিব্যকান্তের প্রাণতম বন্ধু।
কালাশোক ..	...	ব্যাধজাতীয় জনৈক নাগরিক
অঞ্জন ত্রিপণ্ড	...	দিব্যকান্তের প্রিয় অনুচর।

দিব্যকান্তের সর্ব্বাধ্যক্ষ, বঙ্গদেশী বৈদ্য, ভৃত্যগণ, পাহাড়ীয়া বালকগণ, দস্যুগণ, সূর্য্যদেউলের মন্দিরাধ্যক্ষ ও মন্দির রক্ষীগণ ইত্যাদি।

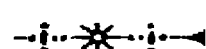
স্ত্রীগণ।

সরসা	...	...	রবিরঞ্জের অবিবাহিতা কন্যা
আরতী	...	...	অরবিন্দের পত্নী।
মানসী	...	...	দস্যুগৃহ পালিতা।
লুলিয়া	...	...	কালাশোকের পত্নী।

সজনীগণ, পাহাড়ীয়া বালিকাগণ ইত্যাদি।

লুলিয়া

প্রথম অঙ্ক



প্রথম গর্ভাঙ্ক

হ্রদবক্ষে সুবর্ণমণ্ডিত ভাসমান আরাম কক্ষ।

নৌকাবাহিনী রমণীগণের গীত।

অতি সুন্দর সরোবর, নীল নিথর হের,
পূর্ণ দুকূল কানে কান।
প্রতি-বিম্বেতে বিম্বিত, দৃশ্য শোভা যত,
তিরপিত হেরি দুনয়ান ॥
কিবা শীতল সুবিমল, শান্ত সুনির্ম্মল,
মণ্ডিত মহিমা মহান্।
হেরি ইন্দু উদিত, মৃদু মন্দ পবন বহমান ;
খর-সূর্য্য কিরণে পরিতপ্ত ধরাধর,
অম্বর করিছে সিনান ॥

[প্রস্থান

(লুলিয়া ও কালাশোকের প্রবেশ)

কালা। তোর ঐ তো দোষ! একটা না একটা কোঁদল না হোলে থাকতে পারিস না! কুঁদুলে নাড়ী যেন কোঁ কোঁ কোরে ওঠে!

লুলিয়া। ওরে মিন্সে মুই সাধে কি কোঁদল করি? অসৈরণ সইতে নারি, তাই করি; মোর স্বভাবই এই।

কালা। হিংসুকে হোলে, তার সবই অসৈরণ হয়।

লুলিয়া। মুই হিংসুকে? ওরে হতভাগা মিন্‌সে, মোকে হিংসুকে বল্লি?

কালা। হিংসুকে লোস্ তো কি? কারোর ভাল যার সয়না, সেই হিংসুকে।

লুলিয়া। একজন ভাল খাবে, ভাল পোরবে, আর মুই খেতে পত্তে পাব নি বোলে মোর রাগ হবে; আর সে যেন মোর মতন হয়, ভগবানের কাছে তাই বর মাগ্‌বো বোলে কি মুই হিংসুকে হলুম? একজন এক গা গয়না পোরে হাত পা নেড়ে বেড়াবে, গ্যাদায় মাটীতে পা ঠেকাবেক্ নি, ছাপর খাটে শুয়ে ছাচি পান খেতে খেতে, দশটা ঝি চাকরকে খাটাবেক্, তাতে যদি মোর গাটা ইস্‌পিস্ করে, তাহোলে কি মুই হিংসুকে হলুম?

কালা। হিংসুকে লোস তো কি? ভাল তা না হয় হোগে যা, কিন্তু আপনার ঘরের মনিষ্যির সুখ দেখ্‌লে যে তোর চোখ টাটায়, এতে তোকে কি বলি বল্ দিকি?

লুলিয়া। আহা! আপনার মনিষ্যির সুখ তো কত?

কালা। সুখ নয়তো কি? এই যে দিব্যকান্তি মশাই

নিজের চ্যাহারার সঙ্গে আমার চ্যাহারা কথকটা এক রকমের বোলে, আমায় কত যত্তন করেন। অত বোড় নোক হোয়েও আমায় নিয়ে এক সঙ্গে পা চাল্লি কোরে বেড়ান; এ সুখ নয়তো কি?

লুলিয়া। ও বড় মানুষের ল্যাজ ধোরে বেড়ানো, মুই দেখ্‌তে পারি না।

কালা। তা পার্ব্বি কেন? ওই তোর রোগ। এই যে ভাল পোষাক পরিয়ে, আজ আমায় শিকারে সাতে কোরে নিয়ে যাচ্চেন, আর রক্ষে আছে, অমনি কোঁদল জুড়িছিস। সাধে কি বল্‌ছি যে তুই আপনার মনিষ্যিরও ভাল দেখ্‌তে পারিস না।

লুলি। তা পারি আর না পারি, ও পোষাক তোরে ছাড়তে হবেক্! আগেকার মত লেংটী এঁটে, তির থাম্‌টা নিয়ে শিকারে যাবি তো যেতে দোব, নইলে এখনি মহা অনর্থ বাঁধিয়ে দেবো।

কালা। দেখ ও ছোটলোকমি ছাড়। তুই এদ্দিন ধোরে কত দুষ্কম্ম অকম্ম কোরেছিস, চখে দেখেছি, কিচ্ছু বলিনি; তুই যে রকমে বুঝিয়েছিস তাই বুঝেছি। কত দুব্বাক্যি বলেছিস, এক কান দে শুনিচি আর এক কান দিয়ে বার কোরে দিছি। যা কোর্ত্তে বোলেছিস, তাই কোরিচি, গুরু ঠাকুরের মত আদর দিয়েছি; কিন্তু এখন আমার কপাল ফিচ্চে, এ সময় তোর কোন কথা থাকবেও না, কথামত কোন কাজও আমি কোর্ত্তে পার্ব্বোও না। তাই বলছি, আমি যা কচ্চি এতে বারন করিস নি।

লুলিয়া। তাইতো, মেজাজটা দেখছি যে ওলট পালট হোয়ে গিয়েছে! ভাল এখন যা,—ফিরে এলে বুঝে নোব।

কালা। তাই লিস! এখন আমি সূর্য্য দেউলের ঘাটে লায়ে চড়তে চল্লুম।

[প্রস্থান।

লুলিয়া। (স্বগতঃ) থাক্, লেহাৎ চটালে চোলবে লা; হাজার হোক্ স্বোয়ামী তো—হাতে রাখা চাই!

(অঞ্জনের প্রবেশ)

অঞ্জন। এই মজালে! যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধে হয়!

লুলিয়া। কেনেহে এতটা কেনে? মুই কি ধোরে খাই লাকি?

অঞ্জন। খাও কিনা খাও, যারা থাবাটা থুবোটা খেয়েছে, তারা বলতে পারে।

লুলি। আ মোরে যাই সোনার চাঁদ! কি কথাই বল্লেগো! ওঁর ওপর একটু পড়তা হোয়েছে বোলে, উনি ঝোপে ঝাপে বাগ্ দেখ্ছেন।

অঞ্জন। বাঘ আর দেখবো না। এখন অনুগ্রহ কোরে ওই পড়্তা টুকু ফিরিয়ে নিলে হয় না?

লুলি। কেনে? তোমার কি মোরে ভাল্ লাগে না?

অঞ্জন। ভাল না লাগলেই তো ভাল হয়।

লুলি। ছি ছি? তুমি না মরদ মানুষ!

অঞ্জন। তা হোলে কি হয়। আমি যে ছেলে মানুষ, এখনও সাধ কোরে হোঁচট খেতে শিখিনি!

লুলি। শেখোনি—শিখ্তে সুরু কর।

অঞ্জন। এখন ত দিনকতক যাক্, পরে যা হয় দেখা যাবে।

লুলি। এদিকে যে মেয়ে মানুষটা মারা যায়।

অঞ্জন। মারা যাওয়াটা তো আর মুখের কথা নয়। ব্যায়রাম হওয়া চাই, কবিরাজ আসা চাই, তারপর চোখ কপালে তুলে, দম আটকালে তবে তো মরণ!

লুলিয়া। মোর ব্যায়রামও হোয়েছে, কোব্‌রেজও এয়েচে, চোকও কপালে উঠেছে, নিশ্বেসও বন্ধ হোয়েছে; এখন হয় তুমি -- আর না হয় মরণ, একজনাকে চাই।

অঞ্জন। কৈ, যা বোল্লে তারতো কিছুই দেখি না!

গীত।

অঞ্জন।

কৈ রোগ তো তোমার দেখছি না।
অমন নিরেট বাঁধন, নিটোল গড়ন,
টোলতো কোথাও বুঝছি না॥

লুলিয়া।

এ রোগ বাইরে কি জন্মায়,
এ রোগ ভিত্‌রে খুলে খায়,
প্রাণের বাঁধন ছাঁদন, শক্ত কসন্, এলিয়ে খোসে যায়;

অঞ্জন।

রোগের এতই ঠাস্থুনি,
রোগের নামটা কি শুনি,

লুলিয়া।

আঁচে আঁচে লাও বুঝে লাম, মুখ ফুটে তা বল্‌ছি না।

অঞ্জন।

না বোল্লে না বুঝ্‌বো, তোমার বাজে কথায় ভুলছি না॥

লুলিয়া।

লেহাত শুনবে যদি তাই,

তবে পষ্ট বোলে যাই,

তার লামটী পিরিত্‌, রীত্‌ বিপরিত্‌ কেবলই খাই খাই ;

অঞ্জন।

এ যে বড়ই শক্ত রোগ,

এর দিনরাত্তির ভোগ,

লুলিয়া।

বদ্দি তুমি কাজের কাজি, কাজ্‌ না পেলে লড়ছি না।

নাড়ী টেপাবো, অষুধ খাবো, আর তোমারে ছাড়ছি না॥

অঞ্জন। আহাহা কর কি, কর কি ? গরিব বেচারির ওপর দৃষ্টিটা নাই দিলে! আমি না হয় খুঁজে পেতে একজন ভাল দরের বদ্দি যোগাড় কোরে দোব!

লুলি। ঘোলে কি আর দুধের সাধ মেটে সোনার চাঁদ! আর ক্যানে গোল কর তোমার মনীবের সাথে আজ মোর হতভাগাটাও শিকারে যাচ্চে। এখন চল, তোমার বাড়ী, তোমার ঘর, যা চাইবে তাই পাবে, যা হওয়াবে তাই হবে, পানে থেকে চূণ খোস্‌লে—আমায় ঝাঁ্যাটা মেরে চোলে আসবে—এস।

অঞ্জন। ওরে বাপরে—এ যে সত্যি বলে? আমি মনে কচ্ছিলেম কথার কথা!

লুলি। আমার যে কথা সেই কাজ!

অঞ্জন। যাহোক্, প্রভু যে খপর জানতে পাঠিয়েছিলেন—যে শিকিরি যাত্রা ক'রেছে কি না? যাই তাঁকে খবর দিইগে যে, ঘাটের দিকে গেছে, তোমার কাজ নিয়ে তুমি থাক, আমি লম্বা দিলুম।

[প্রস্থান।

লুলিয়া। আহাহা, যাও কোথা? যাও কোথা?

[পশ্চাতে পশ্চাতে প্রস্থান।

(অন্যদিক হইতে সরসাকে লইয়া গান করিতে করিতে সজনীগণের প্রবেশ)

গীত।

ভালবাসা চাপলে কি রয় আপনা হোতে ফুটে ওঠে।
চটুল চোখের চাউনিতে আর চাপা হাসি চিকণ ঠোঁটে॥
তুঁষের আগুণ ভিত্‌রি চাপা রয়,
গুমে গুমে পুড়িয়ে করে ক্ষয়;
(শেষে) শেষ হোলে আর রয়না চাপা,
আপনা হোতে ফিন্‌কি ফোটে;
আপ্‌নি পুড়ে পুড়িয়ে মারে, ছটফটি হয় জ্বালার চোটে॥

সরসা। ভালবাসা না চেপে, তোরা কি কর্ত্তে বলিস?

প্র-স। আমরা বলি খোলসা কথা; বুক ফাটার চেয়ে মুখ ফুটে বলা ভাল! ছেলে বেলা থেকে যাদের ভাব, তাদের আবার লজ্জা কেন? মুখ ফুটে বোলে ফেলো।

সরসা। দুর্—মেয়েমানুষের মুখ কি আগে ফোটে?

প্র-স। ভাল পষ্ট না ফটুক, ভাবে ভঙ্গিতে জানালে হয় তো?

সরসা। তাকি আর না জানানো হয়! তাতেও যদি না বোঝে!

প্র স। ও কথাই নয়! পুরুষ মানুষ এত নির্ব্বোধ হয় না।

সরসা। না হয় না হোক! এখন তোরা এক কাজ কর দেখি, সূর্য্য দেউলে গিয়ে পুরোহিতের কাছ থেকে আশীর্ব্বাদী ফুল চেয়ে নিগে যা! দিব্যকান্ত যখন প্রণাম কোর্ত্তে যাবেন তখন আমার নাম কোরে তাঁকে দিস্।

প্র-স। বেশ কথা, এও একটা ইঙ্গিত বটে!

(সজনীগণের প্রস্থান)

সরসা। (স্বগতঃ) সত্যই তো আর চেপে থাকতে পারিনা! কতবার বলি বলি করিছি, কিন্তু বলবার সময় যেন মুখে কে হাত চাপা দেয়! বয়েস হোয়ে পর্য্যন্ত আগেকার সে খোলা খুলি ভাব যেন দুজনেই হারিয়ে ফেলেছি; আমার যেমন লজ্জা, বুঝতে পারি তাঁরও তেমনি!

(অন্যদিক হইতে দিব্যকান্তের প্রবেশ)

দিব্য। একি সরসা! এখানে যে?

সরসা। তুমি শিকারে যাবে, তাই যাওয়ার সময় তোমায় একবার দেখতে এসেছি! কেন আসতে কি নাই?

দিব্য। আসতে নাই একথা কি আমি বলছি? আমি আরও তোমার সঙ্গে দেখা কোর্ত্তে তোমার বাগান পর্য্যন্ত গেছলেম!

সরসা। বটে! এত ভাগ্য! তবু ভাল!

দিব্য। কার ভাগ্য? আমার না তোমার?

সরসা। আমারই! তোমার কিসে হবে বল? আমায় খুঁজতে তো কোন দিন আমার বাগানে যাওনি!

দিব্য। অনেক দিন গেছি দেখা পাইনি!

সরসা। ও কথা ঠিক নয়, দেখা করনি তাই বল।

দিব্য। ঠিক খাঁটী সত্য কথা বোলতে হোলে বোলতে হয়,—দেখা কর্‌তে গেছি, দেখতেও পেয়েছি। কিন্তু দেখা দিতে কেমন বাধো বাধো ঠেকতো, না দেখা দিয়ে ফিরে এসেছি!

সরসা। কেন?

দিব্য। এই কেনর উত্তর দুদিন আগে হোলে, দিতে পার্‌তেম না; কিন্তু আজ আর চেপে রাখতে পাচ্ছিনা। সরসা! তোমার পিতামাতার সঙ্গে আমার স্বর্গীয় পিতা মাতার যথেষ্ট প্রণয় ছিল, তা বোধ হয় তুমি জান?

সরসা। খুব জানি।

দিব্য। তোমার জননীর সঙ্গে, তুমি বালিকা বয়সে প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসতে, তা মনে অছে?

সরসা। খুব মনে আছে।

দিব্য। তুমি এলে, আমি অন্য সকলের সঙ্গে খেলাধূলো ছেড়ে, কেবল তোমার সঙ্গে খেলা কর্‌তেম, তা বোধ হয় ভোলনি?

সরসা। না ভুলিনি!

দিব্য। তোমার সঙ্গে কখনও কোন দিন আমার কোন কিছু নিয়ে ঝগড়া হয়নি, তাও বোধ হয় মনে হয়?

সরসা। মনে হয় বটে, কিন্তু একদিন একটু ঝগড়া হোয়েছিল!

দিব্য। সে কবে?

সরসা। সেই একদিন একছড়া মালা গেঁথে আমি তোমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেম, তুমি অমনি তখনি খুলে ফেলে আমার গলায় পরিয়ে দিলে; আমি রাগ কোরে কেঁদে, যেখানে আমাদের মায়েরা বোসে ছিলেন সেইখানে গিয়ে সব কথা ব'ল্‌লেম!

দিব্য। হ্যাঁ মনে পোড়েছে—আচ্ছা, তাতে তাঁরা কি বলেছিলেন, মনে আছে?

সরসা। হ্যাঁ আছে। বোলেছিলেন—তা বেশ তো, কান্না কেন? তোদের আপনা আপনি মালা বদল হোয়ে গেছে, ভালই হয়েছে। আমাদের আর পাত্রপাত্রী খুঁজে বেড়াতে হবেনা!

দিব্য। আর অমনি তোমার কান্না গেল। আমার হাত ধোরে আবার বাগানের দিকে ছুটে গেলে—কেমন?

সরসা। হ্যাঁ!

দিব্য। সরসা! সেই দিন আর এই দিন! সেই দিন যে ফুলের কুঁড়ি ধোরেছিল, আজ তা ফুটে উঠেছে! সেই দিন থেকে যে ভালবাসার সঞ্চার হোয়েছে, যে ভালবাসা বাল্যপ্রণয়ে বর্দ্ধিত হোয়েছে, আজ এই নবীন যৌবনে সেই ভালবাসার ভিক্ষুক তোমার দ্বারে।

সরসা। ভিখারীকে ভিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু ভিক্ষা পেলেই যে তিনি আশীষ কোরে পালাবেন—আর দেখা দেবেন না, তার কি?

দিব্য। এমন নির্ব্বোধ ভিখারী কেউ নাই যে, যে বাড়ীতে ভিক্ষা পায়, সে বাড়ী ছেড়ে পালায়! একবার পেলে দশবার আসে, গৃহস্থকে বিরক্ত কোরে তোলে।

সরসা। যে পাকা গৃহস্থ, সেকি বিরক্ত হয়, সেতো তাই চায়।

দিব্য। তবে ভিক্ষা দাও!

সরসা। কিসে নেবে?

দিব্য। এই হৃদয় পেতে দিচ্ছি! এই আমার ভিক্ষা পাত্র।

সরসা। পাত্রটা একবার পরীক্ষা কোরে নিলে হতো না? যদি ফুটো হয়, ভিক্ষের জিনিষ,তা' হোলে তো সব পোড়ে যাবে!

দিব্য। এ পাত্রে আর কখনও তো ভিক্ষা লইনি, এই আমার প্রথম ভিক্ষা, এই আমার শেষ।

সরসা। তবে পাত্রটী নূতনই আছে! ভাল, তবে নাও! অনেক দিন থেকে যা দেবো দেবো কচ্চি, আজ তাই দিচ্চি নাও!

গীত।

ধর যা আছে আমার!
এ বিনে এ অবলার কিছু নাহি আর॥
লুকানো এ হৃতি হোতে,
আপনি এসেছ লোতে;
লহদান, প্রতিদান চাহিনা তোমার।
দেখো সখে, রেখো এরে বক্ষে আপনার॥

দিব্য। আমিও অনেক দিন থেকে যা নেবো নেবো কচ্ছিলেম, আজ তা পেলেম; এতদ্দিনের আশা আজ পূর্ণ হোলো; পিপাসায় কণ্ঠতালু শুষ্ক হোয়েছিল—আজ সরসা তুমি সুধা ঢেলে দিয়ে সরস কোল্লে; তোমায় আপনার বোলে হৃদয়ে ধারণ কোর্ত্তে এতদিন যে আকাঙ্খা পুষেছিলেম, আজ তা সার্থক

হোল ! (হস্তধারণ করিয়া) এই প্রাণের মন্দিরে এই স্বুবর্ণ প্রতিমা প্রতিষ্ঠা কোরে আজীবন পূজা কোর্ত্তে পাব। প্রিয়ে ! (অবনত জানু হইয়া উপবেশন) এই আনন্দে আমি বিহ্বল হোয়ে গেছি (হস্ত চুম্বন)

(এক পার্শ্ব হইতে অরবিন্দ ও আরতীর প্রবেশ)

আরতী। দেখছো কি ?

অরবি। দেখছি আর কি, "দেহি পদপল্লব মুদারং !"

আরতী। ওতো তোমাদেরই ঢং।

অরবি। এ যে দুজনেরই দেখি দেহি দেহি। আজ বুঝি খোলাখুলি হয়ে গেল।

আরতী। না হোলে কি আর অতটা হয় ! দুজনেই মুকিয়ে ছিল, আজ খুলে গেল।

অরবি। চলনা এগিয়ে যাই।

(উভয়ের অগ্রসর)

আরতী। (উভয়কে জড়সড় হইতে দেখিয়া) থাক থাক— লজ্জা কি ? বেশ দেখাচ্ছিল যে, আমরা তো ঐ চাই।

অরবি। আমরা ফাঁকি দিয়ে চক্ষের সুখ কোরে নেবো সখার কি তা সয় ?

দিব্য। খুব সয়। যত পার সুখ কর, আমরা যে আর অসুখী নয় তাতো বুঝতেই পাচ্ছো ! এখন লোকতঃ কার্য্যটা শেষ হোলেই তোমরাও যা—আমরাওতাই হবো। আমরা এতদিন তোমাদের দেখে সুখ কোরে এসেছি, তোমরা এখন আমাদের দেখে সুখ করো।

আরতী। তারপর—তারপর সরসা ?

সরসা। তারপর আর কি? তারপর তুমি আমায় গোটা-কতক সন্ধান বোলে দিও।

আরতী। কি সন্ধান? স্বোয়ামী বশ্ কর্ব্বার?

দিব্য। না—তায় আর কাজ নেই। আমি সহজেই বশ হোয়ে যাবো।

আরতী। তবু কেজানে, যদি মাঝে মাঝে বিগড়ে যাও! ইএ যে আমাদের ইনি, এত কোরেও তবু ঢিট্—রাখতে পারি না।

অরবি। বটে, আমার নিন্দে! তবে বলি;—

সরসা। না না বোলে কাজ নেই, আমি আবার শিখে নেবো!

অরবি। তবে থাক, সরসার মান রাখতে এ যাত্রা তোমার মান বাঁচিয়ে দিলেম।

আরতী। আচ্ছা বঁধু বেশ কোরেছ। তোমরা না বাঁচালে, আমরা কার কাছে আর বাঁচতে যাবো?

গীত।

আরতী।—

ও মিছে জারি, আপ্ত সারি, মন্‌কে চোকঠারা।
কথায় কাজে মিল্ থাকেনা, পুরুষের ধারা;
তোমাদের পুরুষের ধারা॥

অরবী।—

পুরুষ যা কয় করে ঠিক,
কভু হয় নাকো বেঠিক;

আরতী।—

তবে ঠিক দিতে ঠিক, বেঠিক হোয়ে, ভুল করে যারা।
মিলিয়ে গোঁজায়, গলদ কাটায়, পুরুষতো তারা ;
তোমাদের পুরুষতো তারা ॥

অরওদিব্য।—

পুরুষ তাতেও টলে না,
কাউকে বাঁচাও বলে না ;

আরতী ও সরসা।—

তা বোলে, তার সাক্ষী আছে, মিথ্যে নয়, খারা।
পায় ধোরে প্রাণ বাঁচাও বোলে, হয়েছিলেন সারা ;
তোমাদেরই কেউ হয়েছিল সারা ॥

অর-দিব্য।—

যদি সঠিক দাও বোলে,
আমরা মানবো তাহোলে ;

আরতী ও সরসা।—

বৃন্দাবনে রাধার মানের দায়ে দিক্ হারা।
বাঁচাও বোলেছিলেন কৃষ্ণঠাকুর বেচারা ;
পুরুষ তোমাদেরই পারা ॥

অরবী। সে ঠাকুর মানের দায়ে বাঁচাও বোলেছিল ; আমরাও মানের ধাক্কা সয়বার দায়ে আগেভাগে স্বীকার কোরে বাঁচ্লেম! এখন আর কিছু আছে?

দিব্য। যাক্ আর কিছুতে কাজ নেই, এখন আমায় ছুটী দাও। চাঁদমুখ দেখে যাত্রা করি। সুফল ফোলবে!

(অঞ্জনের প্রবেশ)

এই যে অঞ্জন! কালাশোক কোথা?

অঞ্জন। আজ্ঞে সে সূর্য্য দেউলের ঘাটে উঠবে!

দিব্য। তবে আসি সখি—আসি সখা—

উভয়ে। এস!

সরসা। হ্যাঁ সখি! সরসা বুঝি কেউ নয়?

দিব্য। সরসার সঙ্গে প্রাণে প্রাণে হোয়ে গেল যে! তবু যখন মুখের কথা চাও, তবে বলি আসি প্রিয়তমে!

সরসা। এস প্রিয়তম!

(সেতু বাহিয়া দিব্যকান্তর আরাম কক্ষে উত্থান ও আরাম কক্ষের ঘাট হইতে অপসারণ)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

গভীর বনমধ্য।

(দস্যুদলপতি ও একজন দস্যুর প্রবেশ

দ-দ। বলিস্ কিরে?

১ম-দ। বল্‌ছিই তো!

দ-দ। ঠিক্?

দ। খুব ঠিক্।

দ-দ। সেই?

দ। সেই!

দ-দ। সাথে লোক জন কত?

দ। পঁচিশ ত্রিশ জন!

দ-দ। পঁচিশ-তিরি-শ জন? তা হোলে তো সেখানে গিয়ে হয় না! আচ্ছা সবই কি এক সঙ্গে একদিকে চোলেছে?

দ। না সব ছড়িয়ে পোড়্ছে দুজন দুজন, এরা দুজন যেন এই দিকেই আসবার উজ্জুগ্ কোচ্চে!

দ-দ। বেস! ভাল কোরে টেনে আনা চাই। বাইরে বাইরে থাকলে কাজ হাসিল হবে না। এক কাজ কর্, শিগ্যির গিয়ে মানসী ছুঁড়িকে সাথে কোরে আন্।

দ। আনি—

(প্রস্থানোদ্যোগ)

দ-দ। আর রুদ্দুর, ভীম, ভৈরোঁ, আরও জন কতক যেন হাতিয়ার নিয়ে সাঁ কোরে গোলে আসে!

দ। আচ্ছা।

[প্রস্থান।

দ-দ। (স্বগতঃ) বাপ বেটা বড় জ্বালিয়ে গেছে, এইবার বেটাকে দিয়ে তার শোধ নেবো। যদ্দিন বেঁচেছিল এক লহমা আমায় থির্ থাকতে দেয়নি! আজ এ জঙ্গল, কাল সে জঙ্গল, আজ এ পাহাড়, কাল সে পাহাড়, বেটার লোকেরা যেন শিয়াল তাড়িয়ে নে বেড়িয়েছিল। বড় কপাল জোর, তাই ধরা পড়িনি নইলে এতদিন কোন্ কালে শুলের আগায় শিঙ্গে ফুঁকৃতে হোতো! এঃ-এদের যে বড় বিলম্ হোচ্ছে! যাহোক এই মানসী ছুঁড়িটাকে

পেয়ে আমার কাজের বড় সুবিধে হোয়েছে, আর রাস্তায় গিয়ে ধর্ পাকড় কোর্ত্তে হয় না, শিকার আপনি এসে ধরা দেয়। ভাগ্যে তখন রুদ্দুর বেটার কথা না শুনে ছুঁড়ির ধর্ম্ম রক্ষে করে-ছিনু তাইতো এখন কাজ পাচ্চি, নইলে ভয় ভেঙ্গে যেতো, খাণ্ডার হোয়ে দাঁড়াতো, ওইযে আস্‌ছে! ওরে শিগ্যির শিগ্যির আয়—

নেপথ্যে-দ। আমর্! হাঁটতে পারিস্ না—

ঐ-মান। এইতো হাঁট্‌ছি!

ঐ-দ। জোরে জোরে হাঁট্-জোরে জোরে হাঁট্!

ঐ মান। এইতো জোরে হাঁট্‌ছি জোরে জোরে হাঁট্‌ছি! (প্রবেশান্তর) উহুহুহু!

দ-দ। কি হোলো?

মান। পায়ে কাঁটা ফুটলো?

দ-দ। ফুটুক ভাল হবে। এখন আয় এইখানে বোস্!

মান। কেন?

দ-দ। কেন আবার কি? বোস্ নইলে মার্ খাবি!

মান। এই বস্‌লুম। (উপবেশন)

দ-দ। সুধু মজাকোরে বোসে থাকলে চোলবে না!

মান। কি কর্ত্তে হবে?

দ-দ। কি আবার কোর্ত্তে হবে? যা কোরে থাকিস্, তাই—

মান। আবার তাই? আর যে পারি না!

দ-দ। পারিস্‌না কিরে? মেরে হাড় গুঁড়া কোরে দেবো জানিস্! নে পা ছড়িয়ে দে, মাথার চুল খুলে ফ্যাল্! বেস্। এখন সেই তেম্‌নি কোরে বিনিয়ে বিনিয়ে তোর সেই কান্নার ধুয়ো ধর্! কেমনরে এরা সব হাজির?

দ। হাঁ!

দ-দ। বাস্! এখন এলে হয়।

দ। ঠিক আসবে।

দ-দ। বাস্ তাহোলে আর যায় কোথা! এখন তুই শিকিরি যেমন বাঁশী বাজিয়ে হরিণকে টেনে নিয়ে আসে তেম্‌নি কোরে নিয়ে আয়। আমি মরাবাপের ঋণ জ্যান্ত বেটার ঠেঙ্গে সুদ্ শুদ্ধু আদায় নিই। (নেপথ্যে দূরে শৃঙ্গনিনাদ) ঐ যাচ্ছে! ধুয়ো ধর্ ধুয়ো ধর্ আমি দলবল নিয়ে আড়ালে আছি, বেটা যেমন আস্‌বে আর অম্‌নি বাঘের মত লাফিয়ে পোড়ে ঘাড় ভেঙ্গে তার রক্ত শুষ্‌বো, কড়্‌মড়িয়ে হাড় চেবাবো। ছাল ছাড়িয়ে টাট্‌কা মাসে শ্যাল্ শুকুনের পেট ভরাবো। প্রাণের জ্বালা মেটাবো।

(মানসী ব্যতীত সকলের অন্তরালে গমন)

মানসী। (স্বগতঃ) কি ভয়ানক মূর্ত্তি! কি ভয়ঙ্কর জিঘাংসা প্রবৃত্তি!! ভগবান্! আর কতদিন! আর যে পারিনা প্রভু! পিতৃমাতৃহন্তা পাপাত্মা পিশাচের পাপ কার্য্যের সহায়তা কোর্ত্তে যে আর পরিনা প্রভু! প্রায় একবৎসর হোলো বন্দী করেছে এই একবৎসর কালই এই জঘন্য পাপকার্য্যে ব্রতী হয়ে আছি। ধর্ম্মে ধর্ম্মে সতীধর্ম্ম এখনও বজায় আছে, কিন্তু নরপিশাচদের যে রূপ পশু-প্রকৃতি, তাতে যে আর কতদিন রক্ষাপাবো তা বোলতে পারি না। পলায়নের কত চেষ্টা কোরেছি, কিছুতেই পারিনি; একদণ্ডও চক্ষের আড়াল হোতে দেয়না, সতর্ক প্রহরী, সদা সর্ব্বদা প্রহরায় নিযুক্ত আছে!

(নেপথ্যে অদূরে শৃঙ্গনিনাদ)

দ-দ। (বৃক্ষান্তরাল হইতে) ধূয়ো ধর্ ধুয়ো ধর্!

মান। এই ধচ্চি (স্বগতঃ) হা ভগবান্! কি কোর্ব্বো? তুমিই জান, যা করাচ্চ তাই কচ্চি! পিতা বোলতেন—

"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।"

গীত।

দয়াময় কে আছ কোথায়।
বিজন বিপিনে আজি জীবন যে যায়;
রাখ আসি রাখ অবলায়॥
পথ নাই,—নাহি পাই,
কোথা যাই—কায় সুধাই,
কেহ নাই—কি বালাই,
একাকিনী অনাথিনী
ভয়ে মরি কাঁদি উভরায়॥

নেপথ্যে-দিব্য। এই দিকেই—এই দিকেই বোধ হচ্ছে।

ঐ-কালা। আপনি তবে ঐদিক দেখুন—আমি অন্যদিক দেখি।

ঐ-দিব্য। তাই যাও।

(দিব্যকান্তর দ্রুত প্রবেশ)

দিব্য। এই যে হেথায়ই বটে। ভয় নাই, ভয় নাই, ভগবান সূর্য্যনারায়ণ তোমায় রক্ষা কোর্ব্বেন।

মানসী। (স্বগতঃ) আহা মরি! ইনি যে নরদেবতা! ইঙ্গিতে পালাতে বোলবো নাকি?

দিব্য। কাঁপছো কেন? কিছু ভয় নাই মা! আমি, শত্রু নই। আমি এখনি তোমায় লোকালয়ে পৌঁছে দেবো!

মানসী (স্বগতঃ) যা থাকে অদৃষ্টে, দিই সরিয়ে।

(ইঙ্গিতোদ্যোগ কালে, দস্যুদলসহ হুহুঙ্কার করিতে করিতে দস্যুদলপতির প্রবেশ)

দিব্য। কে তোমরা?

দ-দ। তোর বাবা!

দিব্য। কিরে দুর্ব্বৃত্ত! এত বড় স্পর্দ্ধা। (অসি উন্মোচন)

দ-দ। (দস্যুগণের প্রতি) বাস্—সামাল দে।

(দস্যুগণের অসি উন্মোচন ও অসি যুদ্ধ ও চারিজন দস্যু ও (দিব্যকান্তর পতন)

দ-দ। ইঃ! চার চার টেকে খেয়ে মোলো। বেটা অসুর অবতার।

দ। ঠিক তাই।

দ-দ। মরেছে বটে?

দ। (নাড়া দিয়া) তাই ত দেখি।

দ-দ। বেশ হোয়েছে। এখন নে, ঠ্যাংধোরে নিয়ে চ—গড়ের গাড়ায় পোড়ে কুত্তো কেওর খোরাক হোগ্‌গে। এ কটারেও তুলেনে।

[দিব্যকান্ত ও দস্যু চতুষ্টয়কে তুলিয়া লইয়া দস্যুগণের প্রস্থান।

মানসী। আহাহা! এক মুহুর্ত্তের মধ্যে পাঁচ পাঁচটা প্রাণী-হত্যা হোয়ে গেল?

দ-দ। থাম্ বেটী থাম্, তোর নাকে কান্না রাখ্! এক

মুহূর্ত্তের মধ্যে পাঁচ পাঁচটা প্রাণীহত্যা হোয়ে গেল? এক লহমার ভেতর যে লাখো লাখো প্রাণী হত্যা হোয়ে যাচ্ছে তার কি? এখন আর এখানে বোসে থেকে কি পালাবার ফন্দি আঁটবি নাকি? দেখিস্ সাবধান—পালাবার মৎলব করিছিস্ কি মরিছিস্! আয়!

[উভয়ের প্রস্থান।

(অন্য দিক হইতে কালাশোকের প্রবেশ)

কালা। তাইতো! জলজ্যান্ত মানুষটাকে ঝাঁকোরে বেটারা মেরে ফেল্লে! যাই-হোক, যে যাবার সে তো গেল! আমার এখন কি হয়? সহরে আমি কোন্ মুখ নিয়ে যাই! লোকে বোলতে পারে আমিই হয় ত খুন ক'রে এসেছি! বোলতে পারে কি? বোল্‌বেই! আমি ছোট নোক! আমায় কি রেয়াৎ কোর্ব্বে? ও বাবা! তাহোলেই তো গেছি! হয় শুলে নয় শালে। তাই তো কি করি? কি কর্‌লে এ বিপদ থেকে বাঁচন পাই? আ হতভাগা বেটারা! মার্‌লি তো তোরা, এখন আমি যে মরি। (চিন্তা করিয়া) হাঁ—ভাল কথা! তাই যদি করি, তাহোলে কি হয়? কে টের পাবে? কেউ পাবে না। চেহারা তো পেরায় একই; যেটুকু তফাৎ আছে, সেটা আমাদের রাজবাড়ীর নাট্‌শালার বেশকারির কাছ থেকে ঠিক কোরে নিলেই তো হবে; সে বেটা তো আমার বঁধু! তাকে কিছু ট্যাকা দিলেই ঠিক হোয়ে যাবে, বাস্! তারপর ভাব ভঙ্গীও কাছে থেকে থেকে একরকম শিখে নিয়েছি! তবে কথাবাত্রা একটু ছোট লোকের মত, তা-শুধ্‌রে নোবো। ঐ যে-তার পাগড়ীটা পোড়ে আছে না?

তাইতো বটে—এই যে ভাঙ্গা তরোয়ালখানাও আছে, বেশ হোয়েছে—ভালই হোয়েছে। গায়ের এই ওপরকার এই জামাটা, আর এই লাগোরা জোড়াটা ফেলে দি। গায়ে খানিকটা ডাহা রক্ত মেখে লিই! বাস্—তারপর বেশকারীর ক্ষেমতা! ঠিক্ দিব্যিকান্তি মশাই হবো। লোকে জান্‌বে কম্‌জুরি কালাশোক বেচারি—সে রাক্ষুসে ডাকাত বেটাদের সঙ্গে পার্ব্বে কেনে? মারা পোড়ে গেছে। আর আমি সাজোয়ান দিব্যিকান্তি মশাই হারিয়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছি! এই কথা আর কি! তারপর—পরের পর—যেমন দেখা তেম্‌নি করা!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

(দিব্যকান্তের অট্টালিকা মধ্যস্থ নানাবিধ বিচিত্র চিত্রপট ও প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি সম্বলিত সুসজ্জিত স্ফটিকাগার)

ত্রিপণ্ড নিদ্রিত ও অঞ্জনের প্রবেশ।

অঞ্জন। ত্রিপণ্ড খুড়ো! এখনও নাক ডাকাচ্ছ বাবা! চাকি যে উঠলো!

ত্রিপণ্ড। হা—হাঃ (হাই তুলিয়া দাঁড়াইয়া পাশ ফিরিয়া শয়ন)

অঞ্জন। কি বাবা! দাঁড়িয়ে পাশ ফিল্লে? আবার দন্ত কড়্ মড়ি কচ্চ যে, স্বপ্নে ভূতে ধোল্লে নাকি? ওখুড়ো—ওঠনা বাবা!

ত্রিপণ্ড। আঃ—দূর্ (জাগিয়া) এমন মজার স্বপ্নটা ভাঙ্গিয়ে দিলি ?

অঞ্জন। কি ? কি স্বপন খুড়ো ?

ত্রিপণ্ড। রাজকোন্নেরে বেটা—রাজ কোন্নে ! চেপে ধোরেছিল আর কি ?

অঞ্জন। ভোরের স্বপন সত্য হয়—তারপর !

ত্রিপণ্ড। তারপর মনিবের কান্না—আর তোর ধাক্কা !

অঞ্জন। মনিবের কান্না কি খুড়ো ?

ত্রিপণ্ড। ঐটুকুই তো মজারে বেটা ! ওই যেমন দাঁত কড়্-মড়্ করা আর অমনি না—(নেপথ্যে দ্বারে আঘাত)

অঞ্জন। কেও ?

নেপ-কালা। আমি ! আমি !

ত্রিপণ্ড। এত ভোরে আমি কে ?

নেপ-কালা। ওরে আমি রে ?

ত্রিপণ্ড। আবার বলে আমি রে—দরওয়ান সম্মন্দিরা ঘুম লাগাচ্ছে বুছি, যার ইচ্ছে সেই একেবারে ওপরে ? মনীব বাড়ী নেই কি না ?

নেপ-কালা। ওরে—আমি মুনীব—মুনীব !

অঞ্জন। আজ্ঞে আপনি ? একি ? (দ্বার উন্মোচন)

(কালাশোকের প্রবেশ)

ত্রিপণ্ড। একি ! একি ! একি ! প্রভু !

কালা। (স্বগতঃ) বেশকারী বেটা দেখছি ঠিক সাজিয়ে দিয়েছে। লইলে পিরভু বোলবে ক্যানে ! (প্রকাশ্যে) তাইতো ?

এখন যে ভারি আন্তি! এতক্ষণ দুয়োর খোলাই হোচ্ছিল না— আমি যেন কেউ জুয়োচুরি কোরে ওঁয়াদের মুনীব সেজে এসেছি!

অঞ্জন। না প্রভু! তা নয়! স্বরটা কিছু ভার ভার ঠেক্‌-ছিল কি না—তাই আমরা বুঝতে পারিনি—আমাদের মাফ করুন।

কালা। আচ্ছা যা—মাফ কন্নু! এখন ভাল দেখে একটা পোষাক দে—এ সব ছেড়ে ফেলি।

[ত্রিপণ্ডের প্রস্থান।

অঞ্জন। আজ্ঞে, আমরা সব ঠিক কোরে দিচ্ছি।

কালা। হাঁ হাঁ তাইতো দিবি! আমি মুনীব—বড়নোক—আমি কি আর নিজে হাতে পোষাক পোর্ব্বো!

অঞ্জ। আজ্ঞে না প্রভু—তাকি কখন কোরেছেন?

কালা। কখন না-ঠিক কি না? হাঁ হাঁ আমার গলার আওয়াজটা কি বল্‌ছিলি? ঠিক তোদের মুনীবের মত—না—না ঠিক আমার আগেকার মত নয়?

অঞ্জ। আজ্ঞে একটু ভারি ভারি—তা বোধ হয় রাত্রি জাগ-রণ, শিকারের পরিশ্রম—

কালা। হ্যাঁ তাই। আচ্ছা আমার চ্যাহারাতো ঠিক আছে?

অঙ্গ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কালা। কিছু বেঠিক হয়নি?

অঞ্জ। আজ্ঞে কই না।

কাল। ঠিক—ঠিক বোলেছিস্—তুই আমার মনের মত কথা বোলেছিস্—তোর মাইনে বেড়িয়ে দোবো।

(পোষাক লইয়া ত্রিপণ্ডের প্রবেশ)

কালা। (পোষাক লইবার উপক্রম) দে—পরি। লা—লা তোরা যে পরাবি।

কালা। (অঞ্জনকে পোষাক ধরিতে দেখিয়া) (স্বগতঃ) এ আবার কি পোষাক বাবা! এতো পোর্ত্তে জানি না। (প্রকাশ্যে) এ পোষাক কেনে? এ পোষাক কেনে?

অঞ্জ। আজ্ঞে, প্রভু তো প্রতিদিন প্রাতে এই পোষাকই পোরে থাকেন।

কালা। পোরে থাকি? আচ্ছা দে।

অঞ্জ। এই যে আমি দিচ্ছি। (গাত্রস্থ পোষাক খুলিয়া লইয়া উক্ত পোষাক পরাইয়া দেওন—পরিধানকালে কালা-শোকের বহু বিকৃত ভাব প্রকাশ)

কালা। এখন কি কোর্ত্তে হয়?

অঞ্জ। আসনে উপবেশন করুন।

(কালাশোকের উপবিষ্ট হওন)

(কল টিপিয়া ত্রিপণ্ডের প্রস্থান ও প্রতিমূর্ত্তি হইতে সংগীত ধ্বনি)

কালা। (চমকাইয়া) ও কি?

অঞ্জ। আজ্ঞে—গান।

কালা। কে গায়?

অঞ্জ। কেন প্রভু! ওই চিনে পুতুলরা! রোজই তো গায়!

কালা। হাঁ হাঁ—রোজই গায়—রোজই গায়—গাক্ গাক্ খুব ভাল করে গাইতে বোলে দে।

(প্রতিমূর্ত্তির গীত)

প্রভাত হইল, পৃথিবী জাগিল,
বিহগ গাইল জয় নারায়ণ।
ফুল ফুল হাসি, দশন বিকাশি,
সমীরে সঁপিল সুবাস রতন ॥
পুলকে প্রাচীতে, হাসিতে হাসিতে,
পৃথিবীর তম নাশিতে নাশিতে,
প্রেম প্রকাশিতে, জীবে আশ্বাসিতে,
উদিলেন ভানু পূর্ণ পুরাতন ॥

অঞ্জ। প্রভু! যদি রাগত না হোন্—তা হোলে একটা নিবেদন কর্ত্তে পারি কি?

কালা। (স্বগতঃ) বেটা বুঝতে পেরেছে নাকি? (প্রকাশ্যে) কি নিবেদন?

অঞ্জ। প্রভু! আপনি যখন এলেন, তখন আপনার পোষাক ছিল না, বিনামা ছিল না, মতির মালা, বীরবৌলি, হীরের কণ্ঠী কিছুই ছিল না—আর গায়ে রক্তের দাগ ছিল; এর কারণ কি?

কালা। ভয়ানক ব্যাপার ঘোটে ছিল রে—ভয়ানক ব্যাপার ঘোটে ছিল। বনের ভেতর আমাদের ডাকাতে আটকে ছেলো; আটকাতে আমরা তরোয়াল খুলে মোড়তে লেগে গেলুম। তাঁকে তো—না—না—সেই কালাশোককে তো একেবারে তারা দুখানা করে কেটে ফেল্লে, আমি না তাই দেখে—হুমড়ি খেয়ে

পোড়ে গেলুম-- যেন মরে গেনু আর কি। বেটারা তখন আমার সর্ব্বস্ব খুলে নিয়ে—আমায় আর তাকে একটা গাড়ায় ফেলে দিয়ে চোলে গেল! আমি খানিক পরে না উঠে, চাদ্দিক পানে চেয়ে, অমনি দে দৌড়—একেবারে এসে হদের ধারে এনু! তারপর রাতারাতি বাইয়ে এসে—ঠিক ভোরের সময় পৌছে গেছি! কেমন ঠিক না?

অঞ্জ। আজ্ঞে হ্যাঁ! তবে তো প্রভু বড়ই বিপদ গেছে। আহা কালাশোক বেচারি বেঘোরে মারা গেল, তার পরিবারের না জানি কি দশাই হবে!

কালা। কি আর হবে? আমার সঙ্গে গিয়ে মোরেছে, আমিই তাদের পুষবো।

(ত্রিপণ্ডের পুনঃ প্রবেশ)

(নেপথ্যে অরবিন্দ)

নেপ-অর। ওরে অঞ্জন! তোদের মনীব ঘুমুচ্ছে না জেগে আছে?

অঞ্জন। (কালাশোকের প্রতি) অরবিন্দ মশাই।

কালা। বল্ ঘুমুচ্ছে—এখন দেখা হবে না।

অঞ্জ। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

কালা। আবার বলে আজ্ঞে—বল্—বল্—বোলে আয়।

[অঞ্জনের প্রস্থান।

ত্রিপ। আজ্ঞে অরবিন্দ মশাইয়ের সঙ্গে—

কালা। দুঃতোর অরবিন্দ মশাইয়ের সঙ্গে! এখন দিনকতক কারো সঙ্গে দেখা কোর্ব্বো না। কেবল একবার লুলীর সঙ্গে—ওই সেই শিকিরির মেগের সঙ্গে দেখা করে, একটা বন্দোবস্ত

ঠিককোরে দেবো। হাঁ।--ভাল কথা—তুই গিয়ে তাকে চুপু চুপু এখানে ডেকে নিয়ে আয় দিকি।

ত্রিপ। যে আজ্ঞে -

কালা। যাবি আর আসবি। কেউ যেন না টের পায়।

ত্রিপ। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

কালা। (স্বগতঃ) আসবে তো নিশ্চয়—এখন এসে না ধোরে ফ্যালে? শালি যে ঘাগি! ভয় হয় পাছে চিনে ফেলে -, আমার সব মৎলব ভণ্ডুল কোরে দেয়। বন্দোবস্তটা নোক দিয়ে কোল্লে হয় না? উঁহুঁ! সেটা বড় সুবিধে হবে না। আসুক তো; ধোরে ফ্যালা বড় সহজ নয় - এরা তাহলে ধরে ফেল্‌তো।

(অঞ্জনের প্রবেশ)

কি হোলো, কি বলে ভাগালি?

অঞ্জ। আপনার শরীর অসুস্থ বোলে।

কালা। সে বেস্! এখন তোয় আমায় একটা পরামোশ আছে - শোন্। লুলীকে আন্‌তে পাঠিয়েছি। একটা যাহোক বন্দোবস্ত কোরে দোবো। ছ্যাখ্--সে এলে, আমি বেশী কথা কইবো না -খুব গাম্ভির হোয়ে থাকবো—আমি বড়নোক কিনা? যা বল্‌বার কয়বার হয়—তুই না হয় তিরপুণ্ডে বল্‌বি। কেমন?

অঞ্জ। আজ্ঞে!

কালা। বেশী চেঁচামেচি না করে, বুঝলি?

অঞ্জ। আজ্ঞে।

নেপথ্যে লুলী। (ক্রন্দনস্বরে) ওরে মোর কি হোলোরে --

ওরে মোর কোল জোড়া ধনকে মোর কোল থেকে লে গিয়ে যমের হাতে দিয়ে এল রে—ওরে ধনরে আমার!—

কালা। আরে চুপ ক'র্‌তে বল্—চুপ্ ক'র্‌তে বল।

লুলি। (প্রবেশ করিতে করিতে) ওরে মুই কার সর্ব্বনাশ কোরেছিনু রে—

কালা। (চাপা-স্বরে) চুপ্ চুপ্!

লুলি। ওরে মুই কার বুকে ভাতের হাঁড়ি—

কালা। (চাপা স্বরে) চুপ্ চুপ্; ওরে অঞ্জুনে, চুপ্ কর্‌তে বল্‌নারে!

অঞ্জ। চুপ কর—চুপ কর। কর্ত্তা কি বলেন শোন।

কালা। ঐ বলনা—কাঁদলে আর কি হবে? যা হবার তাতো হোয়ে গেছে।

লুলি। ওগো এমন হওয়া কেনে হোলো গো! ওগো!

কালা। (ঐ) চুপ্ চুপ্, আবার কাঁদে? কাঁদলে কি আর ফিরে পাবে? ওরে অঞ্জুনে, জিগেসা কর্‌না, কি হোলে ওঁয়ার দুঃস্কু ঘোচে?

লুলি। ওগো মোর দুঃস্কু!

কালা। আবার কাঁদে! (চাপা স্বরে) ওরে অঞ্জুনে বল্‌নারে!

অঞ্জ। বলনা গো? কি হোলে তোমার দুঃখ ঘোচে?

লুলি। (ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে) ওরে অঞ্জন—তুই বল্‌না—কি হোলে মোর দুঃস্কু ঘোচে।

কালা। ও কি বোলবে? (চাপাস্বরে) ওরে অঞ্জুনে—বল্—যাতে ওঁয়ার ভালাই হয়, আমি তাই ক'র্‌ব। যাতে কোনো কষ্ট

না ক'র্‌তে হয়—ছেরোম কোরে না খেতে হয়, আমি তার ঠিক বন্দোবস্ত ক'র্‌ব! এখন বোল্‌তে বল্‌—কি—কি—দরকার?

লুলি। পের্‌থম্‌ দরকার—ভাত আর কাপড়।

কালা। (চাপাস্বরে) বল্‌ অঞ্জনে—আমি অ্যাও দোবো, অওও দোবো। আর কি!

লুলি। হাত খরচের ট্যাকা।

কালা। (চাপাস্বরে) বল্‌—যত চাইবে—তত পাবে।

অঞ্জ। আর কি? আর তো তোমার কিছু অভাব রইলো না?

লুলি। ও কি কথারে অঞ্জন? অভাব রইলো না?

কালা। সব অভাব আমি ঠিক কোরে দোবো।

লুলি। তাতো হবে। কিন্তু এখন মুই একা মেয়ে নোক—একা ঘরে থাকবো কি কোরে?

কালা। (চাপাস্বরে) বল্‌নারে—একটা নোক্‌ দোবো—পাহারা দেবে।

লুলি। সেতো যে সে নোকে হবে না—বিশ্বিসি চাই। বল্‌-নারে অঞ্জন—বুঝিছিস্‌ তো বিশ্বিসি চাই।

কালা। তবে কি হবে?

লুলি! হবে আর কি? মুই দেখে শুনে বেচে লেবো—আপ্‌নি দাম দিও।

কালা। আচ্ছা তাই হবে।

অঞ্জন। তবে আরকি? সব তো মিট্‌মাট হোয়ে গেল, এখন ত্রিপণ্ড খুড়ো তোমায় বাড়ী রেখে আসুক্‌।

লুলি। তির্‌পণ্ড খুড়োয় কাজ কি—তুমি এস না।

কালা। লা—লা তির্পণ্ডই যাক্।

লুলি। তাতো যাবে—(স্বগতঃ) কিন্তু—তুমি পোড়ার মুখো যে, মোরই সেই পোড়ার মুখো—তার কি? এতক্ষণ ঠাউরে দেখিনি, দিব্যিকান্তি মশাইরেও চিনি—তোরেও চিনি। এতক্ষণ বড় ঠাউরে দেখিনি—এখন যতই দেখ্ছি—ততই বুঝতে পাচ্ছি—এ তোরই ভিট্কিলিমি। চেহারাই লা হয় এক হোলো; —কিন্তু সেই হাত নাড়া—সেই ভাব ভঙ্গি—সেই কথা বাত্তারার ঢং কোথা যাবে?

কালা। ও কিরে অঞ্জুনে—যায় না ক্যানে? আমার পানে অমন্ কট্মট্ কোরে চেয়েই বা আছে ক্যানে? ওরে যেতে বল্না?

অঞ্জ। যাওনা গো!

লুলি। এই যাচ্ছি হে যাচ্ছি। (স্বগতঃ) আচ্ছা তুই থাক্ মিন্সে! মুই এর লিগুড় বার ক'র্ব, তবে মোর নাম লুলি দজ্জালি।

[প্রস্থান।

কালা। ক্যানে বল্ দিকি অমন কোরে চেয়ে দেখ্ছিলো? কিছু সন্দ কোল্লে লাকি?

অঞ্জ। আজ্ঞে সন্দেহের কি কিছু কারণ আছে?

কালা। আছে লাকি?

অঞ্জ। কৈ—কি?

কালা। তবে দেখছিলো ক্যানে? তোরাতো দেখ্ছিস্ না?

অঞ্জ। আজ্ঞে না।

কালা। আজ্ঞে লা কি বল্?

অঞ্জ। আজ্ঞে কিছুই না—ওটা ভ্রম!

কালা। ঠিক্ ঠিক্—ভেরোমই বটে! তুই ঠিক বোলেছিস—তোর মাইনে বাড়িয়ে দোবো।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শৈলগাত্রে সরসার উদ্যান-দ্বার।

(উপস্থিত সরসা)

গীত।

একাকিনী রহিতে নারি—কই রহিতে পারি।
চাই—সতত হেরিতে চাঁদমুখ তাঁহারি॥
হৃদে থাকিলে কি হয়,
চোখে না দেখিলে নয়;
সদা—চোখোচোখী মুখোমুখী আশা আমারি
চাই—সতত পিয়িতে প্রেম পিয়াসে বারি॥

সরসা। (স্বগতঃ) দেখার সাধ তো কই মনে মেটে না! মন কল্পনা করে—আর ভাবে; চোখ গড়ন গড়ে—আর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। মনের কাজ এক,—চোখের কাজ আর! মন অনেক ভেবেছে—আর ভাবতে চায় না! এখন—চোখ চায় দেখতে—দিবারাত্রি দেখতে; পলক প'ড়্‌লে যদি দেখা না যায়—চোখ আমার—তা হলে পলকও ফেলবে না। চেয়ে চেয়ে

আত্মহারা হোয়ে যাবো অন্য কিছু দেখতে পাবো না!—কেবল দেখবো—প্রিয়তমের সেই মানস মোহন মূর্ত্তিখানি; কেবল শুনবো সেই সুধা মাখা স্বর লহরী; জগৎময় সেই মূর্ত্তি দেখতে দেখতে—অবশেষে তিনিময় হোয়ে যাবো; আমিই তিনি—তিনিই আমি হোয়ে দেখবো—তিনিই আমি—আমিই তিনি।

(রবিরঞ্জ সৌরির প্রবেশ)

পিতঃ, প্রণাম গ্রহণ করুণ! (গলবস্ত্রে প্রণামকরণ)

রবি। চিরায়ুষ্মতী হও। বৎসে! রাজাদেশে আমায় অদ্যই কোন দূর দেশে গমন ক'র্‌তে হোচ্ছে।

সরসা। কেন পিতঃ, কেন?

রবি। বিশেষ আবশ্যক আছে।

সরসা। কি বিশেষ আবশ্যক?

রবি। কাফির রাজ—বিদ্রোহী হোয়েছে, দেয় কর রাজ-কোষে প্রেরণ করে না। বিশেষ নিজেকে স্বাধীন নরপতি বোলে প্রচার কোরেছে, নিজের নামাঙ্কিত মুদ্রার চলন কোরেছে।

সরসা। কতদিন বিলম্ব হবে পিতঃ?

রবি। সে কথা সঠিক বলা যায় না, পক্ষ কালের অধিকই সম্ভব!

সরসা। কেন পিতঃ! আপনার বাহুবল তো কারো অজ্ঞাত নয়। বিশেষ এত বিলম্ব তো আর কখনও দেখিনি।

রবি। এবার সুধু এক কার্য্য নয় বৎসে! প্রত্যাবর্ত্তনকালে ভীমগড়ের দস্যু নায়ককে স্বদলে বন্দী কোরে আনতে হবে। তারা বড়ই অত্যাচারী হয়ে উঠেছে। ধনী মধ্যবিত—গৃহস্থ—দরিদ্র—বালক—বৃদ্ধ—যুবা—এমন কি দুগ্ধপোষ্য শিশু ও রমণী-

গণের প্রতিও তারা অমানুষিক অত্যাচার কোরে থাকে ;—তাদের রীতিমত দমন ক'র্‌তে না পার্‌লে—মহারাজার অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক বৃদ্ধি হোতে থাকবে।

সরসা। এ কার্য্য উচিত বটে! কিন্তু পিতঃ! যতশীঘ্র পারেন ফিরে আসবেন। জননী রুগ্ন শয্যায়, আমি একাকিনী।

রবি। কিছু চিন্তা নাই মা! আমি সকলকে সাবধান কোরে দিয়ে গেলেম। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, দাস দাসী, সকলেই তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ কর্‌বেন। বিশেষ আরতীও তার স্বামী সদাসর্ব্বদা তত্ত্ব লোতে স্বীকৃত হয়েছে। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। আমি আসি।

সরসা। যে আজ্ঞা। (প্রণাম)

রবি। খুব সাবধানে থেকো মা! শূর্য্য নারায়ণ তোমায় রক্ষা ক'র্‌বেন। রুগ্নার সেবায় যেন কোন ত্রুটী না হয়।

[প্রস্থান।

সরসা। (স্বগতঃ) যত বিলম্ব বোলে গেলেন, তত বিলম্ব হবে না। বীরচূড়ামণী পিতা আমার অবিলম্বে সমস্ত কাজ সমাধান কোরে ফিরে আসবেন।

(গান করিতে করিতে সজনীগণের প্রবেশ)

গীত।

ফোটো ফোটো ফোটো ফুল বধু—তোমার ভোম্‌রা বঁধু
আসবে লো।
লুটে পুটে মধু খাবে টুটে কলি— বাতাসে বাস্ ভাসবে লো,
তোমার বাতাসে বাস্ ভাসবে লো॥

গুন্ গুন্ রবে গুন্ গাবে অলি,
সোহাগে পড়িবে ঢলি ঢলি ঢলি ;
আকুলি বিকুলি জ্বালা যাবে চলি—হাসবে ভাল বাসবে লো,
ওসে হাসবে ভাল বাসবে লো ॥

সরসা। কি লো কথাটা কি ?

১ম-স। কথা আর কি ? ঠাকুরটী ফিরেছেন!

সরসা। কখন ? কই ? মিছে কথা! এলে আগে এখানে আস্‌তেন।

১ম-স। তাই আসতেন—একটা বিপদের জন্যে।

সরসা। কি বিপদ তপতি ? কার বিপদ ? কি ?

১ম-স। না-না-তাঁর নয়! তাঁর সঙ্গে যে কালাশোক শিকিরিটা গেছলো সেই টাকে ডাকাতে মেরে ফেলেছে, তাই তার পরিবারকে বুঝিয়ে স্রুঝিয়ে আসছেন।

সরসা। আহা হা! মেরে ফেলেছে? গরীব বেচারিটী মারা গেছে ?

১ম-স। হ্যাঁ মারা গেছে। এখন ইনি ভালয় ভালয় ফিরে এসেছেন এই ঢের!

সরসা। ভগবান সূর্য্য নারায়ণ এঁকে রক্ষা ক'রেছেন। তিনি তো কোন আঘাত পান্‌নি তপতি ?

১ম-স। না কিছু না ; সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছেন।

সর। তুই-দেখেছিস্—না শুনে এলি ?

১ম-স। শুনে এলেও সে দেখার বেশী।

সর। কি রকম ?

১ম-স। পথে ত্রিপুণ্ডর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে বল্‌লে।

সর। তুই দেখা করে এলিনি কেন?

১ম-স। আগে তোমায় খবর দিতে এলুম - তাই।

সর। তপতি! আমার মন কেমন কোচ্ছে। তুই একবার যা দেখে আয়!

১ম-স। তা না হয় যাচ্ছি—

সর। যাচ্ছি না এখনি যা। গিয়ে একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে আয়।

১ম-স। তা আন্‌বো; কিন্তু ধোরে আন্‌বো, না বেঁধে আনবো?

সর। যেমন করে পারিস আনা চাই।

১ম-স। তাই আন্‌বো। আমি ছেড়ে আস্‌বার বান্দা নই। যাব—ধোর্ব্বো—বাঁধবো—আর হিড়্ হিড়্ করে টেনে নিয়ে আসবো।

২য়-স। নতুন করে আর তাঁকে বেঁধে আনতে হবে না; যে বাঁধন আছে, টানের চোটে আপনি আপনি স্থড়্ স্থড়্ করে এসে পড়বেন; কি বল সখি?

সজনীগণের গীত।

টানেতে আসবে তোমার প্রেমের মহাজন।
শুনেছি আছে নাকি তার ভাঁড়ার ভরা ধন॥
মন্‌খুলে ঠিক দেখায় যদি সে,
মনের মত হয় কিনা হয় বুঝ্‌বো লো দেখে,

যদি বুঝি ভাল তার কোর্ব্বো না দর—কিনবো দেবো পণ।
দেহ দেব আর প্রাণ দেবো আর দেবো নবযৌবন ;—
তোমায়-দেবো নবযৌবন ॥

[প্রস্থান।

সরসা। এখনও আসছেন্ না কেন ? শিকারীর পরিবারকে বোঝাতে পড়াতে আর কতক্ষণ লাগে ? এতক্ষণে বুঝিয়ে পড়িয়ে ত আসা উচিত ছিল ?

(আরতীও অরবিন্দের প্রবেশ)

আরতী। শুনেছ সরসা, তিনি ফিরে এসেছেন !

সরসা। শুনিছি—

অর। আমি তো তোমায় বল্‌লেম আরতী,এ কথা কি আর শুনতে বাকি থাকে ? প্রাণের তার আপনি বেজে ওঠে। কেমন সরসা, ঠিক কি না ?

সরসা। আমি আর কি বলবো ? এ আর নূতন কথা কি ? নিজে নিজের অবস্থা ভেবে দেখলেই হয়। তোমাদের তার বেজে পুরোণো হয়ে গেছে, আমার তো এই সবে নূতন।

অর। নূতন বলেই তো বলছি ; তোমাদের বাজ্‌বেও যেমন ঝাঁ ক'রে, রেশ্ থাকবেও তেমনি বেশীক্ষণ। আমাদের ত মর্‌চে ধরে' এয়েচে, হয় ত বাজ্‌লো, নয় ত নয়। কি বল আরতী ?

আরতী। ও কথাই নয়, তার যত পুরোণ হবে ততই বাজবে ; বেশী ঘা দিতে না দিতে ঝন্ করে উঠ্‌বে।

অর। তবে তাই—আমার হার।

আরতী। দু'শোবার।

সরসা। তাঁর সঙ্গে তোমাদের দেখা হয়েছে ?

অর। দেখা আর হল কই ? দেখা কর্‌তে গিয়ে ফিরে এসেছি !

সরসা। কেন—কেন – ফিরে এলেন কেন ?

অর। না ফিরে এসে কর্‌বে কি ! দেখা না কর্‌লে কি আর জোর করে দেখা কর্‌বে ?

আরতী। দেখা না করা কি করে হলো বল ? এ অভিমান করা তোমার মিছে। এসে ঘুমিয়ে পড়েছেন ; কাজেই—

অর। ঘুমনো কি রকম ? অঞ্জন কি বল্‌লে মনে আছে ত ?

আরতী। ঠিক ঘুমনো না হোক্, ক্লান্ত হোয়ে পোড়েছেন ; শিকারের পরিশ্রম, সমস্ত রাত্রি জাগরণ, তার ওপর দুর্ঘটনা—

অর। তাই চাকরকে বলা হ'ল—বল্‌গে যা ঘুমিয়েছে ; আবার কাকে বলা হ'ল, না যাকে একদণ্ড না দেখতে পেলে চক্ষে আঁধার দেখে, সেই একমাত্র প্রাণের বন্ধুকে !

(১ম সজনীর প্রবেশ)

১ম-স। ছি ছি কি লজ্জা ! এত অপমান ? এত তাচ্ছিল্য ?

সরসা। কি হোয়েছে তপতি ? কি হোয়েছে ?

১ম-স। ছি ছি ছি এমন হবে জান্‌লে কি আমি যাই ?

সরসা। কি হোয়েছে বল্‌না ?

১ম-স। বোলবো কি আর আমার মাথামুণ্ডু ! ছি ছি ছি চাকরকে দিয়ে বলানো ? আমি টের পাচ্ছি ঘরের ভেতর রোয়েছেন, তবু ঢুকতে মানা। আমি কি ভিখিরি, তাঁর দুয়ারে ভিক্ষে

কোর্ত্তে গেছি, তাই দূর্ দূর্ কোরে তাড়ানো। না হয় নাই আস্‌বেন, আমায় ডেকে ভাল মুখে বোল্লেই তো হোতো!

সরলা। কি বোল্লেন তপতি, কি বোল্লেন?

অর। আবার বলে কি বোল্লেন? ওই আমাদের ও যা বোলে সরিয়ে দিয়েছে, ওকেও তাই বোলেছে আর কি?

সরসা। তবু কি বোল্লেন শুনিই না!

১ম-স। কি আর বোলবেন—যেন ত্যক্ত বিরক্ত হোয়ে বোল্লেন, "এখন যেতে বল্ এখন যেতে বল্—বল্ আমি ঘুমিয়েছি সাবকাশ মত যাব।" আমি তখন ঘরে যাবার জন্যে জেদ কোর্ত্তেই, রেগে মেগে বোল্লেন—"আরে মেলো কোথা কার হতভাগা মাগী, দূর্ কোরে দে, দূর্ কোরে দে। ওই কথা শুনেই আমি কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলুম।

[প্রস্থান।

সরসা। হা ভগবান! একি শুনি? আমার যে প্রাণ ফেটে যাচ্চে আরতী? এমন অপমান কেন তিনি কল্লেন?

আর। মেজাজটা বোধ হয় খুব খারাপ হোয়ে আছে—তাই। নইলে কি তোমার দূতীকে তিনি এমন কথা বোল্‌তে পারেন?

অর। আর পারেন না—পাল্লে! তবু তুমি বোলছো পারেন কি?

আর। দেখ অত অভিমান কোত্তে গেলে আর বন্ধুতা রাখা চলে না। না সরসা! তুমি কিছু মনে কোরো না—ওই মানুষ দেখবে—এজন্যে কত ক্ষোভ কোর্ব্বে, কত হাতে ধোর্ব্বে, কত ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে নেবে।

অর। তা যে কোর্ব্বেন—তা আমি জানি। তবে এরকম কোরে দুঃখ দেওয়াটা তাঁর ভাল হয়নি—একথা আমি দুশো বার বোলবো।

আর। তা বোলো—তিনি মাথা পেতে দোষ স্বীকার কোরে নেবেন। কি বল সরসা! তাঁকে জান তো? তাঁর মুখ দে কি কেউ কখন কোন রূঢ় কথা শুনেছো?

সর। সেই জন্যেই তো এত দুঃখ আরতী।

আর। না—ছিঃ! দুঃখ কোরো না। যদিও দুদণ্ড দেরি কোরে আসতেন, ঠিক দেখো এই জন্যে যত শীঘ্র পারেন—তত শীঘ্র এসে তোমাদের সান্তনা কোর্ব্বেনই কোর্ব্বেন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দিব্যকান্তের সজ্জাগৃহ-সম্মুখ।

(অঞ্জন ও ত্রিপণ্ড উপস্থিত)

ত্রিপণ্ড। মনীব নয়ই নয়!

অঞ্জন। তবে কে?

ত্রিপ। সেই শিকিরি বেটা।

অঞ্জন। দুর্, তাকি-হয়? ও কথা মুখে আনিস্‌নি!

ত্রিপ। মনে যখন আসছে—তখন মুখে আসবেই। হয় সেলাই কোরে দে, নইলে বোলতে ছাড়বো না।

অঞ্জন। ছাড়বিনি? মনীব শুনলে কি হবে জানিস্?

ত্রিপ। আবার বলে মনীব—বল্ শিকিরি।

অঞ্জন। তুই বার বার যে ও কথা বল্‌ছিস্—কিসে তোর বোধ-হোলো ?

ত্রিপ। সব রকমেই। কথায়-বাত্রায়,—ভাবে-ভঙ্গীতে, আচারে-ব্যবহারে চেহারা-চটকে, কিসে নয় ?

অঞ্জন। তুই কি বোলছিস্ রে ? তোর যত আজগুবি কথা !

ত্রিপ। আজ্‌গুবি হয় হোক,—আমি কিন্তু বোলতে ছাড়্‌বো না !

অঞ্জন। শুনতে পেলে কোড়া লাগাবে।

ত্রিপ। খাবো—তবু ব'লব।

অঞ্জন। গলা টিপে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে।

ত্রিপ। তা হোলে তো মজা হয়। এখন ঘরের ভেতর বলছি—তখন হাটে বাজারে ঢ্যাঁট্‌রা পিটবো !

(উৎকৃষ্ট বেশে সজ্জিত কালাশোকের প্রবেশ)

কালা। ওরে লাগোরা—লা-লা-লপেটা দে। (জুতা পরিয়া) ঠিক মানিয়েছে কি না দেখ্।

অঞ্জন। বেশ মানিয়েছে।

কালা। তুই কি বলিস্ রে !

ত্রিপ। বেশ মানিয়েছে—ঠিক তার মতন।

কালা। কার মতন রে ? কোন রাজ রাজড়ার ছেলের মতন ?

ত্রিপ। আজ্ঞে না, ঠিক তার মতন !

কালা। কার মতন ?

ত্রিপ। আজ্ঞে সেই শিকিরি বেটার মতন।

কালা। সেই ছোট নোক বেটার মতল ?

ত্রিপ। আজ্ঞে হ্যাঁ—সে যখন বিয়ে কোর্ত্তে গেছ্‌লো,—ঠিক সেই সময়ের মত মানিয়েছে।

কালা। যাগ, তার কথা আর শুনতে চাই না। এখন যাওয়ার কি বল ?

অঞ্জন। যাবেন।

কালা। যাব তো, কিন্তু কিছু দুখ্যু লা ভাবে—কোন সন্দ লা করে।

অঞ্জন। দুখ্যু ভাববেন কেন ? সন্দেহ কোর্ব্বেন কিসে ?

কালা ! লা-যদি মনে করে-এ-সে দিব্যিকান্তি লয় ?

অঞ্জন। তবে কোন্ দিব্যকান্ত প্রভু ?

কালা। লা-তাই বলছি—মেয়ে নোকের মন কি না ? ত যাক্, এখন ভাবছি পেরথমে গিয়ে কি রকমের কথা ফাঁদ্‌বো। বড় নোকের মেয়ে—তার সাথে পেরেম করাতো সহজ লয় ! একটু বেফাঁস হোলে হয়তো তুলকালাম নাগিয়ে দেবে।

অঞ্জন। বেফাঁস হবে কেন প্রভু ? আপনিতো নুতন নন্।

কালা। তাতো লই—তাতো লই। তবে কি জানিস অঞ্জুনে —বারফটকা ছুঁড়িটে ফুঁড়িটে হোলে—খুব লয় নাগাতে পাত্তুম প্রেমের টপ্পা উড়িয়ে, রসিকতার রস নিংড়ে, নেচে কুঁদে—আচা ভুয়ার বোম্বাচাক্ দেখিয়ে, লজর বিগড়ে দিতে পাত্তুম। কিন্তু এ বাবা গেরস্ত ঘর, অসামাল হোয়েছো কি, ধড়ের আগা থেকে মুণ্ডুটী উড়ে গেছে। তাই ভাব্‌ছি—কি করি ? অমন হীরে জহরাত মোড়া সোনার পুতুলটীকে হাতে পেয়ে ছাড়তেও পাচ্ছি না—অথচ এগুতেও পেরান্‌টা ধড়্‌ ধড়্‌ কোচ্ছে।

অঞ্জ।. কুমারী আপনার বাকদত্তা পত্নী—আপনার ভয় কি ?

কালা। ভয়তো লেই বলছিস্, কিন্তু যদি ধোরে ফেলে ?

অঞ্জন। কি ধোরে ফেলবে প্রভু !

কালা। কি বলছিস্ ?

অঞ্জন। আজ্ঞে এই যে আপনি বোল্লেন, যদি ধোরে ফেলে···

কালা। কই লা, আমিতো বলিনি।

অঞ্জন। আজ্ঞে হ্যাঁ বললেন বৈ কি ?

কালা। আবার বলে বল্লেন বৈ কি ! আমি বলছি লা বলিনি তেবু—

অঞ্জন। আজ্ঞে না তবে বলেন নি।

কালা। (স্বগতঃ) উঃ ! ঢ্যালাটা কানের পাশ দিয়ে সোঁ-কোরে বেরিয়ে গেল !

ত্রিপ। (জনান্তিকে অঞ্জনের প্রতি) শুন্‌লি তো, এখনও তোর সন্দেহ।

অঞ্জন। সন্দেহ না কোরে কি করি বল ?

ত্রিপ। (ঐ) পায়ের লাগোরা খুলে আয় বেটাকে বিশ পঁচিশ ঘা বসিয়ে দিয়ে, গলাধাক্কা দিতে দিতে বাড়ী থেকে বার কোরে দিই।

অঞ্জন। (ঐ) তারপর ?

ত্রিপ। (ঐ) তারপর অরবিন্দ মশাইকে—

কালা। দুটোতে কি বলাবলি কচ্ছিস্ ?

ত্রিপ। আজ্ঞে কই না ?

কালা। আবার বলে লা এই তিরপুণ্ডে বেটা দেখছি পাজির পা ঝাড়া।

ত্রিপ। আজ্ঞে না।

কালা। আচ্ছা না তো না। এখন এক কাজ কর দেখি! একজন ছুটে যা, বাগান বাড়ীতে দেখে আয়,সে ছাড়া আর কেউ আছে কিনা? কেউ না থাকে তো আমায় এসে খপর দিবি; আমি ফুক্ কোরে যাব, পিরিত জমাবো, তারপর বিয়ের ঠিক্ ঠাক্ কোরে আবার ফুক্ কোরে চোলে আসবো! বুঝলি? যা তিরপুণ্ডে তুইই যা।

[ত্রিপণ্ডের প্রস্থান!

আর দেখ্ অঞ্জুনে, তুই একবার দেখে আয়, অরবিন্দ মশাই বাড়ীতে আছেন কিনা।

[অঞ্জনের প্রস্থান।

(লুলিয়ার প্রবেশ।)

এ আবার কি? তুই এখানে ক্যানে?

লুলি। ক্যানে হে আসতে কি লেই লাকি?

কালা। এ কি রকম কথা? এ কি রকম কথা?

লুলি। ক্যানে হে?

কালা। আবার বলে ক্যানেহে? আমি কি তোর ক্যানে হে বলবার যুগ্যি! তুই ছোট নোক, আর আমি ভদ্দর নোক—

লুলি। ওরে মোর ভদ্দর নোকের বেটা ভদ্দর নোক দেখিতো তুই কেমন ভদ্দর নোক! (হস্ত ধারণ)

কালা। হাত ছেড়ে দে, হাত ছেড়ে দে—নইলে—

লুলি। নইলে কি কোরবিরে বেটা জোচ্চোর! একি? ওরে বেটা ভদ্দর নোক, এ হাতে তোর সেই তীর থাম্‌টার উল্কি এল কোত্থেকে?

কালা। এ উক্তি তারও ছ্যালো, তারও ছ্যালো।

লুলি। কার ছ্যালোরে পাজী! (কালাশোকের মস্তকের তাজ খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া) এ চোটের দাগটাও ছ্যালো নাকি?

কালা। ছ্যালোইতো - ছ্যালোইতো!

লুলি। ফের্ বলে ছ্যালো? ঘা কতক না দিলে দেখ্‌ছি তুই মানবিনি;

কালা। লারে মারিস্‌নি—মোরে যাবো! তোর হাত তো লয়—যেন হাল্‌পেটা হাতুড়ি।

লুলি। তা জানিস তো? এখন সব কথা ভেঙ্গে বল! নইলে মেরে ধোরে চেঁচিয়ে পাড়ার নোক জড় কোরে তোর সব ভরম ভেঙ্গে দোব। বল্ নইলে নোক ডাকি!

কালা। লারে ডাকিসনি ডাকিসনি—

লুলি। তবে বল্—

কালা। কি বোলবো?

লুলি। আবার বলে কি বোলবো? তবে ডাকি, ওরে—

কালা। (লুলির মুখে হাত চাপা দিয়া) থাম্ থাম্ বল্‌ছি বল্‌ছি সব কথা বল্‌ছি! আর বোলবোই বা কি? তুই তো সব বুঝতে পেরেছিস্!

লুলি। তাতো পেরেছি! দিব্যিকান্ত মশাইকে একেবারে খুন কোরে ফেলেছিস্ তো?

কালা। আমি লা, আমি লা ডাকাতে ডাকাতে—

লুলি। তা যেই করুক, একেবারে মরে গেছে তো?

কালা। তা গেছে—ক্যানে?

লুলি। নইলে কোন দিন ফিরে এসে তোর সব ভরম ভেঙ্গে

দেবে, তখন তুই গিয়ে চড়্‌বি শুলে আর এই লুলি রাঁড়ি ফ্যাল্ ফেলিয়ে চেয়ে থাকবে।

কালা। না সে ভয় নেই।

লুলি। তা যদি নেই তবে এখন মোর ব্যবস্থা কি কোর্ব্বি, তাই বল্।

কালা। ক্যানে? তুই যা চাইবি, তাই পাবি। ট্যাকা কড়ির কোন অভাব থাকবে না।

লুলি। তাতো থাকবে না! এখন তোরে পাবার কি?

কালা। আমায়ও পাবি!

লুলি। কেমন কোরে পাব?

কালা। ক্যানে? আমি নুকিয়ে নুকিয়ে রোজ তোর বাড়ী একবার কোরে যাব।

লুলি। নুকিয়ে ক্যানে?

কালা। নইলে যে লোক জানাজানি হবে। আমার নিন্দে রোটে যাবে, লোকে সন্দ ক'র্‌বে।

লুলি। তার চেয়ে এক কাজ কর্‌না ক্যানে, কোন গোল হবেনা।

কালা। কি বল?

লুলি। মোয়ে বিয়ে কোরে ফ্যাল্।

কালা। তাকি হয়? তাকি হয়?

লুলি। ক্যানে হয় না?

কালা। নোকে নিচ্চয় সন্দ কোরে বোসবে!

লুলি। ক্যানে বোসবে? লোকে ভাববে—দিব্যিকান্তর বড় দয়ার শরীল—তার দায়ে গিয়ে শিকিরিটা মোরেছ, তাই তার রাঁড়ির দুক্কু ঘোচাতে তাকে দয়া কোরে বিয়ে কোরেছে।

কালা। লা-লা লুলী তা হয় লা! দিব্যিকান্তর সাথে সামন্ত মশাইয়ের মেয়ের বিয়ের সব ঠিক ঠাক হোয়ে আছে জালিস্ তো? সামন্ত মশাইয়ের সেই এক মেয়ে, অনেক ট্যাকা লিয়ে আসবে আর—

লুলি। আর কিরে পোড়ার মুখো মিন্‌সে, আর কি? তুই ছুকরি লিয়ে আয়েস ক'রবি আর মুই তাই চেয়ে চেয়ে দেখবো?

কালা। তা ক্যানে? তা ক্যানে? সেও থাকবে তুইও থাকবি।

লুলি। সে থাকবে অট্টালিকেয় হ্যাঁকা ঝ্যাঁকা পোরে তোর মাগ হোয়ে, আর মুই থাকবো কুঁড়ে ঘরে কাটকুড়ুনীর মত তোর বেউস্তে হোয়ে,—কেমন? এই তো?

কালা। তা ক্যানে? তা ক্যানে? তোরেও মস্ত বাড়ী কোরে দেবো, এক গা গয়না পরিয়ে রাখবো।

লুলি। তা হবে না, মুই যা বলিছি তাই কোত্তে হবে!

কালা। তা কিছুতেই হবে না।

লুলী। হবে লা কিরে হতভাগা—হবে লা কি? মারের চোটে হওয়াব! বল্ যা মুই বোলছি, তাই কর্ব্বি কিলা, লইলে এখনি তোর চুলের ঝুটী ধোরে মা'র্‌তে ম'র্‌তে টেনে লে যাব, আর আসল কথা সক্কল্‌কে বোলে দিয়ে তোকে শুলে চড়াবো। এখনো বলছি বল বিয়ে কর্ব্বি কিলা?

কালা। (ঘাড়নাড়িয়া) উঁহু!——

উভয়ের গীত।

লুলি। (কালাশোকের ঝুঁটী ধরিয়া)

বিয়ে কর্ব্বি কিনা বল্, বিয়ে কর্ব্বি কিনা বল্ ?
(নইলে) কিলের চোটে হাড় গুঁড়িয়ে রক্ত কোর্ব্ব জল,
ও তোর রক্ত কোর্ব্ব জল ॥

কালা। (চুল ছাড়াইয়া) উঁহুঁ উঁহুঁ হুঁহুঁহুঁ না,
ওরে উঁহুঁ হুঁহুঁহুঁ না ;
আমি নোড়্বো নড়াই তোর সঙ্গে, তবুও
বোলবো না ;

লুলী। বটে নোড়বি মড়া মোর সঙ্গে, এ্যাত হোয়েছে বল্।
এই একটা দমক্ স' দেখি, এরঠ্যালায় বা কি ফল্ !
ফলে ঠ্যালায় বা কি ফল।
(পৃষ্ঠে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত)

কালা। কিল্ খেয়ে কিল্ করিছি চুরি আর তা কোর্ব্বনা ;
তোর্ ঠ্যালার দমক্ সোয়ে নিয়ে,এই উল্টে দিলুম ঘা
(পৃষ্ঠে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত)

লুলী। (পুনরায় কালাশোকের চুল ধরিয়া)
ভিরকুটী তোর ভাঙ্গছি তবে বাইরে নে যাই চল্ !

কালা। পায় ধরি ছাড় ওই কথাটী, ওইটী মারার কল,
আমায় ওইটী মারার কল।

লুলী। তবে বিয়ে কর্ব্বি কি না বল (ইত্যাদি)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—ঃ*ঃ—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

পর্ব্বতশৃঙ্গ—বহুদূর-বিস্তৃত জলপ্রপাত—পূরোভাগে গহ্বর

(উপস্থিত—মানসী ও পত্রপুষ্পাভরণ ভূষিতা পাহাড়িয়া বালক ও বালিকাগণ)

(বালক বালিকাগণের গীত)

বালিকাগণ।

ওরে রাজা, ওরে রাজা, ওরে রাজারে।

বালকগণ।

কেনো রাণী, কেনো রাণী, কেনো রাণীরে॥

বালিকাগণ।

আমি চ'লবো তোর দুয়ারে, গলায় দিব মালা।

বালকগণ।

আমি নিবো আপন কোরে, দিব ফুলের ডালা।

বালিকাগণ।

ওরে রাজা, ওরে রাজা, ওরে রাজারে।

বালকগণ।

কেনো রাণী, কেনো রাণী, কেনো রাণীরে॥

বালিকাগণ।

আমি দিব বেটী ছাওয়াল, তুই দিবি বেটা।

বালকগণ।

হাম্ গুড়াগুড় খেলবে ছাওয়াল, ঘুচিয়ে যাবে লেটা॥

বালিকাগণ।

ওরে রাজা, ওরে রাজা, ওরে রাজারে।

বালকগণ।

কেনো রাণী, কেনো রাণী, কেনো রাণীরে॥

বালিকাগণ।

আমি আন্‌বো দামাদ্ ঢুঁড়ে, তুই আন্‌বি বহু।

বালকগণ।

বেটী দামাদ্ আর বহু বেটায় হাসবে লহু লহু॥

বালিকাগণ।

ওরে রাজা, ওরে রাজা, ওরে রাজারে।

বালকগণ।

কেনো রাণী, কেনো রাণী, কেনো রাণীরে॥

বালিকাগণ।

দামাদ্ আন্‌বে শিকার মেরে, বেটী রাঁধবে মাস্।

বালকগণ।

বেঠা ফির্ব্বে লড়াই করিয়ে, বহুর হোবে হাস্॥

উভয়ে। আমরা নাচ্‌বো বারমাস্।

আমরা গাইবো বারমাস্॥

মানসী। মুঞ্জি! দেবদেবীর নাম শুনেছি, চক্ষে কখনও দেখিনি, কিন্তু তোদের দেখে যেন দেবদেবী দর্শন হোলো বোলে বোধ হচ্ছে।

১ম বা। দেবদেবী কি দিদি?

মানসী। দেবদেবী মানবের পূজনীয়। দেবদেবী জগতের উপকারের জন্য—জগৎ পিতার অদ্ভুত সৃষ্টি! দেবদেবীর রক্তে-মাংসে গড়া শরীর নাই! দেবদেবী জ্যোতিতে গড়া—আলোকের মূর্ত্তি! দেবদেবীর ভিতর বার নাই! সরল স্বচ্ছন্দ নিত্যানন্দময়-অযোনী-সম্ভব স্ত্রী পুরুষ তাঁরা! তাঁদের শরীর চামড়ায় ঢাকা নয়, স্বচ্ছ নির্ম্মল স্ফটিকের মধ্যে যেমন, তেমনিই। তাঁদের অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত সমস্ত দেখা যায়। মানুষের মত লুকিয়ে রাখবার তাঁদের কিছু নাই। তাঁদের ইন্দ্রিয় আছে—ইন্দ্রিয়ের বিকার নাই; মাটীতে তাঁদের পা ঠেকে না. শরীরের ছায়া পড়ে না। চক্ষে তাঁদের পলক নাই, নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য বায়ুর আবশ্যক করে না। নিদ্রা নাই—আহার নাই—সুধাপানে অমর, দেবদেবী অনিদ্র অবস্থায় অনবরত ত্রিলোকের শুভসাধনে ব্রতী হোয়ে আছেন। তাঁরা স্বর্গে বাস করেন।

১ম বা। স্বর্গ কোথায় দিদি! দেবদেবীতো বেশ! কোন্ পাহাড়ে স্বর্গ আছে দিদি?

মানসী। স্বর্গ হেথায় নাই মুঞ্জি! ওই যে আকাশ দেখ্তে পাচ্ছিস্—ওকে বলে শূন্য, ওই শূন্যের পর মহাশূন্য, সেই মহা-শূন্যের ওপর সপ্তস্বর্গ। স্বর্গে এখানকার মত মাটী নাই, এখানকার মত গাছ-পালা, ফল-ফুল, পাহাড় পর্ব্বত, নদ-নদী এসব কিছুই নাই। সেখানকার মাটী মানিক, গাছ-মন্দার, ফুল-

পারিজাত, পাহাড়-সুমেরু, নদী-মন্দাকিনী। সেখানে এখানকার মত অন্ধকার নাই, সুধুই আলোক। সেখানে এখানকার মত হিংসা দ্বেষ নাই—দুঃখ-শোক-নাই—জ্বালা-যন্ত্রণা নাই। প্রেমের আদান প্রদান আর ভালবাসাবাসিই সেখানকার সিদ্ধ বিদ্যা। সেখানে কেউ কারু মন্দ কোর্ত্তে জানে না,কেউ কারু মনোকষ্টের কারণ হয় না। নিরবচ্ছিন্ন সুখ—সুনির্ম্মল হাসি—আর অনাহত আনন্দ রোলেই সেই অনিন্দ্য সুন্দর স্বর্গরাজ্য পরিপূর্ণ থাকে।

১ম বা। বাহবা দিদি, বাহবা! তুই কি সেই রাজ্যের লোক নাকি? তুই ও তো কেবল ভালবাসিস্—আর হামাদের ভাল-বাসাস্। তোহার তো মুয়ে হাসি লেগেই থাকে—কখনও তো মুখ ভার কোর্ত্তে দেখি না!

মানসী। না মুঞ্জি না! অভাগিনী আমি—আমি স্বর্গ কোথা পাব বোন। তাই তোদের সরল মুখের সরস কথা—ঢ়ুলু ঢ়ুলু চক্ষের ঢল্ ঢল্ চাহনি, আর সুমধুর ওষ্ঠাধরের স্বর্গীয় হাসি দেখে আমি স্বর্গের কল্পনা কোরেও সুখে থাকতে চেষ্টা করি। তোদের হাসি আমি কোথায় পাব বল?

১ম বা। তোর তবে দুঃখু আছে? এত দুঃখু তুহার কিসের দিদি? তুই ভাল খেইতে পোর্‌তে পাইস্ না, তাই কি? তোর দাদা তোকে বেমারির ঝোঁকে—বকে ঝকে—তাই কি? না তোর বিয়া হয়নি, তাই?

মানসী। না বোন্, ও সব কিছুই নয়। আমার জ্বালার কথা তোদের বোল্লে বুঝতে পার্ব্বিনি।

১ম বা। সেই বল্ তু বলবিনি দিদি! আচ্ছা না বলিস্, এখন তোর দাদাকে যে দেখাবি বলিছিলি দেখা! সে তো ভাল

হোইয়েছে, আরতো তু ধাওয়াপাতি চাস্ না? কেবল ফল-মূল আমরা যা অনিয়া দিই তাই নিস্?

মানসী। হঁ্যা দিদি! তোমাদের ওষুধে তাঁর সমস্ত ক্ষত সেরে গেছে। এখন শরীরে কেবল একটু বল পেলেই হয়! আচ্ছা আমি তাঁকে খবর দিই, যদি আস্‌তে পারেন, এখনি আস্‌বেন!

(গহ্বর মধ্যে প্রবেশ)

১ম বা। দিদি বলে ওহার দুঃখু আছে। এমন কি দুঃখু ভাই?

১ম বা। দুঃখ কত রকম আছে। ওর হয়তো বাপ-মা-নাই ঘর দুয়ার নাই, কেউ আদর যতন করে না, দরদ কোরে কেউ দুটা মিষ্টি কথা বলে না!

(মানসীর পুনঃ প্রবেশ)

মানসী। দাদা আস্‌ছেন বোন্, ঐ দেখ্!

(গহ্বর মধ্য হইতে দিব্যকান্তর আগমন)

১ম বালি। বা রে দাদা, বা রে দাদা! মানসী দিদির দাদা —আমাদেরও দাদা, বা রে দাদা, বা রে দাদা!

(হাততালি দেওন)

সকলে। বা রে দাদা, বা রে দাদা!

(হাততালি দেওন)

দিব্য। দেখ, তোমরা আমার বাপ-মা! যে বিপদ থেকে তোমরা আমায় রক্ষা কোরেছ, সে উপকারে প্রত্যুপকার করবার ক্ষমতা আমার নাই। আমি কায়মনোবাক্যে বলছি ভগবান সূর্য্য নারায়ণ তোমাদের মঙ্গল করুন।

১ম বালি। বেশ দাদা বেশ তু ভালই বোলেছিস? সূয্যি-ঠাকুর আমাদের বাপ্ দাদাদের ভাল রাখুন, আমরা তাঁর পূজা করি, আর তুই ভাল হোয়েছিস্ বোলে, তাঁর ভোগ লাগিয়ে দিই।

দিব্য। আহা! দয়াময় দয়াময়ী! তোমরা আমার ধন্বন্তরি। যে ঔষধে আমার ক্ষত আরোগ্য কোরেছো তা এ নর লোকে দুর্ল্লভ। বিশেষ আমার সেই অসময়ে তোমরা যদি আমাকে এই নিভৃতস্থানে লুক্কায়িত না কোরে রাথ্‌তে, তা'হোলে দুর্ব্বৃত্ত দস্যু-দলের হাত হোতে আমার রক্ষা পাওয়া দুষ্কর হোতো।

মানসী। আর সময় মত উপযুক্ত ফল মূলাদি আহরণ কোরে না দিলে হয়তো দাদা আপনার অনাহারে প্রাণ যেতো।

১ম বালি। এহি কাজের জন্যে তোরা আমাদের সুখ্যেত কচ্ছিস্ দিদি? এ কাজ তো সবাই করে। একটা মানুষের বেমারি হোলে কেউ কি তারে ফেলিয়ে দেয়, না তার সেবা না কোরে বোসে থাকতে পারে?

দিব্য। ধর্ম্মপ্রাণ যারা—এ সৎকার্য্য তারাই কোরে থাকে!

১ম-বালি। ধরম করম তো আমরা কিছুই বুঝিনা দাদা! রোগী দেখলো সেবা করনু। খাওয়া নাই—খাওয়া দিনু, পিয়াস হোলো জল দিনু, পহিরণ নাই, পরিহণ দিনু; কেহু রাস্তা হারি-য়েছে, রাস্তা দেখিয়ে লিয়ে গেনু, ঘরনাই—ঝোপ্‌ড়া বেঁধে দিনু কাজ কোর্ত্তে না পারে কাজ কোরে দিনু; বাস্! এমে ধরমবি, বুঝি না, আর করমবি সুঝিনা। কোরতে হয় করনু—বাপদাদা কোরিয়ে এসেছে, আমরাও করনু, আমাদের বেটা বেটীরাও কোরবে!

দিব্য। সরল সুবোধ তোমরা! সংসারের অনেক উঁচুতে বাস কর, তাই তোমাদের কার্য্যও এই—কথাও এই।

১ম-বালি। উঁচা নই—আমরা খুব নিচা দাদা। আমরা পাহাড়িয়া জঙ্গলে থাকি! আমাদের আর সুখ্যেত করিস্ না। আমরা ওসব কথা শুন্‌তে পারি না বড় লজ্জা হয়। আমরা হাসি করি, খেলা করি, বেশ থাকি!

(বালক বালিকাগণের নৃত্যগীত)

গীত।

হাঁসি খেলা করি আমরা, হাঁসি খেলা করি—ওরে ও।
যেমোন দেখি তেমোন শিখি, তেমন ধারা ধরি—ওরে ও॥
চাঁদ হাঁসে আকাশে, তারা নিতুই করে খেলা,
ফুল হাঁসে বাতাসে, লয়ে মধুকরের মেলা;
পশুপাখীর খেল্ নিরখি, আহা মরি মরি—ওরে ও।
হাঁস করে আর খেল্ করে ঐ, তরু গিরি দরি—ওরে ও॥

[বালক বালিকাগণের প্রস্থান।

মানসী। আহা! ওরাই সুখী! ভগবান্! আমাকে ওদের মত কোল্লেনা কেন?

দিব্য। মানসী! ভগবানের কোন কার্য্যতো অসঙ্গত নয়। তাঁর রাজ্যে অনিয়ম নাই।

মানসী। তাই যদি হবে ভাই, তবে আমার এ দশা কেন? ধনবান বৈশ্য কন্যা আমি, নগরে আমার জন্ম! পিতামাতার

প্রসাদে বিদ্যাশিক্ষাও করিছি। তবে এই ষোল বৎসর বয়সে দস্যু হস্তে ভগবান আমায় দিলেন কেন।

দিব্য। হয়তো আমায় রক্ষা করবার জন্য তিনি তোমায় তথায় রেখেছিলেন।

মানসী। ভাল তারপর?

দিব্য। তারপর এখন তুমি স্বাধীন, সুমুখে কার্য্যক্ষেত্র; কার্য্য কর।

মানসী। কি কার্য্য কর্ব্বো?

দিব্য। যাকে রক্ষা কোরেছো এখন তার কার্য্য কর। তার-পর রমণীর কার্য্য ঢের আছে। সমাজ বন্ধনের মূলই রমণী! এখনও অনেক কার্য্য তোমায় কোর্ত্তে হবে।

মানসী। আপনার কি কার্য্য কোর্ত্তে হবে বলুন?

দিব্য। তাই বোল্‌ছি। তোমায় বোধ হয় বলিনি, আমি কাশ্মীরের মৃত মহামাত্যের একমাত্র পুত্র, আমার নাম দিব্যকান্ত!

মানসী। বটে? তবে আর এখানে কেন? গৃহে চলুন!

দিব্য। না, এখন যাব না! কেন যাবনা তাই বলছি। দেখ মানসী! এই কাশ্মীরের বর্ত্তমান মহাসামন্তের একমাত্র কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হোয়ে আছে। মৃগয়া হতে ফিরে এলেই বিবাহ হবার কথা, এখন আমার সঙ্গে যে শিকারী গেছলো, সে যদি ফিরে গিয়ে থাকে, তাহোলে অবশ্য বোলেছে যে হয় দস্যু কর্ত্তৃক আমি বন্দী হোয়েছি, নয় দস্যুরা আমায় হত্যা কোরেছে। আর যদি সেই শিকারী দস্যু কর্ত্তৃক হত হোয়ে থাকে, তাহোলে ও নগরস্থ সকলেই ভেবেছে—হয় মৃত্যু নয় নিরুদ্দেশ! এ অবস্থায় সেই বাক্‌দত্তা কুমারী সরসা সুন্দরী

কিরূপ আছে, কি কোর্‌ছে, তা জানতে ইচ্ছা করি। যদি কুমারী এ অবস্থায় বিবাহ না কোরে আমার আশা পথ চেয়ে থাকে তবেই যাবো নচেৎ আর কাশ্মীর রাজ্যে থাক্‌বো না, এই আমার প্রতিজ্ঞা। সরসাকে পরহস্তে দেখার অপেক্ষা না দেখাই ভাল।

মানসী। বেশ কথা—আমি এখনই যেতে প্রস্তুত আছি।

দিব্য। কিন্তু মানসি! এতে বিশেষ কৌশল চাই। কেউ যেন না জান্‌তে পারে যে, তুমি আমার প্রেরিত! আমি জানি স্ত্রীলোক স্বভাবতঃই তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী! তোমার বুদ্ধির উপর আমি নির্ভর কোর্‌তে পারি। আর এক কথা, আমার বাটীর অবস্থা কি, তাও জেনে আস্‌বে। আমার এক সদাশয় বন্ধু আছেন, তাঁর নাম অরবিন্দ! তাঁর কাছে গিয়ে কোন রকমে সংবাদ সংগ্রহ কোর্ব্বে!!

মানসী। ভাল ভাই যেরূপে পারি আমি আপনার কার্য্যোদ্ধার কোরে আসবো। আমি আসি, খুব সাবধানে থেকো!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

অরবিন্দের কক্ষ।

(অরবিন্দ ও আরতীর প্রবেশ)

অর। কদিনের পর দেখ্‌তে তো পাওয়া গেছে—এখন তোমার কি মত?

আরতী। তোমার ও যে মত—আমারও তাই।

অর। আচ্ছা তাই যদি হয়, তাহোলে আসল দিব্যকান্ত যায় কোথায়?

আরতী। হয়তো তিনি দস্যু হস্তে হত হোয়েছেন, না হয় ঐ নরাধমটা তাঁকে কোন রকমে লুকিয়ে ফেলেছে।

অর। উহুঁ! ও নগণ্য নীচ নির্ব্বোধ মানুষটার যে অত সাহস হবে, আমি তা বিশ্বাস কোর্ত্তে পারি না।

আরতী। তা না পাল্লে পারো কিন্তু ও যে দিব্যকান্ত নয় এটাতো ঠিক বিশ্বাস কর?

অর। তা করি।

আরতী। তবে এখন এটা প্রকাশ হবার কি?

অর। প্রকাশ হওয়া বড় সহজ নয়।

আরতী। কেন? রাজাকে জানালে হয় না?

অর। জানিয়ে কি হবে? সত্য হোলেও তাঁকে বিশ্বাস করবার প্রামাণ চাইতো? প্রথমতঃ সাধারণকে বিশ্বাস করানো চাই! তাই বা কি কোরে হয়? আমরা যেন তার আচার ব্যবহার প্রত্যক্ষ কোরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হোয়েছি। কিন্তু জন সাধারণ তা দেখবে না, ও ত দেখা দিতে চাইবে না। তারা চেহারা দেখেই সাব্যস্ত কোর্ব্বে, ঐ দিব্যকান্ত। কেননা দিব্যকান্ত চিরদিনই প্রায় আপন পাঠগৃহে অবস্থান কোর্ত্তো কদাচ কখন বাহিরে বার হোতো সুতরাং ও সে নয় একথা বোলে আমাদের কেবল মাত্র উপহাসাস্পদ হোতে হবে।

আরতী। তা হই হবো। কিন্তু সাধারণের কাছে যে কোন প্রকারেই হোক্, ওর নীচ লোকের ন্যায় আচার ব্যবহার, কথা বার্ত্তা, আর নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ কোরে দেওয়া চাই।

অর। ভাল সে বিষয় বিশেষ বিবেচনা কোরে দেখতে হবে।

আরতী। সে আর কবে হবে? এদিকে সরসার অবস্থা তো দেখ্ছো? তার ধ্রুব বিশ্বাস ঐ দিব্যকান্ত অথচ যে কোন কারণেই হোক্ তাকে তাচ্ছল্য কোরে এই বিবাহ কোরেছে। সে আর কারো সঙ্গে কথা কইতে চায় না, কোন সান্তনার কথা বোল্লে একেবারে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। বিশেষ পেড়াপিড়ি কোল্লে বলে, যখন ওঁকেই আমি ফিরে পাবো, আমি আশা ছাড়বো না। এজন্মে না হয় ফিরে জন্মের পথ তো কেউ রোধ কোর্ত্তে পার্ব্বে না। ভগবান আমার জন্যে ওঁকে আর ওঁর জন্যে আমাকে সৃষ্টি কোরেছেন।

নেপথ্যে-অঞ্জন। পিতৃব্য ঠাকুর! আমি এসেছি।

অর। কেরে? অঞ্জন? আয় ভেতরে আয়।

(অঞ্জনের প্রবেশ ও অভিবাদন)

আরতী। কিরে বাপু কি? তোর কিছু কথা আছে নাকি?

অঞ্জন। আজ্ঞে হ্যাঁ মা ঠাকুরুণ! বিপদের সময় আপনাদের স্মরণ না নিয়ে কোথায় যাব বলুন?

অর। কেন? তোদের অমন সদাশয় প্রভু বর্ত্তমানে আবার বিপদ কি?

অঞ্জ। আজ্ঞে বাল্যকাল হোতে প্রভুর অন্নে প্রতিপালিত হোয়ে এসেছি। এখন বুঝি সে অন্ন আর থাকে না।

অর। কেন? কি হোয়েছে?

অঞ্জ। যা হোয়েছে তা বড় লজ্জার কথা! মাঠাকুরুণের সুমুখে বোল্‌তে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।

আরতী। লজ্জা কি বাবা! আমিতো তোদের পেটের

ছেলের মত দেখে থাকি! লজ্জা কি? কি বলবার আছে তোর পিতৃব্যঠাকুরকে স্বচ্ছন্দে বল।

অঞ্জ। পিতৃব্যঠাকুর! আপনাকে আর কি বোলবো। প্রভু যাঁকে বিবাহ কোরে এনেছেন, তিনি বড়ই মন্দ চরিত্রের স্ত্রীলোক!

অর। কি রকম? তোদের সঙ্গে কি সে ভাল ব্যবহার করে না?

অঞ্জ। ভাল ব্যবহার কাকে বলে—তা সে জানে না। শিকারী যখন বেঁচেছিল, তখনই তার দৌরাত্মে পল্লির যুবকদের তিষ্ঠোন ভার হয়ে উঠেছিল। এখন আরও ভয়ানক মূর্ত্তি ধোরেছে।

অর। বটে? কি রকম শুনি?

অঞ্জ। আগে আগে পথে ঘাটে যেখানে যখন আমার সঙ্গে দেখা হোত, সেখানে তখনই আমার পিছনে লাগ্‌তো, আমি পালিয়ে বাঁচতুম। এখন এখানে এসে পর্য্যন্ত আমাকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত কোরে তুলেছে। খেতে শুতে কেবল সেই কথা কাল থেকে আবার ভয় দেখাতে আরম্ভ কোরেছে।

অর। বটে? তা তুই কেন তোর প্রভুকে জানাস্ না?

অঞ্জ। তিনি যদি রাগ করেন, সেই ভয়ে তাঁকে বলিনি।

অর। স্ত্রী যে এরূপ স্বভাবের—তা সে টের পেয়েছে?

অঞ্জ। কিছু কিছু টের পেয়েছেন বোলে বোধ হয়। কিন্তু কোন কথা কন্ না। প্রভু তাকে যেন ভয় কোরে চলেন।

অর। তোদের প্রভু তোদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করে? আগের মত কি?

অঞ্জ। আজ্ঞে না। অতি অসৎ ব্যবহার করেন।

অর। এ পরিবর্ত্তনের কারণ তোরা কিছু বুঝিস্?

অঞ্জ। আচার ব্যবহার, কথা-বার্ত্তা,চেহারা আর ভাব ভঙ্গির ঢং দেখে আমাদের ত্রিপণ্ড বলে ও কখনই মনিব নয় ও শিকারী।

অর। ও যে শিকারী তার অন্য কোন প্রমাণ তোরা পেয়েছিস্?

অঞ্জন। বিশেষ কিছু পাইনি—তবে অপর কোন নতুন লোক হোলে যেমন করে, ওঁর সব কাজই সেই রকম।

অর। আচ্ছা ও যদি শিকারী হয় তা হোলে ওর স্ত্রী অবশ্য জান্তে পেরেছে?

অঞ্জ। তা হবে।

অর। হবে কেন? তাই ঠিক্! এখন তুই এক কাজ কর্ দেখি?

অঞ্জ। কি বলুন।

অর। তার কথায় সম্মত হোয়ে আসল কথাটুকু বার কোরে নে দিকিং?

অঞ্জ। তা কি বোলবে?

অর। অবশ্য বোলবে। ওরূপ চরিত্রের স্ত্রীলোকেরা উপপতির ভালবাসা পাবার জন্যে সব কোর্ত্তে পারে। আচ্ছা অপরাহ্নে সেটা কোথায় থাকে?

অঞ্জ। আজ্ঞে ছাদে বেড়ায়।

অর। বেশ হোয়েছে। তুই এই সময় যা—ছাদে গিয়ে কোন গতিকে ওকে তোর পায়ে ধরাগে দেখি। আমার ছাদে

যে সময় লাল নিশেন দেখ্‌তে পাবি, ঠিক্ সেই সময়ে পায়ে ধরাণ, চাই।

অঞ্জ। যে আজ্ঞা—তা পার্ব্বো। তবে আসি!

[প্রস্থান]।

আরতী। এ আবার কি?

অঞ্জ। আজ অপরাহ্নে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে সেটাকে বিশেষ কোরে অনুরোধ কোরে পাঠিয়েছি, তাতো জানো?

আরতী। ওঃ বুঝেছি। তা তাতে ছেলেটার তো কোন বিপদ হবে না?

অর। বিপদ আবার কি হবে? আর যদিই হয় আমি আছি।

আরতী। নিশেনটা তবে আমাকেই ওড়াতে হবে দেখছি!

(কালাশোকের প্রবেশ।)

কালা। এত জোর তলব কেনে হে সখা?

অর। সহজে না পাল্লে বেঁধে আন্‌তে হয় তা'তো জানো?

কালা। বটে? আমি কি তবে জানোয়ার?

আরতী। না না ওকথা তুমি শুনো না সখা! তুমি জানোয়ার কেন হোতে যাবে? জানোয়ারদেরও তো হিতাহিত জ্ঞান থাকে!

কালা। আমার কি তাও নেই?

অর। তা থাকলে কি আর তুমি ভূতের মত কতকগুলো কার্য্য কর?

অর। ঠিক কথা—আমার বোধ হয় তোমায় ভূতে পেয়েছে!

গীত।

আরতী। তোমায় ভূতে পেয়েছে।
তোমায়, উল্টে পাল্টে পিটে পুটে ঠিক ভূতটী বানিয়েছে ॥
কলা। কে ভূত, কোত্থেকে এল,
আমায়, কেম্‌নে বা পেলো ;
আরতী।
ও সেই, ব্যাধটা মোরে,অপ্‌ঘাতে ভূত আপ্‌নি হোয়েছে।
তারে, ফেলে পালিয়ে এসেছিলে তাই সঙ্গ নিয়েছে ॥
অরবি। তুমি ঠাউরেছ যা ঠিক,
সখা তাই এত বেঠিক ;
কালা। ওহো তা যদি হয়, তা হোলেতো মোর
মাথাটী খেয়েছে।
ও সেই তিনি—না ন সেই—সেই বেটা মোর
মাথাটী খেয়েছে ॥

কালা। আচ্ছা ভূতে পাওয়া লোকের মত আমি কি কাজ কোরেছি ?

অর। প্রথম ধর এই বিবাহ !

কালা। এতে কি অন্যায়টা করা হোয়েছে ?

অর। ন্যায্যই বা কি হোয়েছে ? ঐ নীচজাতিয় স্ত্রীলোকটা কি তোমার উপযুক্ত ?

কালা। কিসে নয় ?

অর। তুমি সম্ভ্রান্ত লোকের পুত্র--কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের

সঙ্গে তোমার কুটুম্বিতা হওয়া উচিত! তা না হোয়ে তুমি যাকে বিবাহ কোরেছ—সেটা একটা—নাঃ বোলবো না, বোললে তুমি হয় দুঃখিত হবে, নয় কাপুরুষের মত রাগ কোরে উঠবে!

কালা। তুমি বলনা হে—বলনা! যত পার মুখ ছোটাও না। আমি রাগও কোর্ব্ব না, তাপও কোর্ব্ব না।

অর। তবে বলি— ওটাতো বাজারে—

কালা। বাজারে কি?

অর। বাজারে বেশ্যা বোল্‌লেই হয়!

কালা। দেখ সাবধান! মুখে সামাল দাও!

অর। না দিলেম না।

[আরতীকে ইঙ্গিত ও আরতীর প্রস্থান।

কালা। দিতেই হবে। না দিলে আমি কিছুতেই সহ্যি কোর্ব্ব না! আমার আর সেদিন নেই?

অর। কোন্ দিন নাই হে? ও আবার কি কথা?

কালা। না—তাই বলছি! ঐ একটা কথা! তাই বলছি!

অর। আর বোলতে হবে না। ওই ছাদটা কার বাড়ীর বল দেখি?

কালা। কেন? আমার (চমকিয়া) ওকি?

অর। ঐ কির জন্যই এত কথা!

কালা। অর্জ্জুনে বেটা না? ওই বেটাই দেখছি খারাপ কোচ্ছে। ওর মাথাটা কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাবো।

অর। ওরই অপরাধ হোলো—আর ওটা যে পায়ে ধোরে সাধ্‌ছে, তা বুঝি নজরে ঠেক্‌ছে না? পুরুষ হওতো আগে গিয়ে

ওর• মাথাটা কেটে ফেলগে। যাও–হতভম্ব হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

কালা। তাই যাই। যা থাকে কপালে—খুন কোর্ব্ব! এত বড় কথা! খুনই কোর্ব্ব।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

---০---

দিব্যকান্তর অট্টালিকার ছাদ।

(অঞ্জন ও লুলিয়া উপস্থিত)

অঞ্জ। আচ্ছা পা ছাড়ো, পা ছাড়ো! এখন বল কি কোরে জান্‌তে পাল্লে ?

লুলি। কি কোরে জানমু তা তোমার জেনে কাজ কি চাঁদ ? জান্‌বার রকম আছে, মাগ ভাতার যে—বুঝ্‌ছো না ?

অঞ্জ। তুমি জান্‌তে পেরে যখন বোল্লে তখন স্বীকার কোল্লে ?

লুলি। স্বীকের না কোরে পোড়ামুখ যাবেন কোথা ? সব খুলে খেলে বোল্লে।

অঞ্জ। আমাদের আসল মনীবের কি হোল তা কিছু বোলেছে ?

লুলি। তাঁকে ডাকাতে মেরে ফেলেছে বোল্লে ?

অঞ্জ। বটে ? আচ্ছা তবে এখন

[প্রস্থানোদ্যত।

লুলি। ওকি ? যাও যে ?

অঞ্জ। কি কোর্ব্ব ?

লুলি। এত কথার পর কি কোর্ব্বো ? যে জন্যে তোমার পায়ে ধোরে কাঁদনু, যা স্বীকের করাতে মুই সব কথা খূলে খেলে বল্‌নু—তা ?

অঞ্জ। সেটা তো বড় সহজ নয় গিন্নি! প্রভূর স্ত্রী তুমি,—ফস্ কোরে বিশ্বাসঘাতকতা কোরে ফেলবো ? একটু ভাবতে চিন্তেতে সময় দাও!

লুলি। বটে, এই বুঝি কথা হোল ? তবে স্বীকের কোল্লে কেনে ?

অঞ্জ। তোমার ভয়ে।

লুলি। মুই কি ভয় দেখানু চাঁদ ?

অঞ্জ। কত ভয় ? বোল্‌লে চাকরি ছাড়িয়ে দেবে। স্বোয়ামীকে বোলবে যে, আমি তোমাকে মন্দ পথে নে যাবার চেষ্টা করিছি। এ ছাড়া আরো কত কি ?

লুলি। সে যাই বোলে থাকি, সে কেবল তোমাকে পাবার জন্যে তো ? বল কি ? আজ বছর ফির্ত্তে যায়, তোমায় হাত করবার চেষ্টা করচি; অন্যে হোলে এদ্দিন মোর পায়ের গোলাম হোয়ে থাকতো!

অঞ্জ। এখন একরকম গোলামই তো হোয়েছি!

লুলি। ও গোলামে কি মন ওঠে চাঁদ ? ওতো পা টেপ্‌বার গোলাম। মুই যা চাই তা জানত ?

অঞ্জ। মনীবে চাকরে কি সেটা সাজে ?

লুলি। দুর মুখ্যু! এ কাজে সব সাজে! তাই বলি, কেনে

চাঁদ আর অমন কর? ও নিষ্ঠুরপনা ছাড়ান্ দিয়ে পরাণের ঠাকুর হোয়ে বোসো। তোমার মনীব হতভাগা কুকুরের মত ফ্যা ফ্যা করুক। মুই দুচক্ষি পেড়ে পোড়ার মুখোকে দেখ্‌তে পারি না।

গীত।

লুলিয়া।

তারে দেখলে আসে জ্বর।

ওসে কাছ্‌কে এলে গন্ধে মরি, (বলি) কেবলই সর্‌সর্ ॥

অঞ্জন।

তবু স্বোয়ামী তো তোমার,
তবু স্বোয়ামী তো তোমার;

লুলিয়া।

ও তার, চোখ্‌ভরা পিঁচুটী, ঠোঁটে লাল ঝরে, ঝর্ ঝর্ ॥

অঞ্জন।

তবু স্বোয়ামী তো তোমার,
তবু স্বোয়ামী তো তোমার;

লুলিয়া।

ও তার কথায় ছোটে থুতকুড়ি, গায়ে ঘাম পড়ে, দর্‌দর্ ॥

তবু স্বোয়ামী তো তোমার,
তবু স্বোয়ামী তো তোমার;

লুলিয়া।

ও তার কাজ দেখ্‌লে পিশেচ পলায় নোংরা লখিন্দর ॥
ও তার সব বিট্‌কেল বিকট ব্যাভার প্যাতনা ছুছুন্দর ॥
মোর সখের স্বামী মাথার মণি সত্যি স্বামী পর ॥

অঞ্জ। তাকে যদি এতই অপছন্দ হয়, তবে এদ্দিন তার সঙ্গে এক জায়গায় কাটালে কি করে?

লুলি। সে কি জান? পেড়ে মারে না সয় ভাল। সেই যে কথায় বলে "রোগী যেন নিম খায় মুদিয়ে নয়ন।" মোর ও তাই হোয়ে ছ্যালো! পেট্টা আট্টা চালাতো আর বাইরে হাতটাত বাড়ালে কিছু কইতো না, তাই চোখ কান বুজে, এক রকমে ওর ঘর কোরিছি।

অঞ্জ। তখন গরীব ছিল তাই। এখন বড় মানুষ হয়েছে, এখন যদি ধরাবাঁধা করে?

লুলিয়া। ওর মুয়ে ঝ্যাঁটা মেরে—তোমার সঙ্গে বেরিয়ে যাবো।

অঞ্জ। আমি গরীব মানুষ তোমায় খাওয়াব পরাবো কোত্থেকে?

লুলি। ট্যাকা মুই খরচ কোর্ব্ব।

অঞ্জ। কোথায় পাবে?

লুলি। ও হতভাগাই দেবে। জানে না—মোর কাছে কি কথা পেরকাশ কোরেছে—না দিয়ে যাবে কোথা?

অঞ্জ! সে যদি বলে—ও বেবুশ্যে মাগীর মিছে কথা।

লুলি। সে কথা একবার বোল্লেতো হয়! দশজন নোকের কাছে ব্যাভ্যোরোমও হবে—ধরাও পোড়বে।

অঞ্জ। কিসে ব্যভ্রোম হবে?

লুলি। তার কল মোর হাতে আছে। সে বোলতে নজ্জা-শুনতে নজ্জা! লজ্জার মাথা যখন খাবো—তখন হাটের মাঝে সে হাঁড়ি ভাঙ্গবো।

অঞ্জন। তবেই তো—তোমরা কোর্ব্বে দাঙ্গা আর মাঝে থেকে আমার মাথাটা কাটা যাবে। দেশশুদ্ধ লোক ভাল বোলে জানে, তাদের কাছে একেবারে মুখ দেখান' দায় হবে। এ কাজে এগুতে আমার মন সোরচে না।

লুলি। কিছু ভয় নেই। মুই তোমারে-- আব্ডাল দে রাখ্বো।

অঞ্জ। নাঃ—ও কোন কাজের কথা না। তুমি আমায় ছেড়ে আর কাউকে দেখ।

লুলি। বটে? এই কথা হোলো? তুমি যে নেহাৎ মোরে বাজারে নটী মনে কোচ্চ দেখ্ছি।

অঞ্জ। আরে রামচন্দ্র! তা কি মনে কোর্ত্তে পারি। ও কথা তোমায় কি বোলেছি—তোমার কাজে বোলছি। তা আজ না হও—দুদিন বাদে তো হোতে হবে!

লুলি। তাইতো! যত বড় মুখ, তত বড় কথা?

অঞ্জ। আজ্ঞে না গিন্নি! আর হবে না—আমায় ক্ষমা করুন আমি বড় গরীব।

লুলি। ওকি অভিমান হোলো? ওকি চোখে জল কেন? ছি-ছি-ছি মোর মাথাটি খাও—কেঁদোনা।

অঞ্জ। আমার বরাতই খারাপ।

(অশ্রুমোচন)

লুলি। হঠাৎ কোরে মুখদে একটা কথা বার হোয়ে পোড়েছে। মোরে মাপ কর, মুই আর কখনো বোলবো না। তবু কাঁদতে নাগলে? তোমার হাতে ধচ্চি মোরে মাপ্ কর। তবু না? এই তোমার পায়ে ধচ্চি, মোরে মাপ্ কর (পদধারণ) একটী-বার হেসে কথা কও।

(দুই হস্তে দুই ছোরা লইয়া পাঁয়তারা করিতে করিতে কালাশোকের বেগে প্রবেশ)

কালা। খুন কোর্ব্বো! খুন কোর্ব্ব? খুন কোর্ব্ব? গায়ের ছাল ছাড়িয়ে লোব· বুকের রক্ত শুষ্‌বো।

(পাঁয়তাড়া করণ)

লুলি। ইস! তাইতো! কাকে খুন কোর্ব্বি?

কালা। ওই ওকে! ঐ বেটা পাজী নচ্ছারকে!

লুলি। তাইতো! ভারি মন্দ যে দেখি! কই কর দেখি কেমন কোরে খুন কোর্ত্তে পারিস?

কালা। সোরে যা! খুন চেপেছে—সোরে যা।

লুলি। ফের ঐ কথা? এখনি এক ধাক্কা দিয়ে এখান থেকে নিচেয় ফেলে দোব জানিস?

কালা। না না ধাক্কা দিসনা পোড়ে মোরে যাবো। ওকে বাগিয়ে ধর,—আমি খুন কোরে ফেলি!

লুলি। আহাহা কি মোর সোহাগ গো। মুই বাগিয়ে ধরি, উনি খুন করুন। ফেলেদে ছোরা, ফেলে দে বোলছি, নইলে কেড়ে নিয়ে ঐ ছোরা এখনি তোর বুকে বসিয়ে দোব। মোরে জানিস তো?

কালা। খুব জানি! এখনো ক'জায়গার দাগ শুকোয়নি।

লুলি। তবে ফ্যাল্ ছোরা! মুই বলি শোন্!

কালা। ফেল্লেই যে বেটা পালাবে—আমার খুন করা হবে না। তুই বোলবি বল—ছোরা থাক্!

লুলি। ওকে খুন কোর্ব্বি কেনে?

কালা। ও তোকে মজাচ্ছে!

লুলি। মর্ হতভাগা! ও মোরে মজাচ্চে না মুই ওরে মজাচ্চি?

কালা। তা তুইই বা কেন মজাবি?

লুলি। মোর বরাবর অব্বেশ্! আজ তো লতুন নয়!

কালা। সে যখন ছেল তখন ছেল, এখন ওসব চোলবে না।

লুলি। চোলবে না কিরে মড়া, এখন আরো খুব বেশী কোরে চোলবে। এখন তো তুই মোর মুটোর ভেতর আছিস জানিস না?

কালা। তা তো জানি, তাতো জানি কিন্তু তবে—

লুলি। কিন্তু তবে টবে বুঝি না! আমার যা খুসি তাই কোর্ব্বো।

কালা। না তা হবে না। দশজন ভদ্দর মানুষে আমায় ছোট নোক বোলে ধোরে ফেলবে। আমি ওকেও খুন কোর্ব্বো, তোকেও খুন কোর্ব্বো।

লুলি! বলিস কিরে? লেতো একখানা ছোরা কেড়ে অঞ্জন, মুই একখানা লিচ্চি।

(উভয়ের উভয় ছোরা কাড়িয়া লওন)

কালা। দে ছোরা, দে ছোরা, দে বলছি, ছোরা দে।

লুলি। এই যে দিচ্চি। কে আছিস আয়তো রে, তোদের মুনিব পাগল হোয়ে খুন কোর্ত্তে এসেছে।

(ত্রিপণ্ড ও অন্যান্য ভৃত্যের প্রবেশ।)

কালা। দে ছোরা, দে ছোরা, আমি খুন কোর্ব্ব,দে ছোরা।

লুলি। তোরা দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিস কি? পাগল হোয়েছে। ধর, জাপ্‌টে ধোরে বেঁদে ফ্যাল।

(সকলের তথাকরণের উদ্যোগ)

কালা। এই ও বাঁদিস নি! দে ছোরা খুন কোর্ব্বো!

লুলি। বাঁধ্‌ বাঁধ্‌ দেরি করিসনি!

(সকলের তথাকরণ)

কালা। দে ছোরা-খুন কোর্ব্বো! দে ছোরা—খুন কোর্ব্বো!

লুলি। টেনে নিয়ে বিছানায় ফেলবি চ। একজন ছুট্যে বদ্দি বাড়ী যা, শিগ্যির ডেকে নিয়ে আয়।

কালা। দে ছোরা—খুন কোর্ব্বো,দে ছোরা—খুন কোর্ব্বো।

[টানিয়া লইয়া সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।



সরসার উপকক্ষ।

(গান করিতে করিতে সজনীগণের প্রবেশ)

গীত।

আমাদের হাসি এসেছে।
যার হাসিতে আমরা হাসি, আজ সে হেসেছে ॥
কান্না নিয়ে ঘর করা কি যায়,
ছিল সে এক বিষম দায় ;
উঠতে বোসতে খেতে শুতে কেবলই হায় হায় ;
আজ সে সব গেছে ঠোঁটের পাশে হাসি ভেসেছে ॥

২য়-স। আজ অবিশ্যি কিছু একটা হোয়েছে।

৩য়-স। হোয়েছেই তো! নইলে সেই মুখ আর এই মুখ!

৪র্থ-স। তাই তো! মেঘ জল ঝড় বৈ যেখানে আর কিছু ছিল না, সেখানে মেঘ ও কম—ঝড় তো একেবারে নাই বোল্লেই হয়! এর ভেতর নিশ্চয়ই কিছু আছে। হ্যাঁ লা তপতি! তুই কিছু জানিস্ ?

১ম-স। না বোন্! আমি কিছুই জানি না।

২য়-স। একেবারে কিচ্ছু না ?

১ম-স। একেবারেই কিচ্ছু না! তবে—

৩য়-স। হ্যাঁ তবে কি লা ?

১ম-স। তবে কি না আজ সকাল বেলা

৪র্থ-স। হ্যাঁ বল্‌তো সকাল বেলা কি?

১ম-স। এই সকাল বেলা রাজবাড়ী থেকে একজন লোক—

২য়-স। বল চুপ্‌ কোল্লি কেন? রাজবাড়ী থেকে একজন লোক এসেছিল, তারপর?

ম-স। তারপর সে কি দিয়ে চোলে গেল।

৩য়-স। কি দিয়ে গেল লা? বলনা!

১ম-স। কি জানি বোন্‌! একখানা বুঝি চিঠি! আর

৫র্থ-স। আর কি?

১ম-স। আর একটা বুঝি আংটী!

২য়-স। সে কোথাকার চিঠি আর কার আংটী কিছু শুন্‌লি?

১ম-স। না। তবে কি না

৩য়-স। হ্যাঁ তবে কি না তারপর?

১ম-স। তারপর সেই চিঠিখানা পোড়্‌তে পোড়্‌তে দিদি ঠাকুরুণটীর আমাদের একবার হাসি, একবার কান্না, তারপর আবার হাসি—আবার কান্না।

৪র্থ-স। চিঠিখানা কার লেখা তা কিছু শুন্‌লি?

১ম-স। তা শুনিনি। তবে নাকি কত্তা মশাই পাঠিয়েছেন।

২য়-স। বটে? লেখাটা কি তপতি?

১ম-স। তা কি দেখেছি? তবে দিদি ঠাকরুণ বল্লেন যে, কর্ত্তা নাকি বনের ভেতর একদল ডাকাত ধোরেছেন। তাদের দলপতির হাতে দিব্যকান্ত ঠাকুরের আংটী দেখে—

৩য়-স। হ্যাঁ আংটী দেখে কি বোল্লেন ?

১ম-স। কি জানি তাকে বুঝি জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন। তাতে সে বুঝি বোলেছে যে, তারা দিব্যকান্ত ঠাকুরের সমস্ত কেড়ে কুড়ে নিয়ে তাঁকে মেরে ফেলে একটা গর্ত্তে ফেলে দিয়েছিল !

৪র্থ-স। এঁ্যা ! সে কি কথা ? তারপর ?

১ম-স। তারপর নাকি তারা বোলেছে যে তারপর দিন তারা সেই গর্ত্তের কাছে এসে দেখে যে, দিব্যকান্ত ঠাকুরও সেথায় নেই, আর তাদের একটা যুবতী মেয়েও কোথায় পালিয়েছে। ওই আংটীটে সেই তাঁরই আংটী।

২য়-স। এ তো বড় আশ্চর্য্য কথা—দিব্যকান্ত ঠাকুরতো এসে এসব কথা কিছুই বলেনি !

৩য়-স। ওলো চুপ্ কর্ ! চুপ্ কর্ ! ঐ যে ঠাকুরুণটী আসছেন।

(গান করিতে করিতে সরসার প্রবেশ)

গীত।

আমি কারে রেখে কারে ভাবি কারে বা বলি আমার।
না জানি, ইনি কি তিনি, কে দেবতা পূজিবার॥
যাঁরে সঁপিয়াছি প্রাণ,
সদা যাঁর করি ধ্যান ;
(তাঁরে) চিনিতে নারিলে কি সে, হবে আশার সুসার॥

৪র্থ-স। দিদি ! যা হোয়েছে, তাতে তুমি কি ঠাওরাচ্ছ ?

সরসা। যা হোয়েছে, তাতে মনে হয় ইনি তিনি নন্। তিনি হয় তো আর কোথাও আছেন।

৩য়-স। সে কি? তা কি হোতে পারে?

সরসা। আবার তাইতো ভাবি। কিন্তু তাই যদি না হবে তবে তারা এ আংটী কোথায় পেলে! ইনি তো বোলেছিলেন যে ডাকাতরা সেই শিকিরিটাকে মাচ্চে দেখে ইনি পালিয়ে এসেছিলেন।

২য়-স। তাইতো! এ যে বড় বিষম কথা দিদি?

সরসা। বিষম কেমন? এক জ্বালায় জ্বোল্‌ছিলেম, এযে আবার আর এক জ্বালা এলো বোন্! ইনিতো যা করবার তা কোরেছেন, তবু আশায় বুক বেঁধে আছি, একদিন না একদিন পাবই! ভগবান একদিন না একদিন আমার মনস্কামনা পূর্ণ কোর্ব্বেন। আবার ইনি যদি তিনি না হন্, তাহোলে তো আরো জ্বালা; এঁকে দেখ্‌তে পাচ্ছি, আশা আছে! তিনি কোথায় আছেন, কি কোচ্ছেন কিছুই জানি না! বেঁচে আছেন কি না, তারও ঠিক নাই।

(আরতীর প্রবেশ)

আরতী। সরো! তোর খপরের ওপর আর এক নতুন খপর আছে।

সরসা। কি দিদি—কি খপর?

আরতী। সেই ডাকাতদের যুবতী মেয়েটা এসেছে।

সরসা। কই? কই? কোথায় দিদি?

আরতী। আমাদের বাড়ী খুঁজে এসেছিল। আমাদের ইনি তাকে, ওই ওকে দেখাতে নিয়ে গেছেন।

সরসা। সে কি বোল্লে দিদি?

আরতী। সে বোল্লে এ নয়, তিনিই দিব্যকান্ত!

সরসা। তিনি কোথায় আছেন?

আরতী। তা কিছু বোল্লে না।

সরসা। প্রাণে বেঁচে আছেন তো?

আরতী। তাও কিছু বোল্লে না। এই যে আসছে!

[সখিদের প্রস্থান।

(মানসীও অরবিন্দের প্রবেশ)

অর। জান আরতী! শিকারীটাকে দেখে এই মানসী মেয়েটী একেবারে চোম্‌কে গেছলো!

আরতী। কেন?

অর। ওতো জানতো না যে দিব্যকান্তের অনুরূপ কেউ আছে।

মানসী। আজ্ঞে হ্যাঁ ঠাকরুণ! যে অবস্থায় দিব্যকান্ত দাদা আমার কাছ থেকে চোলে গেছেন, তাতে হঠাৎ দেখে আমি মনে করেছিলেম তিনিই।

সরসা। কি অবস্থায় তিনি গেছেন?

মানসী। তাঁর বাক্‌দত্তা প্রণয়িনী কি আপনিই? আপনিই বটে! এমন রূপরাশী না হোলে কি আর তাঁর মত মহতের মন-প্রাণ বিচলিত হয়।

সরসা। তা যাই হোক, তিনি এখন কোথায়, আমায় বলুন।

মানসী। শুনে আপনি কি কর্ব্বেন? আপনার কথা আমি সমস্তই শুনেছি। তাঁর মুখে যা শোনবার, তাতো শুনিইছি।

তারপর এঁর মুখে আপনার অসাধ্য সাধনার চেষ্টা শুনে আশ্চর্য্য হোয়েছি।

আরতী। কি অসাধ্য সাধনের কথা ?

মানসী। প্রাণের টানে হারানিধি ফিরিয়ে আনার কল্পনা। যাঁকে প্রাণ সমর্পণ কোরেছেন, তিনি অপরের সঙ্গে বিবাহিত দেখেও যে রমণী তাঁরই ধ্যানে মগ্ন থাকেন, তিনি ধন্য! তাঁর সাধন অসাধ্য সাধন!

আরতী। তা বটে!

সরসা। আহাহা! তিনি এখন কোথায় আছেন, তাই বলুন না!

মানসী। সময় পেলে বোলবো সুখী হবেন। এখন শুনে কেবল কষ্ট পাবেন বৈ তো নয়।

সরসা। কষ্ট পাই পাবো—আপনি বলুন।

মানসী। আমায় আপনি বোলবেন না, আমি দাসী, বৈশ্য কন্যা!

সরসা। তা হোক্ বলুন।

মানসী। যখন এত কোরে বোলছেন তখন কিছু না বোল্লেও দেখছি আপনি ছাড়বেন না। কিন্তু শুনে কোন ফল হবে না।

সরসা। না হয় না হোক, আপনি বলুন।

মানসী। দেখুন, যেদিন দস্যুরা তাঁকে আহত কোরে মৃত বিবেচনায় একটা গর্ত্তে ফেলে দিয়ে চোলে গেল, তারপর দিন কে জানে কেন আমার প্রাণ কেঁদে উঠলো, আমি সেই গর্ত্তের কাছে গিয়ে দেখি,তাঁর চৈতন্য হোয়েছে। আমি আর কাল বিলম্ব না কোরে তাঁকে নিয়ে বহু দূরে এক গ্রামে আশ্রয় নিলেম।

অর। তারপর ?

মানসী। গ্রামবাসীরা আমায় যথেষ্ট সাহায্য কোর্ত্তে লাগলো। তাদের দয়ায় আর এই দাসীর শুশ্রূষায় ক্রমে ক্রমে তিনি আরোগ্য লাভ কোল্লেন।

সরসা। তারপর কি হোলো ?

মানসী। বলছি শুনুন। শয্যাশায়ী অবস্থায় তিনি কেবল আপনার নাম আর মধ্যে মধ্যে এই সখা সখীর নাম কোর্ত্তেন।

আরতী। আহা ধন্য তাঁর সখ্যতা ! তারপর ?

মানসী। এইবার না বোল্লে নয়, আপনারা কিছুতেই ছাড়্বেন না, তাই বলছি। আরোগ্য হবার তিন দিন পরে একদিন হঠাৎ মূর্চ্ছিত হোয়ে পোড়লেন। দ্বাদশ দণ্ড পরে সেই মূর্চ্ছা ভঙ্গ হোলো।

অর। কি বিপদ! তারপর ?

মানসী। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর হোতেই ঠিক উন্মাদের মত ব্যবহার কোর্ত্তে লাগলেন।

সরসা। কি সর্ব্বনাশ ! তারপর ?

মানসী। তারপর নিরুদ্দেশ !

সরসা। হায় হায় ! পেয়ে নিধি হারালেম। দিদি ! আমার কি হবে ? আমি যে অকূল সাগরে ভাসলেম। আশা ছিল, প্রাণ ছিল, আজ যে সে আশাও নির্ম্মূল হোলো ! আমি মরি তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু মৃত্যুকালে যে একবার তাঁর মুখ দেখে মর্ত্তে পাবো না, এই দুঃখেই প্রাণ ফেটে যাচ্ছে। (রোদন)

মানসী। আপনি শান্ত হোন্, শান্ত হোন।

গীত।

ফুরিয়ে তো যায় নি আশা, ভালবাসার বাঁধন তো আছে।
রসিতে নোল পোড়েছে ক'সলে ফিরে আসবে তো কাছে॥
যত যে যায় দূরে দূরে,
তত সে চায় ফিরে ঘুরে;
জানে তার বাঁধন আছে, টান চলেছে দিনরাতই পাছে॥

সরসা। যে অবস্থায় তিনি গেছেন, তাতে আর আশা থাকে না। যে অদৃষ্ট আমার, তিনি যে ফিরে এসে আবার আমায়, আমার বোলে জ্ঞান কোর্ব্বেন · তা তো বোধ হয় না।

মানসী। মানুষ পাগলও হয়-- ভালও হয়! কোথাও চোলেও যায়—ফিরেও আসে। বিশেষ আপনার প্রতি তাঁর যে রকম প্রাণের টান, তাতে কোন্ দিন এসে পোড়বেনই পোড়বেন। আপনারা কি বলেন?

আরতী। আমার তো তাই বোধ হয়।

অর। আচ্ছা—চোলে যাবার সময় তোমাকে কিছু বোলে যান্‌নি!

মানসী। কিছুনা বোললেই হয়।

অর। কি রকম?

মানসী। কি আর বোলবো?

অর। কেন?

মানসী। সে পাগলের কথা!

অর। তবু কি শুনি না?

মানসী। বোল্লেন ঠিক্ তো ঠিক্!

অর। আর কিছু না?

মানসী। না।

সরসা। এ কি কথা?

মানসী। পাগলের কথা, পাগল না হোলে, কে বুঝবে বলুন।

অর। আমার বোধ হয়—তাঁর আবার মাথা স্থির হবে।

মানসী। আমিও তো তাই আশা করি।

আরতী। আচ্ছা তাই হোক! ভগবান আশা পূর্ণ করুন। সরসা আমাদের হারানিধি ফিরে পাক্!

অর। চল একটু বাগানে বেড়ানো যাক্‌গে। ওরে তোরা মেয়েটাকে ভাল কোরে যত্ন কোর্‌গে যা।

[মানসীর প্রস্থান।

সরসা। হারানিধি আবার পাব কি দিদি?

আরতী! যতক্ষণ শ্বাস—ততক্ষণ আশ! বেঁচে যখন আছেন—তখন একদিন না একদিন আসতে পারেন।

অর। আমার তো মনে হোচ্ছে যে, আবার সখাকে ফিরে পাবো!

সরসা। কি জানি বোন! আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—*—

দিব্যকান্তের স্ফটীকাগার।

(শয্যার উপর তোষকাবৃত মুণ্ডিত মস্তক—কালাশোক।)

(নেপথ্যে গীত।

ধর্ ধর্ মার্ মার্ কাট্ কাট্ রে।
কটাকট্ কেটে মার মাল্‌সাট্ রে॥

কালা। (শয্যামধ্য হইতে) কেরে? কেরে? খুন কোল্লেরে! খুন কোল্লেরে!

(প্রতিমূর্ত্তির গীত)

হুট্‌পাট্ কোরে ঢোক ঝট্ পট্ রে।
লুট্‌পাট্ কোরে ভাগ্, সট্ সট্ রে॥

কালা। (মুখ বাহির করিয়া) ওরে—ওরে— সব নিলে রে! সব নিলে রে!

(লুলিয়া ও ভৃত্যগণের প্রবেশ)

লুলি। কি হোয়েছে? ষাঁড়ের মত চিঁচাচ্ছিস্ যে?

কালা। (বসিয়া) আরে মর্! ডাকাত পোড়েছে—এখনি কেটেকুটে সব লুট্‌পাট্ কোরে নিয়ে যাবে।

লুলি। এই রে—এই আবার এক উপসর্গ হোয়েছে দেখ্‌ছি। ডাক্ বদ্দি যা হয় এসে করুক!

ত্রিপ। এবার বোলেছে ঘাড় ফুঁড়ে দেবে।

কালা। হ্যাঁরে হারামজাদা—বেটাচ্ছেলে পাজি! ঘাড় ফুঁড়ে দেবে বৈকি? এদিকে যে ডাকাত পোড়েছে—তা কোন শালাশালীর হুঁষ্ নেই।

লুলি। ডাকাত পড়াচ্ছি এই যে—একবার বদ্দি এলে হয়। যা না রে! একজন কেউ গিয়ে নিচে থেকে ডেঁকে আন্ না।

কালা। এই বেটা, যাস্নি—যাস্নি! বদ্দিশালাও কি এক জোট্ হোয়েছে? আস্ত মানুষকে পাগল বোলে বেটাচ্ছেলে হাত পা বেঁধে ফেলে রেখেছে—আজ দুদিন ধোরে খেতে পর্য্যন্ত দেয় নি!

লুলি। আরও কদিন যায় দেখ্।

কালা। তার চেয়ে একেবারে মেরে ফ্যাল্না কেনে?

লুলি। তাই তো চাই। তা মরিস্ কৈ—তোর যে কৈমাছের প্রাণ! তবু দাঁড়িয়ে আছিস্—যা না!

কালা। তেবু যায়—ওরে বেটা যাস্নি—যাস্নি—আমি বাড়ীর কর্ত্তা—আমার কথা শুন্বিনি? (ভৃত্যের প্রস্থান) গেলি! যাঃ শালা পাজি! ওরে দেরে—আমার হাতের পায়ের দড়ি খুলে দে · আর এক পাত্তর জল দিয়ে বাঁচা!

লুলি—খপরদার! কেউ দিস্নি! ও রোগী মানুষ! ওর কথা শুনে কাজ কোল্লে ও এখনি মারা যাবে!

কালা!—আরে মোলো! এ বেটা বেটীরা যে আমায় সত্যিই পাগল কোরে তুল্লে।

(বৈদ্যের প্রবেশ)

কালা। -এইরে যমদূত বেটা এয়েছে। দেখি, বেটাকে

একটু বুঝিয়ে বোলে দেখি। হ্যাঁহে বদ্দি মশাই! তোমার নাড়ী জ্ঞানতো খুব টনটনে, আস্ত মানুষকে পাগল বানিয়েছো। এখন বাড়ীতে যে ডাকাত পোড়েছে তার কিছু খপর রাখ?

বৈদ্য।—কই না!

কালা।—অম্লেলান বদনে বোল্লে কই না। আর আমি যে স্বকর্ণে তাদের হুঙ্কার শুনুনু—এই ঘরের ভেতর দিয়ে গ্যালো—হয় এদিকে, নয় ওদিকে, নয় ঐদিকে; আর নয় ওই ওদিকে, এক দিকে না এক দিকে তারা গেছেই। হয়তো এতক্ষণ বাক্স পেঁড়া ভেঙ্গে নয়নেত্য কোরে ফেল্লে।

বৈদ্য।—এইটে বুঝি নতুস উপসর্গ!

লুলি।—হ্যাঁ।

বৈদ্য।—বটে! আচ্ছা ওরে এক কাজ কর্ দেখি। একতাল খুব তেজালো সর্ষে বাট্ দেখি—তাতে গোটাকতক খুব ঝাঁঝালো কাঁচা সূর্য্যমুখী লঙ্কাও বেটে দিস্। মাথায়পটি বসাতে হবে।

(ভৃত্যের প্রস্থান)

কালা। ওরে বেটা বদ্দি বলিস্ কি? এই মাথা কামিয়ে দিয়ে দু তিনশো ঘড়া পচা পুকুরের জল ঢেলেও তোর সাধ মেটেনি, আবার পটি বসাবি? কই বসা দিকি কেমন কোরে বসাবি! যে বেটা বেটী আমার কাছে আস্‌বে, তাকে কামড়ে ছিঁড়ে ফেল্‌বো।

বৈদ্য। ও কামড়ানোও একটা উপসর্গ!

লুলি। তবে কি হবে?

কালা। হবে তোর মাথা আর তোর গুষ্টির ছেরাদ্দ! পাজী

বেটী, লচ্ছার বেটী আমায় খুন কোরে তবে ছাড়বি? এ শালাও বুঝি তোর সঙ্গে জুটেছে, নইলে এত কেনে?

লুলি। ঘা কতক দোব নাকি?

কালা। না না থাক্ থাক্!

লুলি। তবে যা হয় কিছু কর্। লইলে মাথায় পটি বসাতে দিবেক না।

বৈদ্য। তা কচ্ছি! তোরা এক কাজ কর্ দেখি! গাছ দুই খুব শক্ত রশি এনে ওকে আচ্ছা কোরে খাটের সঙ্গে বেঁধে থো!

(ভৃত্যের প্রস্থান।

কালা। ওরে তোদের পায়ে পড়ি, আমায় আর বাঁধিস্‌নি।

(ভৃত্যের দড়ি লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

লুলি। বাঁধ্ বাঁধ্ দাঁড়িয়ে দেখলে কি হবে?

(সকলের তথাকথিত কার্য্যে নিযুক্ত)

কালা। ওরে বাঁধিস্‌নি বাঁধিস্‌নি, মোরে যাব বাঁধিস্‌নি! ও পাজী বেটারা, ওরে নচ্ছার বেটারা! ওরে হতভাগা বেটারা তবু বাঁধ্‌ছিস্, তবু বাঁধ্‌ছিস্! উহুহু গেলুম যে রে। হাড়গুলো যে মড় মড় কোরে উঠ্‌ছে। উহুহু! (মোহ)।

বৈদ্য। ভিরমি গেলেন! আপনি ঠাকরুণ না দেখতে পারেন—অন্য ঘরে যান্। এ সব আমাদের কর্ত্তব্য।

ত্রিপ। আজ্ঞে বদ্দি মশাই। ঘাড় ফুঁড়ে দেবেন যে বোলেছিলেন!

বৈদ্য। আজ তায় প্রয়োজন নাই, তুমি দেহি আমাগোর দেশী মানুষ—পটিতে না হোলে কাল তাই করা যাবে।

(লঙ্কাবাটা ইত্যাদি লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ)

লুলি। কে দেবে? আপনি না পারেন তো এই অঞ্জনকে দিন্ ও রোগীর সেবা বেশ জানে।

অঞ্জ। কামড়ায় যদি?

লুলি। কামড়াবে কি? চ—মুই ওর মুখে কাপড় গুঁজে দিচ্ছি।

বৈদ্য। তাই কর! এই ঠিক সময় অজ্ঞান হোয়ে আছেন। দাও এই পটি লাগিয়ে। (তথাকরণোদ্যোগ)

কালা। (জ্ঞানান্তে) একি রে? একি রে? তাই কচ্ছিস নাকি? ওরে বেটাবেটী—(লুলিয়া কর্ত্তৃক মুখে কাপড় চাপিয়া ধরণ) (অঞ্জন কর্ত্তৃক পটি বসাইয়া দেওন)।

বৈদ্য। একবার অষুধ ধোরে গেলে হয়। বাস্! তা হোলেই নিশ্চিন্ত।

লুলি। তুই সোরে যা অঞ্জন! মুই মুয়ের কাপড় খুলি।

(তথাকরণ)

কালা। ওরে বাবারে মলুম রে; ব্যাটাবেটীরা কি কোল্লে রে! কুল্‌কাটের আঙ্গরা চাপিয়ে দিলে রে? (ক্রমোচ্চকণ্ঠে) ওরে বাবারে মলুম রে! এই গেল গেল গেল—ওরে মাথার খুলি ফেটে গেল যে—ফেটে গেল রে! ওরে ব্যাটা বদ্দি খুলে দে! ওরে হারামজাদা বেটারা খুলে দে! জল ঢাল্—জল ঢাল্—জল ঢাল্—ওরে তোদের চোদ্দপুরুষের মাথায় পয়জার মারি—তুলে নে। ওরে শালার বেটা শালারা তুলে নে, ওরে তুলে নে—ওরে গেলুম মেরে! ওরে বেটী বেউশ্যের মেয়ে বেউশ্যে, তুলতে বোলে দে।

(অরবিন্দ ও আরতীর প্রবেশ)

অর ও আর। একি ? একি ?

কালা। (রোদন করিতে করিতে) ও সখা মশাই! মোরে রক্ষে কর! আমায় রক্ষে কর! এই বেটা বেটীরা জুটে আমায় খুন কোরে ফেল্লে উ হু হু হু হু! গেলুম রে বাবারে মলুম রে!

অর। কি হোয়েছে ?

লুলি। কি আর হবে ? দেখছেন না পাগল হোয়েছে! পাগল হোয়ে আমাদের খুন কোর্ত্তে এসেছিল।

কালা। ও কথা শুনো না সখা মশাই! ও কথা শুনো না। সেই জন্যে—সেই জন্যে! তোমার পায়ে পড়ি সখা মশাই! আমার মাথার পটিটে তুলে দাও।

অর। কিসের পটি ?

কালা। লঙ্কাবাটার হে লঙ্কাবাটার! উ হু হু! জ্বোলে গেল জ্বোলে গেল!

আরতী। লঙ্কাবাটা কেন ?

বৈদ্য। আজ্ঞে ওটা একটা দাওয়াই!

কালা। দাওয়াই না তোর গুষ্টির পিণ্ডিরে বেটা বদ্দি।

লুলি। ফের্ গালাগাল, দাও তো বদ্দি মশাই ঘাড় ফুঁড়ে দাও তো!

অর। সত্য পাগলের তো লঙ্কাবাটা ঔষধ নয়।

লুলি। বদ্দি মশাই বোলছে, অষুধ নয় বোল্লেই হোলো ?

অর। আর খানিক থাকলে যে মানুষটা মোরে যাবে!

লুলি। মরে মরুক। রোগতো ভাল হবে ও পাগল হোয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরা ভাল।

আরতী। ছিঃ! ও কি কথা?

কালা। বলতো সখী মশাই! বলতো!

লুলি। কি বোলবেরে হতভাগা—কি বোলবে! মোর জিনিস্ মুই যা ইচ্ছে কোর্ব্বো। কারু বলা কয়া মুই শুন্‌তে গেনু আর কি! ভারি দায়।

অর। অবশ্য শুনতে হবে! রাজা ব্যতিত একটা মানুষকে মেরে ফেল্‌বার ক্ষমতা কারো নাই। ওহে বৈদ্য! ও লঙ্কা বাটার পটি এখনি তুলে দাও! তুলে দাও বলছি! (তরবারির মুষ্টি ধারণ)

বৈদ্য। (কাঁপিতে কাঁপিতে) আজ্ঞে এই দিলেম। (বৈদ্য কর্ত্তৃক লঙ্কাবাটা তুলিয়া দেওন)

কালা। তবু জ্বালা—তবু জ্বালা! উঃ!

অর। জ্বালা নিবারণের ঔষধ মাখিয়ে দাও। এখনি দাও!

বৈদ্য। আজ্ঞে এই যে দিচ্ছি! (তথাকরণ)

লুলি। বা-বা-বা-একি? জোর নাকি?

অর। চুপ। ওরে, এখনি ওর বাঁধন খুলেদে!

(ভৃত্যগণ তথা করণে নিযুক্ত)

কালা। বেঁচে থাক বাবা সখামশাই! বেঁচে থাক! আজ্ঞ বাপমায়ের কাজ কোল্লে!

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—•—

সরসার উদ্যান দ্বার।

(মানসীর প্রবেশ)

মানসী। (স্বগতঃ) চক্ষু ওপর দেখায়, মন ভেতর বুঝে নেয়। দুই-ই চাই। চক্ষু না থাকলে তো মনের মতন রতনটী দেখতে পেতেম না ; আবার মন না থাকলেও তো রতনটীর মন পাওয়া দুষ্কর হতো। ভগবান পাঠান একা একা, যার ধন সে খুঁজে নেয়, দুই এক হোয়ে যায়। এই এক না হোতে পাল্লেই যত জ্বালা যত যন্ত্রণা। তাই ভাল মন্দ বিচারের ভার মনের ওপর! যার মন ঠিক পাল্লে, সে বেঁচে গেল, আর যার মন সুধু চোখের দেখাতেই ম'জে গেল, তারই যত খোয়ার। আমার অদৃষ্টে কি আছে কে জানে? একবার মাত্র দেখেই তো ম'জে গেছি!

(অঞ্জনের প্রবেশ)

মানসী। এস, এস!

অঞ্জন! আগ্ বাড়িয়ে যে? ব্যাপার কি?

মানসী। প্রণের টানটা নতুন যে—তাই!

অঞ্জন। চোখের খেলা শেষ হোতে না হোতেই প্রাণের খেলা সুরু হয়েছে নাকি?

মানসী। যাদের হয়, তাদের এই রকমই হয়।

অঞ্জ। হওয়া হওয়ি কই বুঝলেম না তো!

মানসী। বুঝছো খুব, তবে বোলছো না। চাপা মানুষ কি না?

অঞ্জ। চাপা খোলা বুঝলে কি কোরে?

মানসী। স্ত্রীলোক সে বিদ্যায় স্বতঃসিদ্ধ।

অঞ্জ। আমি মনে কোরেছিলেম, হাত গুণে বুঝি।

মানসী। হাত গোনা এখনো ধরিনি, দিন কয়েক আগে যাক্।

অঞ্জ। কেন?

মানসী। আগে একটা বাঁধাবাঁধি না হোলে গুণতে গিয়ে কি শেষ গোড়ায় গলদ কোরে বোসবো?

অঞ্জ। বাঁধাবাঁধি হোলে গুণবে কি?

মানসী। সকালে গুণবো, গুনপুরুষ খাবেন কি? দুপুরে গুণবো, বিকেলে যাবেন কোথা! বিকালে গুণবো, সন্ধ্যার আঁধারে কোথাও চুরি চামারি কোচ্চেন কি না? সন্ধ্যায় গুণবো, কতরাত্রে অধিনীকে দর্শন দিতে আসবেন। আর রাত্রে গুণবো, সকালে সুখে নিদ্রাভঙ্গ হবে কিনা।

অঞ্জ। সবতো শুনলেম ভাল। কিন্তু ঐ সন্ধ্যার অন্ধকারের সন্দেহটা এলো কেন?

মানসী। উটী না থাকলে স্ত্রীর স্ত্রীত্ব বজায় থাকে না।

অঞ্জ। সন্ধ্যায় যারা ঘরে থাকে তাদের কি?

মানসী। স্ত্রীলোক তাদের দেখতে পারে না। লোকে বলে তারা স্ত্রীজাতি পুরুষ! রমণীর অঞ্চলই তাদের সম্বল। গুরুজনের কাছে তাদের স্ত্রীদের লজ্জা হয়, বয়স্যাদের টিট্‌কিরিতে কান পাতবার যো থাকে না।

অঞ্জ। তা হোলে তো পুরুষদের দুদিকেই কাঁটা। পুরুষ কোর্ব্বে কি?

মানসী। কি কোর্ব্বে তা মেয়ে মানুষে বোলে দেবে কেন?

অঞ্জ। তবে পুরুষও গুণতে বোসবে।

মানসী। গুণলেই বোলবো কাপুরুষ! মন কসাকসির সুত্রপাত হবে।

অঞ্জ। তবে তুমিই গুণো—স্ত্রীত্ব বজায় রেখো।

মানসী। কথায়—এই প্রথম হার হোলো।

অঞ্জ। তা হোক্ এ হার পরে দেখে না। কাজে না হারলেই হোলো!

গীত।

অঞ্জন।

আমি কথায় হারি হার্ব্বো, কিন্তু কাজেতে হারবো না।
ভাল কাজ দেখবো; উৎরে যাবো, হারতে পারবো না॥

মানসী।

আমি দেখবো কাজের, খুঁৎ কোথা আছে,
কাজের আগে না পাছে;—
যদি পাই খুঁজে খুঁৎ, একটু বেখুত, ছুঁত তো ছাড়বো না।
তখন হার্ব্বে কাজী, দেখবো বোসে, রা টি কাড়্‌বো না॥

অঞ্জন।

কাজের—আগের পাছের, খুঁৎ ধরা যার রোগ,
ও তার সুধুই কর্ম্ম ভোগ;
তুমি আগে চাইবে, পাছে চাইবে, আমি তা চাইবো না।
সেরে, মাঝ থেকে কাজ, কোর্ব্বো মজা,
কথাটী কইবো না॥

মানসী।

তুমি ভাবছো যেমন, ঘটবে না তেমন,
কাজে হার্ব্বে হে প্রাণধন ;

অঞ্জন।

তুমি, যাই বল আর, যাই কও, ও কথাতে ভুলবো না।
আমি, কাজের মানুষ, ঠিক জেনো,
ঠক-ঠকিতে ঠোকবো না॥

মানসী। এই যে কুমারী এই দিকেই আস্‌ছেন। তবে এই খান্ থেকেই বিদায় নিয়ে যাই চল।

অঞ্জ। তাই চল। আমার তো আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব কোর্ত্তে ইচ্ছে হচ্ছে না।

(সরসার প্রবেশ)

মানসী। কুমারী ঠাকৃরুণ! এ রাজ্যে সুসংবাদ দাতার ভাগ্যে কি ফল ফোলে থাকে ?

সরসা। কেন ? একথা কেন ?

মানসী। তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি!

সরসা। কেন ? কিছু আছে নাকি ?

মানসী। কি পাওয়া যায় শুনলে বোলতে পারি।

সরসা। কি হোয়েছে বল মানসী! তাঁর কোন সংবাদ পেয়েছো ?

মানসী। কি দেবেন বলুন—বলছি!

সরসা। যা চাইবে তাই দেবো। আমার সর্ব্বস্ব দিয়েও যদি

তাঁর সুসংবাদ পাই—এখনি তা দেবো। আমি পিতার একমাত্র দুহিতা, আমার সুখশান্তির জন্য তিনি—তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দিতে পারেন।

মানসী। না সরসা ঠাকরুণ। আমি অত কিছু চাই না। আমার প্রতি দয়া রাখবেন – তা হোলেই আমার যথেষ্ট হবে।

সরসা। তা রাখবো --কি হোয়েছে এখন বল ?

মানসী। তিনি ফিরে এসেছেন।

সরসা। ফিরে এসেছেন ? ফিরে এসেছেন ? কোথায় মানসী ? কোথায় তিনি ? আমার সর্ব্বস্বধন কোথায় আছেন বল ?

মানসী। সুধু ফিরে আসা নয়—সুস্থ শরীরে সেই যে পল্লিতে তিনি আরোগ্যলাভ কোরেছিলেন, সেই পল্লীতে এসে পেঁাছে-ছেন। সেই পল্লীর একটী লোকের সঙ্গে আমার এইমাত্র সাক্ষাৎ হোয়েছিল।

সরসা। তবে চল মানসী ! আমায় সঙ্গে কোরে নিয়ে চল। আমি গিয়ে তাঁকে এখানে আনি। ভগবান্ ! ধন্য তুমি ! ধন্য তোমার দয়া !

মানসী। আপনাকে যেতে হবে না ! আমি এখনি এই তাঁর প্রিয় অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে নিয়ে আসিগে ! আপনার হঠাৎ তথায় যাওয়াটা ভাল দেখায় না !

সরসা। তবে তাই যাও ! যত শীঘ্র পার নিয়ে এস। আমি আশা পথ চেয়ে রইলেম।

[মানসী ও অঞ্জনের প্রস্থান।

(সজনীগণের প্রবেশ)

গীত।

আহা—প্রাণদিয়ে ঠিক প্রেম করে যারা,
তারা হয় নাকো সারা।
তাদের—বিচ্ছেদে প্রেম দ্বিগুণ বাড়ে,
মিলন হয় ক্ষারা ॥
চাঁদ কুমুদে কেঁদে কাটায় দিন,
রবির লেগে, নিশায় জেগে, কমল হয় মলিন ;
ফিরে—সময় পেলে, আবার মেলে,
প্রাণ খুলে তারা।
যারা—সরল প্রাণের প্রেমিক,—তাদের,
প্রেমের এই ধারা ॥

তৃতীয় অঙ্ক।



প্রথম গর্ভাঙ্ক।



অরবিন্দের কক্ষ।

(অরবিন্দ ও আরতী উপস্থিত।)

আরতী। তোমার কি মনে হয় ?

অর। আমার মনে হয়—মানসী মেয়েটী অবিশ্বাসী নয়।

আরতী। তা হোলে, সখা যে সেথায় এসেছে তা ঠিক্ ?

অর। ঠিক না বোলে বোলবো কি ?

আরতী। সে যে তাকে আন্‌তে গেছে, আর তিনি যে এখানে আস্‌বেন —একথাটাও তা হোলে ঠিক্ ?

অর। ঠিক্ বৈ কি ? নইলে অঞ্জনকে নিয়ে যাবে কেন ?

আরতী। তা যদি হয়, তা হোলে এ বাঁদরটাকে নাচিয়ে কি হবে ?

অর। নাচানো চাই! নগরবাসীদের বোঝানো চাই, যে, এমন অকাল কুষ্মাণ্ড আমাদের সেই বুদ্ধিমান বিদ্বান দিব্যকান্ত হোতে পারে না।

আরতী। তিনি এলেই তো সব মিটে যাবে।

অর। যদি না যায় ? লোকে যদি তাঁকেই জুয়াচোর বোলে জ্ঞান করে ? এ হতভাগাটা তো কারুর সঙ্গে দেখাও করেনি,

নিজে যে কি দরের লোক তা ও জানায় নি। লোকে মনে কোর্ত্তে পারে, যে, এইই দিব্যকান্ত ; আর তিনি শিকারী কালাশোক।

আরতী। বেশ, তা যেন বুঝলেম ! কিন্তু বাঁদরটাকে নিয়ে তুমি যা কোর্ত্তে বোসেছো তাতে তোমারও তো দায় দফা আছে ?

অর। আসল দিব্যকান্তকে পেলে, নগরবাসী আর রাজ-অমাত্যগণ এটাকে একটা বিশেষ রহস্য বোলে কৌতুক কোর্ব্বে ; আমারও দায়িত্ব ঐখানে লোপ পাবে।

আরতী। তা হোলেই তো বাঁচি ! যা হোক কার্য্যটা আজই আরম্ভ হবে নাকি ?

অর। আজ না হয় কাল তো বটেই। অনেক সাজ সজ্জার দরকার, অনেক ব্যয় ভূষণের প্রয়োজন।

আরতী। তাতো বটেই। এখন শেষ রক্ষা হোলে বাঁচি।

অর। আচ্ছা—ধরো যদি মানসী মেয়েটার মিছে কথাই হয়, যদি দিব্যকান্তকে না পাওয়া যায়, তা হোলেই বা কি ? এ সব যে আমিই করেছি, তার প্রমাণ কি ?

আরতী। প্রমাণ—ঐ কালাশোকের কথা।

অর। কাশ্মীরের নাগরিকরা এখনও এমন নির্ব্বোধ হয়নি, যে, ওই নীচ লোকটা নীচের ভাষায় কথা কইবে, সেই কথা, সত্য বোলে মনে কোর্ব্বে ?

আরতী। জিজ্ঞাসার তলে পোড়লে, তোমায় তো কিছু না কিছু মিথ্যা কথা কইতে হবে ?

অর। তা হবে।

আরতী। তবেই তো !

অর। তবেই তো কি ? নিজের জন্যে তো মিথ্যার সহায়তা

নিতে হবে না? প্রথমতঃ—নিজেতো হবেই না। যদিই হয় তা হোলে মনকে বোঝাবার জন্য পুরাণ আছে, পুরাণের মধ্যে মহাভারত আছে—মহাভারতে "অশ্বথামা হত ইতি গজ" আছে।

আরতী। সে কথায় তো মনকে বোঝান যায় না—মনকে চোখ ঠারা হয়!

অর। কি রকম?

আরতী। আমি স্ত্রীলোক,পুরুষকে তা কি কোরে বোঝাব। পরম পুরুষ বোঝাতে গিয়েই আমৃতা আমৃতা কোরেছিলেন অথচ ধর্ম্মপুত্রের নরক দর্শনটা বাদ যায়নি।

অর। তা দেখতে হয় দেখবো,তবু পাপের প্রশ্রয় দেবো না।

আরতী। আমার কথায় কি রাগ কোল্লে?

অর। না ঠিক রাগ করিনি! তবে, একটু ক্ষুব্ধ যে না হোয়েছি—তা নয়।

আরতী। ক্ষুব্ধ হোয়ো না, রাগও কোরো না। আমরা স্ত্রীলোক, সহজেই নির্ব্বোধ।

অর। ও কথা যে ঠিক—তা আমি স্বীকার করি না। তবে তোমরা যে সময়ে সময়ে আবদারের ছলে, একটু বেশী এগিয়ে পড়, তা এক রকম স্বতঃসিদ্ধ! সেটা তোমাদের নির্ব্বুদ্ধিতা নয়, বরঞ্চ অধিক বুদ্ধি পরিচালনার পরিচায়ক।

আরতী। তাই যদি হয়—হোক! আমাদের শত দোষ মার্জ্জনীয়!

(ত্রিপণ্ডের প্রবেশ)

অর। ত্রিপণ্ড যে?

ত্রিপ। আজ্ঞা হ্যাঁ।

অর। হঠাৎ তোর আবির্ভাব হলো যে ?

ত্রিপ। এখন যাই কোথা ঠাকুর ?

অর। কেন? কি হোয়েছে ?

ত্রিপ। আর কি হোয়েছে ? আমার মারিচের দশা হোয়েছে আর কি ? এখন রাবণে মাল্লেও মার্ব্বে - রামে মাল্লেও মার্ব্বে।

অর। ও সমস্যা রাখ্—এখন কি হোয়েছে তাই বল্।

ত্রিপ। কি আর বোলবো ঠাকুর! সেই অঞ্জনে ছোঁড়াই যত নষ্টের মূল! গিন্নীর ঠ্যালায় কর্ত্তা বলে—ত্রিপও সব জানে। গিন্নী বলে—"বল্ বেটা সে কোথায় গেল ?

অর। "জানি না" বোল্লেই তো তোর দায় দফা চোকে!

ত্রিপ। তা শোনে কৈ ? ওটা হোলো তার ভেড়ো—আর সেটা হোলো পর ঘাঁটা। ওটা মনে মনে হাসে—আর মার খেয়ে মরে, সেটা মারে আর অঞ্জনের জন্যে কাঁদে! আমি মাঝে থেকে বিনিদোষে মারা যাই!

অর। ওদের তা হোলে চোলছে ভাল ?

ত্রিপ। কেমন ভালো? গাওনা এখন জম্‌জমাট!

অর। কি রকম ?

ত্রিপ। এর মুখ থেকে রাগিনী নিয়ে ও ভাঁজছে, ওর মুখ থেকে রাগিনী নিয়ে এ ভাঁজছে! এমন হুলোর হাউ হাউ আর মেনীর মিউ মিউ কেউ শোনেনি—শুনবে না। থাবাটা থুবোটা আর আঁচড়টা কামড়টা তো চোলেছেই ?

অর। তা চোলেছে চোলেছেই তাতে তোর কি হোয়েছে ?

ত্রিপ। আঃ ঠাকুর! আমায় ছাড়ছে কৈ ? এও তাল

রাখছে আমার উপর, ও-ও তাল রাখছে আমার উপর! আমি বেটা যেন কর্ম্ম বাড়ীর ময়দার তাল,যে পাচ্ছে সেই ঠাসন্ দিচ্ছে।

অর। শেষ মীমাংসা কিছু হোয়েছে?

ত্রিপ। তাদের মীমাংসা তারা কোচ্ছে, আমি এক কথা কোয়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছি।

অর। কি কথা?

ত্রিপ। আমি বোলেছি সেই যে বুনো ছুঁড়ি এসেছিল, অঞ্জুনের খপর সেই জানে। সে এখন সরসা ঠাকুরুণের বাগান বাড়ীতে আছে।

অর। তাতে কি বোল্লে?

ত্রিপ। বলা আর শোনে কে? বোলেই মেরেছি ছুট্!

(নেপথ্যে) কালাশোক। আমি এসেছি সখা! যেতে পারি কি?

ত্রিপ। ঐ এসেছে! ভাগ্‌বো নাকি?

অর। না থাক্। এসো নাহে! এখানে আসবে—তার আর বলা কওয়া কি?

(কালাশোকের প্রবেশ)

কালা। তুই এখানে যে?

ত্রিপ। না এসে যাই কোথা? ঠ্যালাটী কেমন?

কালা। হাঁ হাঁ! আচ্ছা আচ্ছা! বাস্ কর্, সে কথায় কাজ নেই!

অর। কথাটা কি হে সখা?

কালা। না, এমন কিছু নয়! ওটা একটা ঘরোয়া কথা। তা যাক্, ও কথা যাক্! এখন এদিক্কার কি?

অর। এ দিকের সমস্ত স্থির এখন কেবল তোমার সম্মতি সাপেক্ষ।

কালা। আমায় কি কোর্ত্তে হবে বল; ও সাপেক্ষ মাপেক্ষ বুঝি না।

অর। ইতিপূর্ব্বে তুমি অধ্যক্ষ পদে নির্ব্বাচিত হোতে চাও কি না—জানবার জন্য সূর্য্য দেউলের সদস্যগণ তোমাকে যে পত্র লিখেছিলেন তা মনে আছে?

কালা। শুধু মনে আছে কি হে সখা! সেখানা আমি ইষ্টি কবজ কোরে রেখেছি, এই যে সেখানা।

অর। বেস। তাতে তুমি সম্মত হোয়ে তাদের যে পত্র লিখেছিলে তা মনে আছে তো?

কালা। খুব আছে! দশজন ভদ্দর নোকের সঙ্গে মিলমিস্ হবে যাতে, তা মনে থাকৃবে না।

অর। ভাল! এখন সেই পত্রের উত্তর এসেছে। তাঁরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে তোমাকে অধ্যক্ষের পদে নির্ব্বাচিত কোরেছেন।

কালা। কোরেছেন? কোরেছেন? তবে আমি অধ্যক্ষি হোয়েছি?

অর। হ্যাঁ হোয়েছ! এখন গিয়ে বোস্‌লেই হোলো। কিন্তু পদটা খুব উচ্চ দরের তাতো জানো? পূর্ব্বে যাঁরা সে পদে বসেছেন, তাঁদের মত—এমনকি তাঁদের অপেক্ষাও অধিক আড়ম্বরে সেথায় যাওয়া চাই। রাজা রাজ্‌ড়ার মত লোকজন দ্রব্য সম্ভার সঙ্গে নিয়ে, দান ধ্যান কোর্ত্তে কোর্ত্তে গেলে,তবে মানাবে।

কালা। তা যাবো। সিন্দুকে অনেক ট্যাকা আছে, যত খরচ লাগে দেবো।

অর। কত টাকা আছে ?

কালা। তা কি ছাই গণেছি ?

অর। তোমার টাকা ? তুমি জান না ?

কালা। জানা উচিত বটে! কিন্তু—কিন্তু—

অর। তা যাই হোক্। এখন যা যা কোর্ত্তে হবে, তার একটা বন্দোবস্ত করা চাইতো ?

কালা। যে রকম কোল্লে ঠিক আধ্যিক্ষ্যি মানায়—তুমি তার সব ঠিক ঠাক্ কর। আমার ট্যাকা—তোমার বুদ্ধি—কেমন ?

অর। আচ্ছা তাই হবে!

কালা। তবে এখন সেই পাকা পত্তোর খানা আমায় দাও। সেই খানাইতো আমার নিশেনা পত্তোর হবে।

অর। এই যে সেইখানা নাও। (প্রদান)

কালা। বাহোবা! বাহোবা! বেশ দেখ্‌তে! ছাপ্‌ মোহর রোয়েছে। আমি এখন তবে সুয্যি দেউলের সব্বময়ী কত্তা! যা হুকুম কোর্ব্বো, তাই হবে। বেঁচে থাক সখা—বেঁচে থাক। সখীকে নিয়ে খুব সুখ কর—খুব সুখ কর।

অর। তাতো হবে! এখন আর বিলম্ব কোল্লে চোলবে না! যত শীঘ্র পার, আয়োজন করোগে।

কালা। তাতো কোর্ব্বো! আয় বেটা তিরপণ্ড আয়! আমার অণ্ড্রনেকে কাজ নেই—তুই আয়! তোকে দিয়েই আমি সব কাজ চালাবো।

ত্রিপ। চলুন—কিন্তু ধাক্কাটাক্কা খেতে পার্ব্বো না। সে কাজে আপনি থাকেন থাকবেন—আমি নেই

কালা। ভয় নেই—ভয় নেই—সে সব আর ভয় নেই! আয়!

[ত্রিপণ্ড ও কালাশোকের প্রস্থান।

আরতী। আচ্ছা সূর্য্যদেউলের এ সব চিঠিপত্র, সই-মোহর সংগ্রহ হলো কি কোরে?

অর। দেউলের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ আমার বিশেষ বন্ধু—তাঁর সঙ্গে পরামর্শ কোরে এসব সংগ্রহ হোয়েছে।

আর। বটে? তা বেস্! এখন শেষ রক্ষাই রক্ষা!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

—০—

সরসার উদ্যানদ্বার।

(সরসা উপস্থিত)

গীত।

আশা নিরাশার মাঝে পোড়ে মন, সু-বা-কু-ভাবিতে
পারে না।
এ এলে সে আসে, বিপরীত ভাষে, কারো কথা মনে
ধরে না॥
আশা বলে ভাল যা চাহিছ তাই,
নিরাশা অমনি বলে নাই নাই;

কেবা বলে ঠিক, কেবা সে বেঠিক, বুঝিবারে মন সরে না।
সন্দেহ দোলায়, দুলে যায় মন, হাঁ-কি-না-কিছুই করে না॥

সরসা। (স্বগতঃ) কে জানে কি হচ্ছে? এত বিলম্ব কেন? মনে করি সন্দেহকে মনে স্থান দেব না। কিন্তু মন তো মানা শুনে না, আমি না বোল্লে কি হবে? আমি কে? মন ছাড়া আমি কি? কিছুই না! সন্দেহ বলে মানসী কি ঠিক্? মানসীর কথা কি সত্য? উঁহুঁ কই না! তিনি যদি সুস্থ শরীরে রোগ মুক্ত হোয়ে এসে থাকেন—তবে একেবারে এখানে কেন এলেন না? তাঁকে আলিঙ্গন কর্ব্বার জন্য এখানে যে তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই ব্যগ্র হোয়ে আছে। এ কথা তো তিনি জানেন? তবে কেন এলেন না? এই জন্যই তো সন্দেহ হয়! তারপর আবার আমার সেই ভয়ানক স্বপ্ন—

(গান করিতে করিতে সজনীগণের প্রবেশ।)

গীত।

ফুলের বাণ মেরে প্রাণ পুড়িয়ে মারে—
(পোড়া) ঠাকুরটী সবার।
জানে পোড়োনে ছাই হ'লেও ফিরে প্রাণ
পাবে আবার॥
যেমন কাট্‌ পোড়া কয়লার,
পুড়ে—ময়লা যায় আবার;
খাঁটি হয় সুবর্ণ, চাঁপার বর্ণ (প্রভায়)
প্রভাকরের হয় হার॥

১ম স। ও কি ঠাক্‌রুণ? মুখখানা আবার অন্ধকার হোলো যে? ঠাকুরটী আসছেন, এখন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবেন; তা না এ আবার কি?

সরসা। ভয়ে ভাবনায় তপতি!—ভয়ে ভাবনায় এমন হোয়েছি।

১ম-স। তিনি আসছেন—ভয় ভাবনা আবার কিসের?

(লুলিয়ার প্রবেশ।)

লুলি। এই যে এরা সব এখানে রোয়েছে? এই তোরা তো সব এই বাড়ীর চাক্‌রাণী?

১ম-স। আমোলো! এ মাগী কেরে?

লুলি। মুই মাগী? মোরে চিনিস্ না বুঝি? মুই যে দিব্যি-কান্তির ইস্তিরি! তোদের মত অমন দশ বিশটে চাক্‌রাণী মোর ঘরে তা জানিস্?

১ম-স। আমর্! এ মাগী যে দেখছি গায়ে পোড়ে ঝগড়া কোর্ত্তে এসেছে!

লুলি। ঝগড়া কোত্তে আসিনি। তোদের একজন মোর সব্বনাশ কোরেছে, তাই তার তল্লাসি কোত্তে এইছি।

১ম-স। আমরা কারু সর্ব্বনাশ করি না?

লুলি। সব্বনাশ করিস না তো কি? মোর একজন ভাল-বাসার লোককে ভুলিয়ে এনেছিস্ জানিস না? হয় তাকে ফিরিয়ে দে—নইলে সালিস বসাবো—মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে সব চুর্‌ণী বেটীকে সহরের বার কোরে দেওয়াব।

১ম-স। আমর্! হতভাগী বেটী! কাকে কি বলে তার ঠিক

রাখে না! মর্! মর্! এখানে কে রোয়েছেন, তা জ্ঞান নেই! ছোট লোকের ঘরের মেয়ে কি না? তার আর কত ভাল হবে?

লুলি। আরে থাম্—যে রোয়েছে সে আপন ঘরে রোয়েছে। মোর কি? আর এমনই বা কি বড় নোক রে? যে নিজের ঘরে চোর পোষে—তাকেও তো নোকে চোর বলে।

১ম-স। তবে রে মাগী পাড়াকুঁদুলী! যত বড় মুখ তত বড় কথা? এখনি মুখ থেঁতো কোরে দোব জানিস্?

লুলি। তা করিস্ করিস্—আগে মোর অঞ্জুনেরে বার কোরে দে, তারপর কে কার মুখ থেঁতো করে, তা দেখা যাবে।

১ম-স। কে তোর অঞ্জনের খপর রাখে?

লুলি। তোরা রাখিস্—দে বার কোরে দে! নইলে—

১ম-স। নইলে কি কোর্ব্বি?

লুলি। গালাগালি দে ভূত ছাড়িয়ে দোব। তাতে না হয় আঁচুড়ে কামুড়ে তোদের রক্তপাত কোরে ফেলবো। তাতেও না হয়, লোকজন ডেকে এনে বাড়ী ঘেরাও কোর্ব্ব।

১ম-স। তাই কোরগে যা।

লুলি। আগে কোর্ব্ব? আগে গালাগাল খা।

১ম-স। গালাগাল দিলে ঝেঁটিয়ে জঞ্জাল সাফ কোর্ব্ব।

লুলি। তাই একবার কর্না দেখি। দেখি না কোন্ বেটীর বুকের বল্ কত?

১ম-স। তবু তুই এখান থেকে যাবি না?

লুলি। যাবো কি লো! মোর জিনিষ না নিয়ে অম্নি যাবো?

১ম-স। তোর জিনিস হেথায় নেই—ভালয় ভালয় এখনও বোলছি চোলে যা—নইলে ঝ্যাঁটা খেয়ে গতর চূর্ণ হোয়ে যাবে।

লুলি। চাকরাণী কি না? তাই তোদের এত বড় আস্পদ্ধা! তা যাই বল আর যাই ক'—মুই সহজে যাচ্ছি না।

১ম-স। বটে? তবে মজাটা দেখ। চলুনতো ঠাকৃরুণ আপনাকে রেখে আসি!

[সরসাকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

লুলি। ওরে চোখ্‌খাগী চুলোমুখীরা! পালালি কেন? মোর জিনিষ মোরে দিয়ে যা—ভাল জিনিস পেয়ে যে,ক'বেটী চুরূনীতে ভাগাভাগি কোরে খাবি, তা হবে না। মুই নিয়ে তবে যাবো। ওরে ও বেটী ডাকসাইটে ছেনাল মাগীর দল! দে—বার কোরে দে! নইলে এই মুই তোদের পাছে পাছে চন্নু! (অগ্রসর)।

(ঝাঁটা হস্তে সজনীগণের পুনঃ প্রবেশ)

গীত।

সজনীগণ।

ঝ্যাঁটামার্ ঝ্যাঁটামার্ ঝ্যাঁটামার মার।
ঝ্যাঁটামেরে কোরে দিই ফটকের পার॥

লুলিয়া।

কে মারবি কই আয়নালো,
মার না খেলে যে যায়নালো;

সজনী।

মার্ মার্ মার্ মার্ মার্ মার্ মার্।
ঝ্যাঁটা পেটা না হোলে হবে না বার॥

লুলিয়া।

মুয়ের মার ওই মুয়েই রাখ,
ঝাঁ্যাটা মারা তোদের মুয়েই থাক্;

সজনীগণ।

কেন আর, তবে আর, দেরি আর কার।
ঝাঁ্যাটামেরে আয় করি ফটকের বার॥

[ঝাঁ্যাটামার ঝাঁ্যাটামার ইত্যাদি বলিতে বলিতে ঝাঁ্যাটা প্রহার ও লুলিয়ার চিৎকার করিতে করিতে পলায়ন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

সূর্য্যদেউল তোরণ।

(তোরণরক্ষী ও তদনুচর)

তো-র। ওদিকে ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকৃছে কেনরে?

অনু। কৈ ধোঁয়া? ও যে ধুলো।

তো-র। ধুলো যদি, তবে আকাশ ছেয়ে এদিকে ছুটে আসছে কেন?

অনু। (উপরে উঠিয়া দেখিতে দেখিতে) ও মশাই ওকি ব্যাপার? হাতি ঘোড়া উট দলে দলে। আশাশোঁটা নিশেন কাতারে কাতারে! ঐ শুনুন শিঙ্গে কাঁসর ঘণ্টা আর ঢাক ঢোলের

বাদ্যি। ভোঁ ভোঁ ঝন্ ঝন্ গুম্ গুম্ ঢন্ ঢন্ ক্রমে এগিয়ে আসছে।

তো-র। তাইতো? ব্যাওরা খানা কি?

অনু। ব্যাওরা খানা ওই যা তাই। ওৎরাই থেকে চড়াইয়ে উঠলেই দেখা যাবে—কি?

তো-র। যাইহোক ঘটা কোরে কিছু একটা আসছে। ঐ যে রে দেখ দিকি ওটা কি?

অনু। হাতি ঘোড়া উট আর আশাশেঁটার নিশেনের সার। তারমাঝে তাঞ্জামে চড়া একটা মানুষ। পিছনে বাজনা বাদ্যির-রোল, তার পরে কেবল ধূলো, কেবল ধূলো।

তোরণ-র। এসে পোড়ল যে দেখছি। এগিয়ে যা। ও যেই হোক, বোলগে যা, এ দেউলের দরজার একশো হাত দূর থেকে পায়ে হেঁটে আসা নিয়ম। তা রাজাই হোন্ আর মহারাজাই হোন্।

[অনুচরের প্রস্থান্।

তোরণ-রক্ষী। (স্বগতঃ) মানুষটা কে? এত জাঁক্ জমক কোরে যে আসছে তাতো আগে থেকে খপর দেয়নি? খপর না দিয়ে এমন কোরে তো কৈ কেউ কখন এ সূর্য্য দেউলে আসে না? এই সাড়ে বারগণ্ডা বছরের ভেতর তো এ রকমটা আমার চোখে ঠেকেনি? যাই হোক এলেই বোঝা যাবে। তীর্থযাত্রী হোলে, যাহোক কিছু লভ্য তো হবে? তা হোলেই হোলো, আমার তা হোলেই হোলো।

(অনুচরসহ উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিহিত কালাশোকের প্রবেশ)

কালা। দ্বারপাল তুমি?

তো-র। আজ্ঞে হাঁ।

কালা। তোমার তো ভারি তেজ দেখছি? আমায় হেঁটে আসতে হুকুম পাঠানো?

তো-র। আজ্ঞে মহাশয়! আপনি কে?

কালা। আমি কে? আমি কে তা পরে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এখন কথা হোচ্ছে সদস্যিরা সব কোথা? মন্দিরের চাকর বাক-রেরা আমাকে আহ্বান করবার জন্যে হাজির লেই কেনে? দেব দাসীরা গান কোর্ত্তে কোর্ত্তে ফুল ছড়াতে ছড়াতে আসেনি কি জন্যে?

তো-র। এতটা আবদার হোচ্ছে কেন মশাই? আপনি কে তাই আগে বলুন না। তাঁরা সব এসে আপনাকে নিয়ে যাওয়া পরের কথা, আপনি কে না বোল্লে, এ দরজায় ঢুকতেই পাবেন না, তা জানেন?

কালা। কি? এত বড় কথা? সামান্যি একটা চাকরের চাকর, তস্য চাকর, তার এত আস্পদ্দা? সব ঠিক কোরে দোব সব দুরস্ত কোরে দোব। এত বড় দেউড়ি, সাজানো চুলোয় যাক্ একটা নিশেন পর্য্যন্ত লেই। যার গাফলতি বুঝবো, তাকে দূর কোরে দোবই, তা ছাড়া যাতে এই দেউলের তিরসিমানায় না আসতে পারে, তার আইন জারি কোরে দোব।

তো-র। আইন জারি কোচ্চেন যে মশাই! আপনি মানুষটা কে তাই বলুন না! নইলে যে চাকরের চাকর তস্য চাকরের চাকর বাকরেরা, গলায় হাত দিয়ে এখান থেকে বার কোরে দিয়ে আসবে।

কালা। তবেরে ছোটনোক! তোর খোঁতা মুখ ভোঁতা

না কোল্লে দেখছি চোলছে না?' কে আছিস! কাগজখানা দেতো।

(ত্রিপণ্ড কর্ত্তৃক কাগজ অর্পণ)

এই শিলমোহর চিনিস? এই লেখন্ বুঝিস্? আমি যে তোদের অধ্যক্ষি হোয়ে এসেছি তা এখন বুঝতে পাচ্চিস তো? এই তোদের মিত্যুবান! এক এক বেটাকে ধোর্ব্বো আর গর্দ্দানা দিয়ে বিদেয় কোর্ব্বো। আমায় অপমান যানে না?

তো-র। (স্বগতঃ) তাইতো? একি হোলো? এ সিল-মোহরতো দেউলেরই বটে? এ লেখনও তো অধ্যক্ষপদের নিয়োগ পত্তর। কি রকমটা হোল?

কালা। কিরে চাকর! কি? এখন ঘাড় হেঁট কোরে নিয়ে-যাবি, না, কি?

তো-র। আজ্ঞে না তা পারি না। আপনি এইখানে অপেক্ষা করুন। সদস্য মহাশয়দের না বোলে আমি হঠাৎ কোন কার্য্য কোরতে পারি না।

কালা। আরে মর! তোর সদস্যি মশাইরা যে এখন আমার চাকর; তাদের আবার মত লিবি কি?

তো-র। তা নিতেই হবে। ওরে দেখিস—আমি যতক্ষণ না আসি, ততক্ষণ এঁদের কেউ যেন তোরণের মধ্যে পদার্পণ কোর্ত্তে না পারে।

কালা। যদি জোর কোরে ঢুকি?

তো-র। তাহোলে শ্রীচরণযুগল এইখানে রেখে কোমরে হেঁটে ফিরে যেতে হবে।

[প্রস্থান।

ত্রিপ। প্রভু! একি! গলাধাক্কায় সুরু। শেষ নাগোরা খেতে হবে না কি?

কালা। ইস্! তা আর হোতে হয় না। কাগজখানা দেখে দেখলি না? বেটার একেবারে রা হোরে গেল!

ত্রিপ। তা যাই হোক আমার কিন্তু বড় ভাল ঠেক্‌ছে না।

কালা। কেনে বল দিকি?

ত্রিপ। বলে যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়া পোড়্‌শির ঘুম নেই। এযে দেখছি তাই হোয়েছে। যারা নেমন্তন্ন কোরে আন্‌লে, তাদের কারো দেখা নেই, অথচ আপনাকে এখন, গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল, হবার জন্যে জেদ্ কোচ্ছেন।

কালা। একবার দেখা পেলে হয়, তাদের ঢিট্ কোরে দোবো।

ত্রিপ। তাদের ঢিট্ করা ঢের দূরের কথা, এক চাকরের মুখ তাড়াতেই অস্থির কোরে দিয়েছে!

কালা। সে বেটার মুণ্ডচ্ছেদ কোরে ফেলবো।

ত্রিপ। তা আর কোর্ত্তে হয় না। দরজায় ঢুকতে গেলে আপনারই ঠ্যাংচ্ছেদ হোয়ে যাবে।

কালা। কৈ হোক দিকি?

ত্রিপ। আপনি ভেতরে ঢুকুন দেখি!

(তোরণরক্ষীসহ অধ্যক্ষ ও সদস্যগণের প্রবেশ)

কালা। কিরে চাকর? প্যাট প্যাট কোরে চেয়ে দেখছিস কি? আমি যে কে তা এখন বুঝতে পেরেছিস তে?

তো-র। আজ্ঞে না,আগে এঁরা আপনাকে বুঝে নিন, তার-পর দেখা যাবে, কে কারে বোঝে?

কালা। আচ্ছা তাই হোচ্চে। হ্যাঁ হে বাবু সদস্যির দল! তোমাদের আক্কেলটা কি বল দেখি?

অধ্যক্ষ। কেন মহাশয়?

কালা। আবার কেন মশাই? নজ্জা করে না? আমায় কি একটা হেঁজি পেঁজি নোক ঠাউরেছ্য নাকি?

অধ্য। কেন কি হোয়েছে?

কালা। আবার বলে কি হোয়েছে? যেন কিছু জানে না! হ্যাঁ দেখ ওসব বাকচাতুরি রাখো! কাজে যে গাফিলি হোয়েছে বাপের সুপুত্তুর হোয়ে তা স্বীকের কর, আমি দয়া কোরে মাপ কচ্চি।

অধ্য। কে আপনি? কি আবল তাবল বোকছেন?

কালা। কে আমি? হাহাহা! ওরে তিরপণ্ডো শোন্ শোন্ এরাও বলে কে আপনি? কিছু বোলছি না বোলে হতভাগারা একটা তামাসা পেয়ে গেছে দেখছি। ওরে বাপু! আমি যে তোদের অধ্যক্ষী হোয়ে এয়েছি সেটা বুঝি খেয়াল নেই? সব নেশা করিছিস নাকি?

অধ্য। কি রকম অধ্যক্ষ?

কালা। কি রকম অধ্যক্ষী? যাঁর গুঁতোর ঠেলায় সব সোর্‌শে ফুল দেখবি, সেই রকম অধ্যক্ষী? মর্ বেটারা নিজে নিজে নিব্বাচান না কি ছাই কোরে, এখন যেন বোকা সাজ্‌ছে?

অধ্য। ব্যাপারটা কি খুলেই বলনা?

কালা। ব্যাপারটা কি এই দ্যাখ্।

(কাগজ অর্পণ)

অধ্য। [কাগজ পাঠ ও অন্যান্য সদস্যের সহিত পরামর্শ ও হাস্য পরিহাস ইত্যবসারে কালাশোকের আত্ম-গরিমাসূচক অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি।]

এ কাগজটা কোথায় পেলে ?

কালা। তোরাই তো পাঠিয়েছিস ! আবার বলে কোথায় পেলে ?

অধ্য। এ সিলমোহর দেউলের নয়, এ স্বাক্ষর সদস্যেরও নয় ; এখানা জাল।

কালা। কি রকম ? জাল কি রকম ?

অধ্য। কেউ হয়তো তোমার সঙ্গে রহস্য কোরেছে !

কালা। ওকথা আমি বুঝি না ! আমি কালাশোক শিকিরি, না না দিব্যিকান্তি ঠাকুর, আমার সঙ্গে রহস্য কোন শালা করে ? আমি একরাশ ট্যাকা খরচ কোরেছি, জিনিস পত্তোর বানিয়েছি, লোকজন জমিয়েছি, এত পথ এয়েছি ; আমি কিন্তু সহজে ছাড়্‌ছি না।

অধ্য। না ছেড়ে কি কোর্ব্বে ?

কালা। জোর কোরে সেঁদিয়ে গদিতে গিয়ে বোসবো।

অধ্য। সূর্য্য দেউলের প্রহরীরা তবে কি কোত্তে আছে।

কালা। তাতো আছে ? তা বাবা আর কেন মস্করা করিস ! অনেক হোয়েচে ; এখন আমায় নিয়ে চ ! গদিতে বোসে আমার মানব জন্মটা সফল কোরে আসি ! কিছু টাকা লা হয় আমি তোদের পান খেতে দেবো।

অধ্য। যা হবে না, সে জন্য আর কেন চেষ্টা কর। যাও, যে তোমায় পাঠিয়েছে, তাকে গিয়ে ধর।

কালা। সেতো সেই অরবিন্দ। সে বেটা জুয়াচোরের

সদ্দার। সেই ত দেখ্‌ছি আমায় মজিয়েছে। এখন কি হবে? সহরেই বা মুখ দেখাব কেমন কোরে? আর এত ট্যাকা যে নষ্ট হোলো তারই বা শোধ লেবো কি কোরে?

অধ্য। ও সব কথার জবাব আমরা আর কি দেবো বল? এখন আস্তে আস্তে প্রস্থান কর। প্রহরি! সাবধান! বিনানু-মতিতে কেহ যেন এ তোরণের মধ্যে প্রবেশ না করে!

[অধ্যক্ষ ও সদস্যগণের প্রস্থান।

কালা। ওরে তিরপুণ্ডে! কি হোলোরে?

ত্রিপ। যা হবার তাই হোলো। এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চল।

কালা। দল বেঁধে তো যাওয়া হবে না।

ত্রিপ। তাকি হয়? তা হোলে সহরের লোকের নাগোরা কি আর পায়ে থাকবে, সব তোমার মাথায় পোড়বে।

কালা। তা হোলে লুকিয়ে চুরিয়ে যেতে হয়।

ত্রিপ। তাই চলো। কিন্তু যাদের এনেছেন, তাদের পাওনা গণ্ডা না চুকিয়ে, যেতে হোলে তো, লুকিয়ে যাওয়া চোলবে না।

কালা। কেন চোলবে না? ঠিক চোলবে! আর ট্যাকা পয়সা আমি দিতে পার্ব্বো না।

তোর। ওরে বেটা জুয়োচোর! গরীবদের ফাঁকি মারবার পরামোশ্‌ আঁটছো? তা হবে না। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে তোদের ফাঁকি দিয়ে এ বেটা পালাবার যোগাড়ে আছে; এই সময় ধোরে তোদের পাওনা গণ্ডা আদায় কোরে নে।

কালা। দূর্‌ বেটা পাজি!

[প্রস্থান - নেপথ্যে গোলযোগ—মার্‌ মার্‌ শব্দ ইত্যাদি।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

—o—

রাজপথ—দিব্যকান্তের বাটির সম্মুখ।

(অরবিন্দসহ অঞ্জন ও মানসীর প্রবেশ।)

অর। তারপর?

অঞ্জ। কি আর বোলবো পিতৃব্য ঠাকুর! গিয়ে যা দেখ্‌লেম তাতে যে আমাদের সর্ব্বনাশ হোয়ে গেছে, তা নিশ্চয় বুঝতে পাল্লেম। হা জগদীশ্বর! কি কোল্লেন? কূলে এসে যে নৌকা ডুবি হবে, তাতো একবারও ভাবিনি প্রভু! হায় হায় কি হোলো! কি হলো! (মস্তকে হস্ত দিয়া উপবেশন)

অর। কি হোয়েছে, শুনিই না। মানসী! তুমিই না হয় বল? দিব্যকান্তর সংবাদ কি, তুমিই না হয় বল!

মানসী। যে সর্ব্বনাশ হোয়ে গেছে, তা আর কোন্ মুখে বোল্‌বো? হায় হায়! আমি হতভাগিনী কেন তাঁকে একলা ফেলে চোলে এসেছিলেম। আহাহা! দুর্ব্বল শরীরে কি স্যাংঘাতিক ঘটনাই ঘোটে গেছে!

অর। কি হোয়েছে? ছি ছি ছি কি হোয়েছে বলনা?

মানসী। আর কি হোয়েছে! যা হবার তাই হোয়েছে, বিঘোরে প্রাণ গেছে আর কি?

অর। সেকি? সেকি? দিব্যকান্ত নাই! কি কোরে জান্‌লে?

মানসী। যেখানে ছিলেন, সেখানে গিয়ে দেখলেম তিনি নাই।

অর। সে কোথায় ?

মানসী। মহাদেও পাহাড়ের জলপ্রপাতের পার্শ্বের এক গহ্বরে।

অর। সেখান হোতে কোথাও চোলে গিয়ে থাকতে পারেন তো ?

মানসী। হায় হায়! তা হোলে তো বাচতেম কিন্তু তা কই ? যা দেখে এলেম, তাতে যে আর কোন সন্দেহই নাই।

অর। কি দেখে এলে ?

অঞ্জ। প্রপাতের কাছে গিয়ে কোথায় প্রভু, কোথায় প্রভু বোলে চীৎকার শব্দে ডাকতে লাগলেম—হায় হায় কেবল প্রতিধ্বনি হোলো, কোথায় প্রভু—কোথায় প্রভু—প্রভুর আমার কোন উত্তর নাই! তখন গহ্বরের সম্মুখে গিয়ে যা' দেখলেম—তাতে আমাদের আত্মাপুরুষ শুকিয়ে গেল!

অর। কি দেখলে ?

অঞ্জ। দেখলেম—শোণিতের ছড়াছড়ি, যেন ঢেউ খেল্‌ছে আর এই শোণিতাক্ত গাত্রাবরণ—

অর। এ কার ?

মানসী। এ আর কারো নয়—এ তাঁর! আমি ভাল জানি এ তাঁর!

অর। এতো দেখছি ছিন্ন ভিন্ন।

অঞ্জ। আজ্ঞে হ্যাঁ! তাই বলছি। দেখলেম গহ্বরের দ্বার পর্য্যন্ত শোণিতাক্ত! তখন গহ্বরের দ্বারে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ডাকলেম "প্রভু"। উত্তরে গহ্বর মধ্য হোতে ভীষণ সিংহের গর্জ্জন শুন্‌তে পেলেম! আবার উন্মত্তের ন্যায় ডাকলেম "প্রভু"!

আবার সেই গর্জ্জন! তখনই জানলেম—আমাদের অদৃষ্ট ভেঙ্গেছে—প্রভু আমাদের আর ইহজগতে নাই!

অর। ও হো হো! এমন সর্ব্বনাশ হোয়ে গেছে! ও হোহো দিব্যকান্ত! সখা আমার! এত বিপদ হোতে রক্ষা পেয়ে এসে, অবশেষে সিংহকবলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে?

(দিব্যকান্তের সর্ব্বাধ্যক্ষের প্রবেশ।)

সর্ব্বা। আমাদের প্রভু! আমাদের প্রভু!

অর। কি বলেন? কি বলেন?

সর্ব্বা। আমাদের প্রভু আসছেন—আমাদের যথার্থ প্রভু আসছেন।

অর। কি বলেন? পাগল হোলেন নাকি? আপনাদের যথার্থ প্রভু কি আর আছেন!

সর্ব্বা। আছেন কি বোলছেন—তিনি আসছেন, আমি স্বচক্ষে দেখে এলেম, তিনি আসছেন!

অর। কোথায় দেখলেন? কখন দেখলেন?

সর্ব্বা। এইমাত্র! মহা সামন্ত মশাই যুদ্ধ জয় কোরে ফিরে আসছেন, তাঁরির সঙ্গে তিনি রোয়েছেন!

অঞ্জ। সত্য নাকি? সত্য নাকি? আমি যাই দেখিগে!

[দ্রুত প্রস্থান।

অর। সর্ব্বাধ্যক্ষ মহাশয়! সত্য বলুন, আমার সখা দিব্যকান্তকে তো ঠিক দেখেছেন?

সর্ব্বা। ঠিক দেখেছি—ঠিক দেখেছি, কথা পর্য্যন্ত কোয়ে এসেছি।

অর। বটে? দেব-দিনমণি! ধন্য আপনি! ধন্য আপনার করুণা!

সর্ব্ব। ওই দেখুন—ওই দেখুন—এই পথেই আসছেন।

(শরীর রক্ষকগণ সহ রবিরঞ্জ সৌরি ও অঞ্জন ও দিব্যকান্তের প্রবেশ)

অর। সখা! সখা!

দিব্য। সখা! (উভয়ে আলিঙ্গন)

রবি। অরবিন্দ! তোমার সখাকে পেলে—এখন সেই দুষ্ট কালাশোকটা কোথা?

অর। আজ্ঞে বাটীতে নাই, এখনি আসবে।

রবি। আচ্ছা, আমার রক্ষক কয়েক জন এই স্থানে রইলো। সে পাপিষ্ঠ এলে যেন বন্দী অবস্থায় আমার নিকট প্রেরিত হয়, দুষ্ট বিশেষরূপ শাস্তির উপযুক্ত।

অর। যে আজ্ঞে।

[রবিরঞ্জের প্রস্থান।

দিব্য। সখা! মহাসামন্ত মহাশয়ের কাছে আমি কালাশোকের চাতুরির কথা সমস্ত শুনেছি।

অর। আমরাও মানসীর কাছে তোমার বিপদের কথা সমস্ত শুনেছি!

দিব্য। আহা! মানসী দেবকন্যা! আমার জীবনদাত্রী—জননী!

মানসী। আপনার জীবন রক্ষায় আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোয়েছে।

দিব্য। অঞ্জন! কেমন আছ?

অঞ্জ। আজ্ঞে প্রভু! জীবন্মৃত হোয়েছিলেম!

মানসী। আপনি সিংহের গ্রাস হোতে কেমন কোরে রক্ষা পেলেন?

দিব্য। এবারও সেই পার্ব্বতীয় মহাত্মারা রক্ষা কোরেছেন। গহ্বরের সম্মুখে তোমার আগমন প্রতীক্ষায় পাদচারণা কোচ্ছি, এমন সময় একটা দুরন্ত সিংহ লম্ফপ্রদানে আমার উপর পতিত হয়! কিন্তু শরীরে কোন আঘাত কোর্ত্তে সমর্থ হয়নি। গাত্রাবরণটা ধরবামাত্র আমি সেটা ত্যাগ কোরে সোরে এলেম—তখন পুনরায় যেমন আক্রমণ করবার চেষ্টা কোরেছে অম্‌নি পাহাড়ের উপর হোতে তীরের পর তীর ক্রমে তাকে বিদ্ধ কোর্ত্তে লাগলো। তখন সেটা যন্ত্রনায় ছট্ ফট্ কোর্ত্তে কোর্ত্তে শোণিতস্রাবে অবসন্ন হোয়ে পলায়ন কোল্লে; আমিও পার্ব্বতীয় মহাত্মাদের আশ্রয় গ্রহণ কোল্লেম। তারপর মহাসামন্ত মহাশয় ফিরে আসবার সময় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়!

স্বর। সূর্য্যনারায়ণ রক্ষা কোরেছেন। এখন চল, ভিতরে গিয়ে বিশ্রাম কোরবে। অঞ্জন! তুমি এইখানে থাক। কালাশোক এলে, এই রক্ষীদের হস্তে তাকে সমর্পণ কোর্ব্বে।

[অঞ্জন ও রক্ষিগণ ব্যতিত সকলের প্রস্থান।

(অন্যদিক হইতে লুলিয়ার প্রবেশ)

লুলি। এই যে মোর অঞ্জুনে! ওরে অঞ্জুনে! পোড়ারমুখো! মুই তোর জন্যে সহর তোলপাড় কচ্ছি, আর তুই কিনা,—

অঞ্জ। বেশ তা কি হোয়েছে?

লুলি। হবে আর কি? তোকে পেয়েছি আর কি?

অঞ্জ। তারপর?

লুলি। তারপর আর কি? এখন চ' বাড়ীর ভেতর যাই।

অঞ্জ। এ বাড়ীতে তুমি আর ঢুকতে পাবে না?

লুলি। ইস্! তাই তো রে! বড় রোস্‌কে হোয়েছিস্ যে! তা এ বাড়ী না হয়, চ', মোর পুরোণ বাড়ীতে চ'। তোকে পেলে মুই বনে ঘর কোরতে পারি, তা জানিস্ তো?

অঞ্জ। তাতো জানি, এখন ওই কে আসছে দেখ।

(কালাশোক ও ত্রিপণ্ডের প্রবেশ।)

কালা। চ' তিরপুণ্ডে চ! চুপ্ কোরে বাড়ীর মধ্যে সেঁধিয়ে যাই—কোনো বেটা না দেখতে পায়!

১ম-রক্ষী। এই ও, কোথায় যাও?

কালা। কেন? আমার বাড়ীতে!

১ম-রক্ষী। যেতে পাবে না। আগে মহাসামন্ত মহাশয়ের কাছে তোমায় যেতে হবে!

কালা। কেনে?

১ম রক্ষী। কেনো টেনো জানি না, নিয়ে যাবার হুকুম; সহজে যাও তো ভাল—নইলে বেঁধে নিয়ে যাবো।

কালা। একি কথারে অঞ্জুনে! এ বেটারা এ কি বলে?

১ম রক্ষী। বাঁধো বদ্‌মায়েস্‌কে!

(অন্যান্য রক্ষী কর্ত্তৃক বন্ধন)

লুলি। একি? বাঁধে ক্যানে?

অঞ্জ। কি জানি? (ত্রিপণ্ডের কানে কানে কথন)

ত্রিপ। (সাহ্লাদে) বলিস্ কিরে? বলিস কিরে? বলিস কিরে? (বাটীর মধ্যে প্রবেশ)।

কালা। কার হুকুমে বাধ্‌ছিস্! জানিস না বুঝি আমি কে?

১ম রক্ষী। খুব জানি। এখন ভালয় ভালয় চল্, নইলে এই ধাক্কা মার্ত্তে মার্ত্তে নিয়ে যাব। (ধাক্কা দেওন)

কালা। সত্যি নিয়ে চোললো যে! ও লুলিয়া আয় না, আমায় রক্ষা কর্ না।

(রক্ষিগণের ধাক্কা দিতে দিতে কালাশোককে লইয়া প্রস্থান কালে কালাশোকের)

গীত।

কালা। আমায় নিলে যে, নিলে যে, ওরে আয়না।
লুলি। ছাড়্ বায়না।
তোরে নিলে বোলে মোর, বোয়ে গেল কি,
মুই তোর চেয়েও তো স্যায়না॥
কালা। আমায় বেঁধে যে ফেলেছে রে,
লুলি। ভাল সুবিধে কোরেছে রে;
মুই, তুই গেলে খুব মারবো মজা, যারে তারে হেনে নয়না।
কালা। তোর মনেতে আছে যা,
মুই মরিস করিস তা;
এখন বোলে কোয়ে মোরে ছাড়িয়ে দেরে,
আর যে জ্বালা সয়না॥

লুলি। মোর দায় পোড়েছে তোয় ছাড়াতে,
তোয়তো পরাণ চায়না।
তোরে নিলে বোলে মোর, বোয়ে গেল কি,
মুই তোর চেয়েও তো স্থায়না॥

লুলি। যাক—মরুকগে! মোর কি! কি বলিস্ অঞ্জন?

অঞ্জ। তোমাকেও যেতে হবে!

লুলি। মুই কোথায় যাবো।

অঞ্জ। ওর সঙ্গে।

লুলি। তা যাব না। মুই তোর সাথে যাব।

অঞ্জ। আমি এই বাড়ি সেঁধুলুম্!

লুলি। মুইও সেঁধুবো।

অঞ্জ। তুমি সেঁধুতে এলে এই রক্ষী মশাই গলা ধাক্কা মেরে বার কোরে দেবে।

(বাটির মধ্যে প্রবেশ)

লুলি। আমিও যাই!

রক্ষী। সাবধান!

লুলি। কি মোর সাবধান কর্‌বার মরদ্ রে!

(প্রবেশের উপক্রম)

রক্ষী। নিকালো মাগী ছিনার! (গলাধাক্কা দেওন)

লুলি। ওরে বেটা হতভাগা! (গলাধাক্কা) ওরে বেটা হাড়হাবাতে! (গলাধাক্কা) ওরে বেটা গুণ্ডো! (গলাধাক্কা) ওরে বেঠা ষণ্ডামার্ক! (গলাধাক্কা দিতে দিতে প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—o—

উদ্যান।

(সরসা ও সজনীগণ উপস্থিত।)

সজনীগণের গীত।

দুঃখ আছে তাই সুখ রোয়েছে, নইলে তো সুখ
থাক্‌তো না।
আঁধার আছে, তাই আলোর গরব, নইলে তো কেউ
বুঝ্‌তো না।
কান্না সুধু থাকলে কি হোতো;
হাসির মজা কেউনা তায় পেতো;
কান্না হাসি দুই থাকা চাই, নইলে তো কেউ
হাসতো না;
বিরহের পর মিলন মজার নইলে তো কেউ
মজতো না;
সাধের প্রেমে নইলে তো কেউ
মজতো না॥

সর। আমার কান্না পাচ্ছে।

১ম-স। ও কি অলুক্ষুণে কথা!

সরসা। প্রাণ কেমন কোচ্ছে, শরীর কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে চক্ষে যেন জল রাখতে পাচ্ছি না।

১ম-স। বড্ড আহ্লাদ হোলে ও রকম হয়।

সরসা। কেমন ভয় ভয় কোচ্ছে?

১ম-স। ভয় আবার কিসের? এদ্দিনের পর সত্যিকার বর আসছে, আবার ভয় কিসের?

সরসা। যদি তিনি মনে কোরে থাকেন—আমি তাঁকে ভুলে ছিলেম?

১ম-স। আর যদি না মনে কোরে থাকেন, তা হোলে?

(দিব্যকান্তকে লইয়া অরবিন্দ ও আরতীর প্রবেশ)

আরতী। সরসা! আর ঘাড় হেঁট কোরে কেন? চোখ তুলে দেখ—আসল কি নকল!

দিব্য। শুনেছি সরসা! নকল নিয়ে বড় জ্বোলেছো, ভয় নেই আসলে জ্বালাবে না। (হস্তধারণ)

সরসা। আবার জ্বালা—ভগবান আজ আমার সকল জ্বালা নিবারণ কোল্লেন।

অর। অঞ্জন আর মানসী কোথা? এঁদের মিটলো এখন তাদের জ্বালাটা মেটাতে পাল্লেই যে হয়!

দিব্য। তাদের আবার কি জ্বালা?

অর। তাদের দুজনেরই জিনিষ চুরি গেছে, দুজনে দুজন-কেই চোর বোলে ধোরেছে,এর একটা মীমাংসা হওয়া চাইতো?

দিব্য। বটে? বেসতো!

আরতী। ওই যে দুজনেই আস্‌ছে,ঠিক চোরের মত নয় কি?

(অঞ্জনও মানসীর প্রবেশ)

অর। ওরে অঞ্জন! ও মানসী! দিব্যকান্ত তোদের দুজন-কেই চোর সাব্যস্ত কোরেছে।

আর। শাস্তিও দিয়েছেন জন্মের মত কারাবাস! এই শৃঙ্খলে আবদ্ধ হোয়ে উভয়ে উভয়ের হৃদয় কারায় বন্দী হোয়ে থাক্‌গে।

(পুষ্পমাল্যে উভয়ের হস্ত বন্ধন)

[উভয়ের প্রস্থান।

(রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী। প্রভু আগত প্রায়!

(অরবিন্দ ও আরতী ব্যতিত সকলের প্রস্থান)

(অন্যদিক হইতে রক্ষিগণসহ বন্দী কালাশোক ও রবিরঞ্জের প্রবেশ)

কালা। মিছি মিছি ভদ্দর নোকের অপমান!

অর। মিছি মিছি বটে?

(ইঙ্গিত ও দিব্যকান্তের প্রবেশ।)

রবি। (কালাশোকের অবস্থা দেখিয়া) ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক! বোঝ্ দিকি কি সর্ব্বনাশ কোরেছিলি?

কালা। আজ্ঞে—আজ্ঞে—মাজ্জনা—

(কাঁপিতে কাঁপিতে দিব্যকান্তের চরণে পতন)

রবি। এ গুরুতর দোষের মার্জ্জনা নাই। কাশ্মীরের ব্যবহার শাস্ত্রে এ দোষের শাস্তি—শূল!

কালা। প্রভু! দয়া—দয়া—

রবি। শোন দিব্যকান্ত! মহারাজের আদেশ—এ পাপাত্মার শাস্তি—তোমার ইচ্ছানুসারে হবে। শূল, শিরচ্ছেদ, হিংস্র পশু মুখে অর্পণ, জীবন্ত সমাধি, যেরূপ শাস্তি দিতে ইচ্ছা কর, তাই হবে।

কালা (ক্রন্দন করিতে করিতে) ও হোহো ও হো হো ওঁ হো হো!

দিব্য। আমার অনুরোধ—নির্ব্বোধটাকে দেশান্তরী করা হোক্। ওর প্রাণ বধে আমার রুচি নাই।

রবি। ভাল—তাই হোক! রক্ষী! মাথায় কাঁটার মুকুট পরিয়ে গলায় নাগোরার মালা দিয়ে গাধার পিঠে চড়িয়ে, কোড়া মার্ত্তে মার্ত্তে এই নরাধমটাকে একেবারে কাশ্মীর রাজ্যের বাহিরে দিয়ে এস!

[কালাশোককে লইয়া রক্ষীর প্রস্থান।

রবি। শোন দিব্যকান্ত! তোমার স্বর্গীয় পিতামাতার সঙ্গে আমরা স্ত্রীপুরুষে যে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হোয়েছিলেম—আজ সেই বন্ধন হোতে মুক্ত হবার সময় উপস্থিত!

(সরসা ও সজনীগণ উপস্থিত)

রবি। (সরসার হস্ত ধারণ করিয়া) বৎস! আমার এই একমাত্র কন্যারত্ন আজ তোমার হস্তে অর্পণ কোল্লেম! (দিব্য-কান্তের হস্তে প্রদান) দেখো বৎস! দেখো আমার এই সর্ব্বস্ব ধনকে সমাদরে রেখো, কখনও অনাদর কোরো না। লক্ষ্মী-স্বরূপিনী জননী আমার! আমি আজ উপযুক্ত পাত্রে তোমায় অর্পণ কোল্লেম। দেখো বৎসে দেখো! পতিব্রতধর্ম্মের অঙ্গ-হানী না হয়। আজ হোতে এই পতিকেই তোমার সর্ব্বস্ব বোলে জ্ঞান কোর্ব্বে! ইনি তোমার দেবতা! এঁকে দেবতার ন্যায় পূজা কোরো। পতির ধর্ম্ম রক্ষার সহকারিণী হোয়ে, ইহলোকে যশোধর্ম্ম সঞ্চয় কর। বীরপুত্র প্রসব কোরে পতিকে পুন্নাম নরক হোতে রক্ষা কর। আর ঐ দেখ বৎসে! ওই দেখ তোমার

পিতৃ মাতৃ ও শ্বশুর কুলের কুল পাবকগণ স্বর্গ হোতে সতৃষ্ণ নয়নে এই সুখের সম্মিলন সন্দর্শন কোচ্ছেন। তাঁদের মুখ রক্ষা কোরো—তাঁদের কুল রক্ষা কোরো।

(দিব্যকান্ত ও সরসার প্রণাম)

আশির্ব্বাদ করি—তোমাদের দাম্পত্যের পবিত্র পরিমলে পার্থিব জনগণ পরিতৃপ্ত হোন!

[প্রস্থান।

অর। হাতে হাতে তো হোলো—এখন?

আরতী। এখন যা হোয়ে থাকে—তাই!

অর। কি?

আরতী। আহা! মিন্সে যেন ন্যাকা কিছু জানেন না! বলে—জন্ম গেল ছেলে খেয়ে, আজ বলেন ডাইনি কি?

দিব্য। ঝগড়ায় কাজ নেই। এখন সরসা! তুমি বলতো কি হবে?

সরসার গীত।

আমি বিলায়ে দিয়েছি আমারে।
যা ছিল আমার, সব দিছি তোমারে॥
মন দিছি, প্রাণ দিছি, দিছি এ হৃদয়,
এ নব যৌবন সহ এ দেহ নিলয়;
আর মম কিছু নাই,
দিয়েছি তোমার ঠাঁই;
আমি মগ্ন হোয়ে গেছি, তুমি পাথারে॥

পট পরিবর্ত্তন।

সজনীগণের গীত

(এঁদের) ভালবাসাবাসি টুকু বেশ।
দেখ মিললো কেমন শেষ ॥
ইনি সুতো টান্‌ছিলেন হেথায়,
উনি সুতো টানছিলেন সেথায় ;
(এঁর) শক্ত সুতোর জোর টান্‌নি যায়নিকো বৃথায় ;
উনি টানের চোটে আপনি এসে মিশ্‌লেন অবশেষ।
(এখন, বিরহ ব্যাথার গান থাম্‌লো রইলো সুধু রেশ।

যবনিকা পতন

